শাঁজাহান।

[কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত।]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত।

প্রকাশক—

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,

মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৩৪ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩১৮

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

সাজাহান	... ...	দিল্লীর সম্রাট।
খাঁজাহান লোদী	... ...	মালবের সুবেদার।
আজিমত লোদী	... ...	ঐ পুত্র।
নারায়ণ রাও	... ...	ঐ ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানপুত্র।
মহাবত খাঁ	... ...	মোগল সেনাপতি।
দাদাজী	... ...	ঐ মাতুল।
আজফ	... ...	সম্রাটের উজীর।
খোদাদাদ, দরিয়া	... ...	খাঁজাহানের সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়।

ওমরাওগণ, মোগল ও পাঠান সৈন্যগণ, ভীলসৈন্যগণ, প্রতিহারী, মেদিয়া, ভৃত্য, চর ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

গুলনারা	... ...	খাঁজাহানের বেগম।
[illegible]	... ...	ঐ কন্যা।
[illegible]	... ...	মহাবতখাঁর কন্যা।

সোফিয়ার সখীগণ, বাঁদীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

অভিমানে অভিমানে দেখা শোনা।
অভিমানে হ'ল কথা বোঝা গেলনা ॥
হ'তে গেলেম আপনার
পেলেম রাশি যাতনার।
অভিমানে মুখপানে চাওয়া হ'লনা ॥
পিয়াস দিতেছে টান
মাঝে বাধা অভিমান—
বিষাদের স্মৃতিভরা গান।
মিলন বিরহে বাঁধা বিধাতার ছলনা।

খাঁজাহান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান।

সোফিয়া ও মহাবত।

সোফিয়া। হাঁ পিতা! আজকে কেল্লায় হঠাৎ তোপ হচ্ছে কেন?

মহা। মালবের সুবেদার খাঁজাহান লোদী আগরায় আসছেন।

সোফিয়া। সে আপনার একজন শত্রু না?

মহা। এক সময় তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন। যে দিন থেকে আমি সাজাহানের পক্ষাবলম্বন করেছি, সেই দিন থেকেই আমি তাঁর শত্রু হয়েছি।

সোফিয়া। এখন ত আবার মিত্রতা হবে?

মহা। সাজাহানের সঙ্গে মিত্রতা হতে পারে, কিন্তু আমার সঙ্গে আর হতে পারে না।

সাফিয়া। কেন পিতা?

মহা। স্নেহ একবার ভগ্ন হলে পুনর্ব্বার মিত্রতায় উভয়ের আর সে প্রাণ ফিরে আসে না।

সোফিয়া। এই ত বল্‌লেন, বাদসার সঙ্গে মিত্রতা হতে পারে।

মহা। বাদসার সঙ্গে তাঁর মিত্রতা বাধ্য হয়ে। সেখানে পরস্পরের স্বার্থ সম্বন্ধ। আমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বে স্বার্থ ছিল না।

সোফিয়া। বাদসার সঙ্গে তার শত্রুতা কেন?

মহা। সম্রাট তাঁকে রাজবংশোদ্ভব বলে স্বীকার কর্‌তে চান না। নবাবকে নীচবংশোদ্ভব বলে প্রচার করেছেন। এতেই সম্রাটের উপর নবাবের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ। আর আমি তাঁর পক্ষাবলম্বন করেছি বলে আমারও উপরে মর্ম্মান্তিক অভিমান।

সোফিয়া। তাঁর অভিমান যুক্তিসঙ্গত।

মহা। কি ক'রব, সাম্রাজ্যের অবস্থা বুঝে আমাকে সাজাহানের পক্ষ অবলম্বন কর্‌তে হয়েছিল।

সোফিয়া। আপনাদের পুনর্ম্মিলন কি হতে পারে না?

মহা। মুখের মিলন হতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রকৃতি যেরূপ আমি জানি, তাতে সে মিলনও অসম্ভব। নবাব দারুণ অভিমানী, সংগ্রামে অকুতোভয়, অতুলনীয় বীর, কেবল এক অভিমানই তাঁর উন্নতির পক্ষে অন্তরায়। তাঁরই মঙ্গলের জন্য, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তা করেছিল বলে, তাঁর চির-প্রিয় হিন্দু দেওয়ান তৎকর্ত্তৃক অপদস্থ ও তাড়িত হয়েছে।

নেপথ্যে। মৎ যাও, ভাগো ভাগো।

মহা। মা, এখান থেকে সরে যাওত, কে এক জন লোক প্রহরীর বাধা অগ্রাহ্য ক'রে এই দিকে আস্‌ছে। দেখ্‌ছি উন্মাদের মতন। শীঘ্র ওই কুঞ্জান্তরালে আত্মগোপন কর। [প্রস্থান।

(নারায়ণের-প্রবেশ।)

নারা। জনাবালি সেলাম।

মহা। কে আপনি?

নারা। চিনতে পারছেন না?

মহা। না।

নারা। আমি নবাবের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানপুত্র।

মহা। কে ও, নারায়ণ রাও?

নারা। আজ্ঞে হাঁ জনাবালি।

মহা। একি তোমার বেশ?

নারা। সবই ত শুনেছেন।

মহা। তোমার পিতা?

নারা। তিনি নেই।

মহা। নেই?

নারা। অপমানে, মনস্তাপে, দারিদ্রে তিনি অরণ্যমধ্যে দেহত্যাগ করেছেন।

মহা। সে কি, সম্রাট্ তাঁকে জায়গীর দিয়ে সম্মানিত কর্‌বার জন্য আমার প্রতি পরোয়ানা পাঠিয়েছেন।

নারা। আর জায়গীর কাকে দেবেন। পিতা বনে একরূপ অনাহারেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন।

মহা। মূর্খ দাম্ভিক নবাব বুঝ্‌তে পারলে না। তোমার পিতা বিচক্ষণ নীতিজ্ঞ। তিনি বুঝেছিলেন, বুঝে সাজাহানকে পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন। নইলে আগরা দখল তাঁর রোধ হ'ত না। তবে বিনা রক্তপাতে যে কার্য্য সাধন হ'ত, সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করতে অনেক রক্তপাত হ'ত। সে কথা যাক, আমি তোমার পিতার অন্বেষণে লোক পাঠিয়েছিলুম? সম্রাটও ব্রাহ্মণকে পুরস্কৃত কর্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। চল তোমায় বাদসার কাছে নিয়ে যাই। তিনি তোমাকে দেখ্‌লে আলিঙ্গন করবেন।

নারা। সম্রাটের সঙ্গে দেখা ক'রব না।

মহা। সে কি, দেখা ক'রবে না কেন? তোমার পিতার নামে দত্ত জায়গীর তুমি গ্রহণ কর।

নারা। না জনাবালি, আমি জায়গীর গ্রহণ ক'রতে আসিনি।

আমার পিতা সম্রাটের কার্য্য ক'রে যখন ভিখারীর বেশে নির্ব্বাসনে বনে দেহ ত্যাগ করেছেন, তখন সে জায়গীর আমি গ্রহণ ক'র্ব্ব না। সম্রাটের সঙ্গেও দেখা ক'র্ব্ব না।

মহা। তবে আমার কাছে কি ক'র্তে এসেছ?

নারা। আমি খাঁজাহান লোদীর উপর পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে এসেছি। মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতা আমার মনোভাব বুঝ্তে পেরে-ছিলেন। সেই জন্য আমাকে ব'লে যান যে, সঙ্কল্প স্থির কর্বার আগে একবার আপনার কাছে উপদেশ নিতে। তাই আমি আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছি।

মহা। বেশ, জায়গীর না নাও, বাদসার মন্সবদারি গ্রহণ কর।

নারা। দোহাই জনাবালি ও অনুরোধ ক'র্বেন না।

মহা। আমার আছে তুমি প্রতিবাদ ক'র্ছ, কিন্তু সম্রাট তোমাকে নিতে আদেশ ক'র্লে তুমি না ব'লতে পারবে না।

নারা। আমি ত পূর্ব্বেই ব'লেছি সম্রাটের সঙ্গে দেখা ক'র্ব না।

মহা। আমি যে বাধ্য ক'র্ব। তোমাদের সন্ধান নিতে আমার প্রতি সম্রাটের আদেশ। যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন সম্রাটের সঙ্গে দেখা না করিয়ে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। তুমি আমার সঙ্গে এস।

নারা। কোথায় যাব জনাবালি?

মহা। আমার উদ্যানে আজকের মত বিশ্রাম কর। কাল তোমাকে সম্রাটের সভায় উপস্থিত ক'র্ব।

নারা। জনাবালি আমাকে মাপ করুন, আমি আপনার আশ্রয়ে আতিথ্য গ্রহণ ক'র্তে পার্ব না।

মহা। বুঝেছি। আমি আর মহীপৎ নই, মহাবৎ। ব্রাহ্মণকে আতিথ্য দানের অধিকার থেকে আপনাকে বঞ্চিত করেছি। কে আছ? (জনৈক প্রহরীর প্রবেশ) তুমি নয়—হিন্দু। [প্রহরীর প্রস্থান।

নারা। হিন্দু প্রহরীর প্রয়োজন কি ?

মহা। আমার মাতুল দাদাজি মহারাজের কাছে আপনাকে প্রেরণ ক'র্‌ব। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু।

নারা। আমাকে স্থান ব'লে দিন, প্রহরীর প্রয়োজন কি ? আমি নিজেই যাচ্ছি।

মহা। আমি তোমাকে হাত ছাড়া ক'রতে সাহস পাচ্ছি না।

নারা। তা হ'লে প্রহরী কি ক'র্‌বে ? জনাবালি, আমি যদি থাকৃতে না চাই, আপনার প্রহরী কি আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারবে।

মহা। বেশ, ইচ্ছা ক'রলেও যাতে পলাতে না পার তার ব্যবস্থা ক'রছি। তোমাকে রমণীর প্রহরায় নিক্ষেপ ক'র্‌ছি। সোফিয়া !

নারা। সোফিয়া কি ?

মহা। সোফিয়া আমার কন্যা। সেই তোমাকে আমার মাতুলের কাছে নিয়ে যাবে। সোফিয়া! লজ্জার প্রয়োজন নাই—অতিথি। শীঘ্র এস।

(সোফিয়ার প্রবেশ)

নারা। এ অন্যায় আদেশ ক'রবেন না জনাবালি। আমি ব'লছি, আপনার মাতুলের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ ক'র্‌ব।

মহা। বেশ ! তাহ'লে এই সম্মুখস্থ উদ্যান ভেদ ক'রে উদ্যানের অপর পার্শ্বে যে অট্টালিকা সেইখানে গমন কর।

[নারায়ণের প্রস্থান।

সোফিয়া। কি আদেশ পিতা ?

মহা। প্রয়োজন হ'ল না। তথাপি বিশ্বাস নাই। যাওত মা, খবর নাওত। ঐ ব্রাহ্মণপুত্র তোমার পিতামহের গৃহে গেল কি না।

সোফিয়া। উনি কে ?

মহা। পরে জান্‌তে পারবে, এখন যুবকের অনুসরণ কর।

[মহাবতের প্রস্থান।

সোফিয়া। তাইত, কে এ ব্রাহ্মণ-পুত্র? আমাকে দেখ্‌লে না। আমার চিত্র-সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য চারিজন সা'জাদা লালায়িত, এ ব্রাহ্মণ-পুত্র আমায় দেখ্‌লে না!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাটীর সম্মুখ।

দাদাজি।

দাদাজি। (স্বগত) দিন ক্ষণ না দেখে বাড়ী থেকে বেরুনো, ফল তার যাবে কোথায়? কেন যে ম'র্‌তে দেশ ছেড়ে আগরায় এলুম্‌, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। সমস্ত দুনিয়াটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে এলুম, শেষকালটা কি না আগরায় এসে জমাট বেঁধে গেলুম। কেন যে এলুম! ভাগনে ছিল রাণাপ্রতাপের ভাইপো—সগরজির বেটা, হ'ল কি না মহাবত খাঁ। আমি দেখ্‌তে এসে জড়িয়ে গেলুম। আর ত বেরুবার উপায় দেখতে পাই না। একটা মুসলমানীর প্রেমাকর্ষণে আমারও প্রাণটা খাঁ খাঁ ক'র্‌ছে। সোফিয়ার স্নেহ ভুলতে পার্‌ছি না, এ যে বিষম দায় হ'ল।

(নারায়ণের প্রবেশ।)

নারা। আপনারি নাম দাদাজি মহারাজ?

দাদাজি। না বাবা।

নারা। তিনি কোথায়?

দাদা। তিনি এখন গোরের ভিতরে বেঙ হয়েছেন।

নারা। বেঙ হয়েছেন কি! তিনি দেহত্যাগ ক'রেছেন?

দাদা। দেহ আছেন। আর শুধু আছেন নয়, অনেকটা স্থান দখল করেই আছেন। তবে তিনি খোলস বদলেছেন।

নারা। আমি আপনার কথা হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পারছি না। আমি দাদাজি মহারাজের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ ক'র্‌তে এসেছি। মহাবৎ খাঁ তাঁর কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।

দাদা। তুমি কি ভাই?

নারা। আমি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। আমি মহাবতের গৃহে আতিথ্য গ্রহণে অশক্ত ব'লে, তিনি তাঁর মাতুল দাদাজি মহারাজের নাম নির্দ্দেশ ক'রেছেন।

দাদা। মহাবতের গৃহে অতিথি হ'তে অশক্ত, তাহ'লে তুমি কেমন ক'রে তার মাতুলের ঘরে অতিথি হবে?

নারা। শুনলুম তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু।

দাদা। ভুল শুনেছ, তার স্পর্শ-দোষ ঘটেছে।

নারা। আপনার কথার ভাবে বোধ হ'চ্ছে আপনিই দাদাজি মহারাজ।

দাদা। এক সময় ছিলুম, এখন দাদু খাঁ।

নারা। তাহ'লে এখানেও অতিথি হ'তে পারলুম না?

দাদা। যদি জাতির অভিমান রাখতে চাও, তাহ'লে থাকৃতে ব'লতে পারি না। যদি না রাখতে চাও, তাহ'লে এস অতিথি, আমাকে কৃতার্থ কর।

নারা। দাদাজি মহারাজ, আপনাকে অভিবাদন করি, আমি থাকৃতে সাহস কর্‌লুম না?

দাদা। সাহস না করাই কর্ত্তব্য।

নারা। তাহ'লে আপনাকে—

দাদা। কি ব'লে অভিবাদন ক'র্‌বে ভাবছ? আমি ত ভাই, আর দাদাজি নই—দাদু খাঁ।

নারা। তাহ'লে সেলাম করে বিদায় হই।

দাদা। সেলাম, ভাই সেলাম। (নারায়ণের প্রস্থান) মহাবত যখন বামুনের ছেলেকে আমার কাছে আটক ক'রতে পাঠিয়েছে তখন নিশ্চয় তার মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে। এই সুন্দর সুপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই সুন্দরী সুকন্যাটী আসেন, আর সেই মধুর স্বর-লহরে বামুনের ছেলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রহস্যালাপ করেন, তাহ'লে হয় ত আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাজকি, ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আশ্রয় দিয়ে আমি কি তার জাতিনাশের কারণ হব? আর আমারই বা তাকে গৃহে রাখ্‌বার অধিকার কি? কে আমি? আমি মহাবতখাঁর যত্নে পালিত, তার কন্যার স্নেহে সঙ্কুচিত। তাদের পোলাও কালিয়ায় বিস্ফারিত। বিধর্ম্মীর সকল অবস্থা পেয়ে শুধু রাজপুতের নামটী মাত্র নিয়ে আছি। যাও ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে আমার গৃহে স্থান দিতে পারলুম না।

(সোফিয়ার প্রবেশ)।

সোফিয়া। দাদাজী!

দাদা। হাঁ—দাদাজীর অনুমান মিথ্যা নয়—ঠিক ধরেছি। দাদাজী ব'লে চুপ ক'র্‌লে কেন দিদিমণি?

সোফিয়া। দাদাজী।

দাদা। দাদু খাঁ, দাদু খাঁ। তুমি কি আর আমাকে দাদাজি রেখেছ, আমার জি খেয়ে খাঁ করে ফেলেছ। চারিদিকে কি দেখ্‌ছ?

সোফিয়া। আপনার কাছে একজন ব্রাহ্মণ অতিথি আসেনি? তাকে পিতা আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

দাদা। আমি তাকে ভাগিয়ে দিয়েছি।

সোফিয়া। কর্‌লেন কি! পিতা তাকে নিজের গৃহে রাখ্‌তে পার্‌লেন না বলে, আপনার কাছে যে পাঠিয়ে দিলেন!

দাদা। তোমার পিতার যেমন বুদ্ধি, তিনি রাখ্‌তে পার্‌লেন না, আমি কেমন করে রাখ্‌বো।

সোফিয়া। কেন দাদা, আপনি ত হিন্দু।

দাদা। কিন্তু অস্থি মজ্জায় তোমার রূপ প্রবেশ করেছে। আমার হিন্দুয়ানি ভেসে গেছে। বিবি সাহেব, আমি বামুনের ছেলের জাত মার্‌তে সাহস কর্‌লুম না।

সোফিয়া। অন্যায় করেছেন। পিতা একথা শুনে বড়ই দুঃখিত হবেন।

দাদা। তিনি দুঃখিত হবেন বলেই আমি আগে থাকৃতে দুঃখিত হলুম।

সোফিয়া। পিতা তাকে ছাড়বেন না স্থির করেছিলেন।

দাদা। তাহলেই ঠিক হয়েছে। সেই জন্য আমি তাকে স্থান-ছাড়া করেছি।

সোফিয়া। কেন?

দাদা। তোমার পিতার মতলব ভাল ছিল না। সে বামুনের ছেলের জাতিটা খাওয়ার জোগাড়ে ছিল।

সোফিয়া। আমাকে দিয়ে নাকি দাদাজি?

দাদা। তোমাকে দিয়ে।

সোফিয়া। কি ক'রে?

দাদা। কি করে বুঝে দেখ—তুমি বুদ্ধিমতী। যেমন তোমার খঞ্জন নয়নে ঈষৎ অপাঙ্গ-ভঙ্গে দর্শন, অমনি চক্ষের নিমেষে ব্রাহ্মণের মস্তকটী প্রবল বেগে ঘূর্ণন। তার পরেই বিদ্যুৎগতিতে উদর মধ্যে গমন।

সোফিয়া। পাগল হলেন দাদাজি! সম্রাট্‌পুত্র যাকে পাবার জন্য লালায়িত, সে কি একটা ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে!

দাদা। সম্রাট্‌পুত্র লালায়িত!

সোফিয়া। একজন নয়, চারজনই লালায়িত, (দাদাজির হাস্য) হাস্‌চ যে। তুমি কি মনে ক'র্‌ছ যে, আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বল্‌ছি!

দাদা। মিথ্যা বল্‌বে কেন। তবে এই ভেবে হাস্‌চি যে, এত খদ্দের, আপনাকে বেচ্‌বে কাকে!

সোফিয়া। যে বেশী দর দেবে। নিলামের দর, যে শেষ দর দিতে পারবে, তাকেই আমি আত্ম-সমর্পণ করব।

দাদা। শেষ দরটা কি ধার্য্য করেছ?

সোফিয়া। আগরার সিংহাসন।

দাদা। কোন সাজাদা কি দিতে চেয়েছে?

সোফিয়া। দারা ঝুড়িখানেক কবিতা দিয়েছে, সুজা কাঁড়িখানেক জ্ঞান দিয়েছে, আরাঞ্জিব কোরাণের বয়েদ দিয়েছে, আর ছোক্‌রা মুরা দ দুনিয়া দর দিয়েছে।

দাদা। কে দিতে পার্‌বে বুঝেছ?

সোফিয়া। তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

দাদা। তা বুঝ্‌তে পার্‌বেও না। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি। সেটা পাগলে ভিন্ন বুঝ্‌তে পার্‌বে না। যে দিতে পার্‌বে, তার দানের ভিতর থেকে আমি তার সাম্রাজ্য দেখ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু দিদিমণি, সে তোমাকে সিংহাসন দেবার প্রলোভন দেখাবে, কিন্তু দেবে না।

সোফিয়া। কেন?

দাদা। তুমি যতই কেন সুন্দরী হওনা, হওনা কেন তুমি মুসলমানী, তুমি রাজপুতনী। সে সম্রাট হলে কখনই তোমাকে সিংহাসনের অর্দ্ধেক ভাগে স্থান দেবে না।

সোফিয়া। কে সে দাদাজি?

দাদা। পরে বল্‌ছি। এরা তোমাকে দেখেছে?

সোফিয়া। দেখেনি। কিন্তু চারজনেই দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

দাদা। দেখা দিওনা। যদি শান্তি তোমার চরম লক্ষ্য হয়, তাহ'লে

একেবারেই দেখা দিওনা। যদি সিংহাসন লক্ষ্য হয় তাহ'লে এখন দেখা দিওনা।

সোফিয়া। কি বল্লে, আর একবার বল।

দাদা। তোমার অন্তর আমার কথার প্রতিধ্বনি দিয়েছে, সুতরাং আর বল্ব না।

সোফিয়া। তাইত আমি কি চাই। আমিত শান্তি চাই।

দাদা। তুমি কেন—তুমি চাও, আমি চাই; দুনিয়ার সকল জীব ঐ একটী মাত্র বস্তুর ভিখারী। তারই জন্য প্রতাপ আজীবন বনে বাস করেছে। শক্ত সিংহ বাদসার দাসত্ব গ্রহণ করেছে। আবার রণ-ক্ষেত্রে ভ্রাতার জীবন রক্ষা করতে জাহাঙ্গিরের সঙ্গ ত্যাগ করেছে। তোমার পিতা মুসলমান হয়েছে, তুমি সিংহাসন পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছ, আর আমি তোমার মোহের আকর্ষণে এখানে পিরের দর্গায় গড়াগড়ি খাচ্ছি।

সোফিয়া। বেশ, শান্তির লোভেইত সিংহাসন। সিংহাসনে যদি শান্তি নাই, তাহলে তাতে আমার প্রয়োজন কি? তাহলে দয়া করে বল দাদাজি, সম্রাট্-পুত্রদের মধ্যে কার দরখাস্ত মঞ্জুর করি।

দাদা। (হাস্য) প্রেমের আদালতে হাকিমী! বল কি দিদিমণি, দরখাস্ত মঞ্জুর করবে! দরখাস্তকারীকে কি দেবে?

সোফিয়া। আমার অগাধ ভালবাসা তাকে দান ক'র্ব।

দাদা। তাহলে দু'দিন অপেক্ষা কর, আমি তোমার ভালবাসাকে পরীক্ষা করি।

সোফিয়া। কেন, আমার ভালবাসতে কি সন্দেহ আছে?

দাদা। ভালবাসায় সন্দেহ নেই, তাহ'লে আমার সেই মধুর বনভূমি ছেড়ে, তোমার এই কট্‌কটে অট্টালিকার দ্বারে মুখ গুঁজে পড়ে থাক্‌ব কেন। তবে তোমার ভালবাসা তেঁতুলে কি নিমে সেটা এখনও পরীক্ষা করিনি।

সোফিয়া। যদি তেঁতুলে হয়?

দাদা। তাহলে বয়েদ মিঞাকে দান কর।

সোফিয়া। আরাঙ্গিবকে ?

দাদা। হাঁ, তাকে। বাদসার পুত্র অত ধার্ম্মিক—সে তেঁতুলে প্রেম পাবার উপযুক্ত। যদি নিমে হয়, তাহলে মুরাদ্‌কে দান কর। সে দুনিয়া দিতে চেয়েছে। দুনিয়া কি সে জানে না, তাই দিতে চেয়েছে। তাকে একটু নিমে ভালবাসার আস্বাদ দিলে, দুনিয়াটা যে কি বস্তু তা সে বুঝ্‌তে পার্‌বে।

সোফিয়া। যদি মধুর হয় ?

দাদা। (হাস্য) মধু! মধু! কি বল্‌লে দিদিমণি, মধু ?

সোফিয়া। হাঁ, দাদাজি! যদি মধু হয় ?

দাদা। বেশ বেশ তাহলেও বল্‌ছি। যদি জেঠী মধু হয়, তাহ'লে দারাটাকে দান কর। জেঠা কবির কবিতায় একটু ঝাঁজ হবে। যদি ডেঁসো মধু হয়, তাহ'লে সুজাটাকে দিয়ে দাও। কেন না তার অনেক জান। তার দুই একটা জানে হুল্ ফোটা দরকার। আর যদি চিটে মধু হয়, তাহ'লে আমাকে দাও। মনটা এখনও থাকে থাকে বাড়ী যাবার জন্য তিড়িং মিড়িং করে। সে শালা তোমাতে জড়িয়ে যাক্।

সোফিয়া। আর যদি ফুলের মধু হয় ?

দাদা। (হাস্য) ফুলের মধু? ফুলের মধু? তাহ'লে আকাশে বাতাসে বিলিয়ে দাও। যে চায় সেও পাবে, আর যে না চায় সেও পাবে।

সোফিয়া। চায় না এমন লোক আছে? বল কি দাদাজি! তোমার নাতিনীকে চায় না এমন লোক দুনিয়ায় আছে ?

(নারায়ণের প্রবেশ।)

নারা। দাদাজি মহারাজ! আমি একটা কথা আপনাকে বল্‌তে ভুলে গেছি, জনাবালি মহাবত খাঁ সাহেবের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম,

আপনার নিকট আতিথ্য গ্রহণ কর্‌ব, তা যখন হল না, তখন আপনি আমীর সাহেবকে বল্‌বেন, আজ সন্ধ্যায় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব।

দাদা। বেশ বল্‌ব।

নারা। বহুত আচ্ছা সেলাম।

দাদা। সেলাম।

[নারায়ণের প্রস্থান।

দাদা। কৈ দিদিমণি দেখ্‌লেনা ত?

সোফিয়া। তাইত দাদাজি। একি অন্ধ? দেখ্‌তে জানেনা, না দেখ্‌লে না?

দাদা। সে কি? ব্রাহ্মণ দেখ্‌তে জানেনা! জাতির চক্ষু দিয়ে সে দর্শন করে। তোমায় দেখেছে কি না দেখেছে জানি না। যদি না দেখে থাকে তাহ'লে, শোন বিবি সাহেব, তোমার এ বাদসা-মোহন রূপ ব্রাহ্মণ-চক্ষে দেখ্‌বার উপযুক্ত নয়।

সোফিয়া। তাইত দু' দু'বার দেখা হ'ল, তবু আমাকে দেখ্‌লে না! একি উন্মাদ? এক মুহূর্ত্তের জন্য তার দৃষ্টি এই রূপে স্থির হ'ল না!

দাদা। ভাব্‌ছ কি দিদিমণি! ভাবনা কি, চিন্তা কি, ব্রাহ্মণ-পুত্র তোমায় না দেখে, আমি তোমায় দেখ্‌ছি। তেঁতুলে দেখ্‌ছি না, নিমে দেখ্‌ছি না—মধুই দেখ্‌ছি। তোমার রূপ-দন্তে যদি আঘাত না লাগ্‌ত, তাহ'লে বুঝ্‌তুম, তোমার রূপ অসার। সার আছে সোফিয়া, রাজপুতনীর এখনও রূপকে তুচ্ছ দেখ্‌বার হৃদয় আছে।

সোফিয়া। (হাস্য) তাইত দাদাজি দেখ্‌লে না! যে রূপ দেখ্‌বার জন্য হিন্দুস্থানের সমস্ত আমির ওমরাও লালায়িত, দর্পণে প্রতিবিম্বিত যে রূপ দেখে আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, সে রূপ ব্রাহ্মণ-পুত্র দেখ্‌লে না! যদি দেখেও না দেখে থাকে, তাহ'লে এ রূপ ব্রাহ্মণের চক্ষেত বড় মলিন।

দাদা। বড় মলিন।

সোফিয়া। ব্রাহ্মণ কি সুন্দর!

দাদা। দারুণ।

সোফিয়া। কিন্তু চোখ দু'টো কি কালো!

দাদা। বেজায়।

সোফিয়া। তাই বুঝি দেখ্‌তে পেলে না!

দাদা। ঠিক, তাই বুঝি দেখ্‌তে পেলে না!

সোফিয়া। বস্, বুঝ্‌তে পেরেছি।

দাদা। বস্, আমিও ঠাণ্ডা হয়েছি।

তৃতীয় দৃশ্য।

গুল্‌নারা।

গুল্। বাঁদি একবার এ দিকে আয়ত।

(বাঁদির প্রবেশ।)

বাঁদি। হুকুম বেগম সাহেব!

গুল্। খবর নেত নবাব কোথায়। আগরায় পদার্পণ মুখে একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলুম। তাঁর পর সন্ধ্যা হতে চল্‌ল এখনও পর্য্যন্ত তাঁর দেখা পেলুম না। আগরার কি এমন মোহিনী শক্তি যে সমস্ত দিনের মধ্যে তিনি একবার মাত্রও আমাকে দেখবার অবকাশ পেলেন না!

বাঁদি। অবশ্য বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন, তাই আস্‌তে পারেন না।

গুলনা। এমন কি বিশেষ কাজ। মালবে রাজকার্য্য ফেলে তিনি

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে দেখা করেন। আর এখানে এমন কি ব্যস্ত, সারাদিনের মধ্যে এক লহমার জন্য আমাকে দেখ্‌বার অবকাশ হ'ল না!

বাঁদি। সন্ধান নেব নাকি বেগম সাহেব?

গুল্। সন্ধান নিবি? না থাক্। দেখি কতক্ষণ আমায় না দেখে থাক্‌তে পারেন।

বাঁদি। আমার বোধ হয় বহু ওমরাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। তিনি তাদের ফেলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে পার্‌ছেন না।

গুল্। তা সম্ভব। তবু তাঁর অন্ততঃ এক লহমার জন্য আমাকে দেখ্‌তে আসা উচিত ছিল।

বাঁদি। নিজের অবস্থা দেখেই আপনি তাঁর অবস্থা বুঝে দেখুন না বেগম সাহেব। কত ওমরাও গৃহিণী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছে। এই সময়ের মধ্যে বাঁদিদের সঙ্গে কথা কইতে কত অবকাশ পেয়েছেন?

গুল্। বুঝতে পারছি, অন্দরে আসা তাঁর একান্ত অসাধ্য হ'য়েছে। তথাপি আমি মনকে প্রবোধ দিতে পার্‌ছি না। আমি ওমরাও গৃহিণী দের সঙ্গে মুখে কথা কয়েছি। কিন্তু সমস্তক্ষণ মনে মনে তাঁর বিষয় ধ্যান ক'রেছি। বাঁদি! আমি আগরায় এসে কাঁপছি।

বাঁদি। কেন বেগম সাহেব?

গুল্। স্বামী আমার বড় অভিমানী। বাদসার সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বের সম্বন্ধ ভাল ছিল না। যদি তাঁর মর্য্যাদার সামান্য মাত্র ত্রুটী হয়, তাহ'লে তিনি যে মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত হবেন, আমি ভিন্ন আর কেউ তা অনুভব ক'র্‌তে পারবে না। আর কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না। সেই জন্য আমি আগরায় এসেছি। নতুবা তাঁর গলগ্রহ স্বরূপ হ'য়ে সমস্ত পরিবার নিয়ে আগরায় আসা আমার প্রয়োজন ছিল না।

বাঁদি। সম্রাট্ তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন, অমর্য্যাদা হবে কেন বেগম সাহেব।

গুল্। না হবার ত প্রত্যাশা করেছি, তবু মন প্রবোধ মান্‌ছে না। ভাল আজিমৎও ত দেখা ক'র্‌তে পার্‌ত! সেও এলো না কেন? সে বালক এমন কি কার্য্যে ব্যস্ত—আগরার ওমরাওদের সঙ্গে তারও কি এমন কাজ প'ড়েছে যে, মায়ের সঙ্গে এসে একবার দেখা ক'রতে পার্‌লে না!

(আজিমতের প্রবেশ।)

আজি। এই যে এসেছি মা!

গুল্। সমস্ত দিন কোথায় ছিলে?

আজি। কোথায় ছিলুম, এক কথায় তা কেমন ক'রে বল্‌ব মা! সারাদিনের মধ্যে আগরার কোথায় যে না গেছি, তা ব'লতে পারি না। মা তুনিয়ায় বুঝি এমন সহর আর নেই! নীল যমুনার পার্শ্বে নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা বুকে ক'রে আগরা যেন আসমানী সাড়ীপরা স্বর্গের পরীটীর মতন তুনিয়ার মালিকের সেবা কর্‌বার জন্য চুপটী মেরে বসে আছে। দেখে মনে হ'ল, তুনিয়ার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারে অঙ্গ সাজিয়েও তার সাধ মেটেনি। তাই কোন অজানা দেশ থেকে একছড়া নীলপদ্মের মালা আনিয়ে সোণার আগরা সেটীকে কণ্ঠে ধারণ করেছে। এ সহরের এক একটা স্থান ভাল ক'রে দেখ্‌তে গেলে, বোধ হয়, এক জীবনে কুলিয়ে ওঠে না। তাই সমস্ত দৃশ্যে এক একবার চোক বুলিয়ে চ'লে এসেছি। কিন্তু তা ক'রতেও আমার সন্ধ্যা হ'য়ে গেল।

গুল্। শুধু কি সহরের দৃশ্যই দেখে এলে আজিমত;—সহরের মানুষ দেখ্‌লে না?

আজি। মানুষ আবার কি রকম দেখ্‌ব মা?

গুল্। তুমি যে মহাত্মার পুত্র, তাতে তোমার দৃশ্য না দেখে মানুষ দেখাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। তা তুমি কেন ক'র্‌লে না!

আজি। আমি বালক, আমি মানুষের কে কি কেমন করে বুঝ্‌ব! ছুনিয়ার মানুষ আগরা সহরে জড় হ'য়েছে।

গুল্‌। বালক বটে, কিন্তু এই বয়সেই এই আগরায় তোমাকে বাদসার পলটনের মন্‌সব্‌দারী ক'র্‌তে হবে, তা জান?

আজি। মন্‌সবদারী!—আমাকে? তা এখানে ক'রব কেন?

গুল্‌। তোমার পিতার ইচ্ছা।

আজি। পিতার ইচ্ছা!

গুল্‌। হাঁ তোমার পিতাও একসময় এখানে মন্‌সব্‌দারী ক'রে গিয়েছেন। তিনি বলেন, এখানে থাক্‌লে বহু বীরের রণকৌশল দেখ্‌তে পাবার সম্ভাবনা।

আজি। সে কি মা আমার পিতার যে রণকৌশল দেখেছে, তার আ অন্য বীরের রণকৌশল দেখ্‌বার প্রয়োজন হয় না।

(খাঁজাহানের প্রবেশ।)

খাঁজা। আজিমৎ!

গুল্‌। এই যে—এই যে—নবাব! প্রতিপলেই যুগের যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছিলুম্‌, একবার মাত্র এসে কি বাঁদীকে দেখা দিতে পার্‌লেন না?

খাঁজা। পার্‌লে অবশ্যই আস্‌তুম্‌ বেগমসাহেব। বহু ওম্‌রাও হিন্দু-স্থানের বহুস্থান থেকে আগরায় এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখার আদান প্রদান কর্‌তেই সমস্ত দিন অতিবাহিত হ'য়ে গেল। তোমার কাছে আসা কি, জীবনে এই প্রথম তোমাকে স্মরণ কর্‌বারও অবকাশ পাইনি।

বাঁদী। কেমন, আমি ত আপনাকে বলেছি বেগম সাহেব। দলে দলে ওমরাও হুজুরালির সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছে।

গুল্‌। থাম্‌ বাঁদী—আমার কাছেও ত দলে দলে কত ওমরাও-

গৃহিণী এসেছে, কই আমিত এক মুহূর্ত্তের জন্যও হুজুরালির চিন্তা পরিত্যাগ কর্‌তে পারিনি!

খাঁজা। এখনই বা আমার ফুরসৎ কই! আমি আজিমতকে ডাক্‌তে এসেছি। আজিমত! তুমি এখনি বাইরে যাও। সম্রাট্‌ তোমাকে হাজারী মন্‌সব্‌দারের সনন্দ পাঠিয়েছেন, তুমি গিয়ে সসম্মানে তা গ্রহণ কর।

গুল্‌। কেমন, কথা ফল্‌লো ত আজিমত!

আজি। আমাকে এখানে থাকতে হবে?

খাঁজা। সম্রাট্‌ আদেশ কর্‌লে থাকতে হবে বই কি। যাও, সম্রাট্‌ প্রেরিত ওমরাও বাইরে বহুক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছেন।

[আজিমতের প্রস্থান।

গুল্‌। যা বাঁদী, শীঘ্র নবাব সাহেবের বিশ্রামের বন্দোবস্ত কর্‌।

[বাঁদীর প্রস্থান।

খাঁজা। বিশ্রাম! কে ক'র্‌বে?

গুল্‌। কেন, এখনও কি ওমরাও আছে?

খাঁজা। ওমরাও নেই, চিন্তা আছে। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত দরবার থেকে ফিরে আসছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারছিনা।

গুল্‌। কেন প্রভু, মর্য্যাদাহানির কি আশঙ্কা আছে?

খাঁজা। এখনও পর্য্যন্তত যথেষ্ট মর্য্যাদা। এমন কি যা পাবার প্রত্যাশা করিনি, তাও পেয়েছি, তথাপি আশঙ্কা ঘুচ্‌ছে না।

গুল্‌। আপনি অন্যায় আশঙ্কা করছেন।

খাঁজা। তা হ'তে পারে। তবে কি জান বেগম সাহেব, সন্দেহ করবার কারণ হয়েছে। বহু ওমরাও—সম্রাট্‌ সরকারের বহুপদস্থ ব্যক্তি আমাকে দেখা দিয়ে সম্মানিত করে গেছেন, কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের

বিষয় বেগমসাহেব, আমার মিত্রের মধ্যে কেউ ত আমার সঙ্গে দেখা করতে এলোনা!

গুল্। কে এলোনা।

খাঁজা। কেউ এলোনা। বিশেষতঃ আমি মহাবতখাঁকে দেখবার প্রত্যাশা করেছিলুম।

গুল্। সে মিত্রদ্রোহী। কোন্ মুখ নিয়ে সে আপনার কাছে আসবে।

খাঁজা। না বেগমসাহেব সে আমার পরম মিত্র। নসিবের দোষে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে ছিলুম। এমন একটা সময়ের জন্য বসেছিলুম, যে দিন উভয়ের বিচ্ছেদের উত্তাপ আমরা শেষ জীবনে মধুর মিলনের শীতলতায় ডুবিয়ে দিতুম। বেগমসাহেব! তা আর হ'ল না। আজ এলে হ'ত। এরপর এলে আর আমি তার সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব না। কেন সে এলো না? সে কি ইচ্ছা করে এলো না! কিম্বা বাধ্য হয়ে এ শুভ সম্মিলন সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত ক'র্‌লে! ঘটনা যা ঘটবার তা ঘটবেই, তবু বেগমসাহেব আমার মনে আশঙ্কা হচ্ছে।

(আজিমতের প্রবেশ।)

আজি। পিতা আমি ত মন্‌সব্‌দারী গ্রহণ ক'র্‌ব না।

খাঁজা। কেন?

আজি। আমার পিতার দেওয়ান-পুত্র নারায়ণরাও পাঁচ হাজারি মন্‌সব্‌দার হয়েছে। আমাকে তাঁর অধীনে কর্ম্ম ক'র্‌তে হবে?

খাঁজা। শুন্‌লে বেগমসাহেব? তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ?

আজি। আমি কিছু বলিনি। আমি আপনার আদেশের অপেক্ষা ক'র্‌ছি।

খাঁজা। এখনি চল, আমি তোমারই হয়ে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌ছি। বুঝ্‌তে

পেরেছি স্তূপে স্তূপে আমার স্কন্ধে অপমানের ভার চাপাবে ব'লে ধূর্ত্ত মোগল সযত্নে আমাকে আগরায় নিমন্ত্রণ করে এনেছে।

[আজিমত্ ও খাঁজাহানের প্রস্থান।

গুল্। দোহাই জাহাপনা, অভিমান ক'র্‌বেন না, অভিমান ক'র্‌বেন না।

চতুর্থ দৃশ্য।

খাঁজাহানের বাটীর সম্মুখ।

দরিয়া ও খোদাদাদ।

দরি। যে মোগল খাঁজাহান লোদীর বাড়ীর দ্বারে অতিথি হ'য়ে শুধু অপমান নিয়ে ফিরে এসেছে, সেই এখন হিন্দুস্থানের বাদসা। কুটিল সাজাহান, আমাদের মনিবের সে অপমান ভুলে গেছে মনে করেছ নাকি?

খোদা। তা বলে কি নিমন্ত্রণ ক'রে বাড়ীতে এনে সকলের সাক্ষাতে অপমান কর্‌বে?

দরি। আমার বিশ্বাস তাই। তবে প্রকাশ্যে অপমান না কর্‌লেও কর্‌তে পারে। হয়ত এমন কৌশলে অপমান কর্‌বে যে, আমাদের মনিব ছাড়া সে অপমান অন্যে কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

খোদা। তবেইত মুস্কিল!

দরি। ঈশ্বর না করুন, আমি কিন্তু অবস্থা ভাল বুঝ্‌ছিনা। এত আদর, এত আড়ম্বর কেন? সম্রাটে যে আদর না পায় সে আদর এক জন সুবেদারের! বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা মিঞা, এ আদরের পরিণাম কি? নিমন্ত্রিত হ'য়ে মনিব আমার সপরিবারে আগরায় এসেছে। বিপদ যদি ঘটে, তা হ'লে উপায় কি হবে মিঞা?

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। দরিয়া খাঁ এখানে আছেন ?

দরিয়া। কেও ?

সৈনিক। আমি খাস পল্টনের রেসেলদার।

দরিয়া। কি খবর ?

সৈনিক। নবাব আপনাকে তলব করেছেন। লোক লস্কর কত সঙ্গে এসেছে বাদসা জান্তে চেয়েছেন। আপনি সমস্ত খবর জানেন বলে নবাব আপনাকে হিসেব দিতে বলেছেন। শিগ্‌গির চলে আসুন।

দরি। বুঝ্‌লে কি ?

খোদা। ভয় কি ভাই, খোদা আছেন। আমাদের পাঁচজন ফৌজের বেড়া ভাঙ্গতে বাদসার পাঁচশো সেপাইকে মাটীতে দেহ রাখ্‌তে হবে। এই রকম তিন তিন শো বীরকে মার্‌তে পারলে তবে ত নবাব। দরিয়া! তুমি নির্ভাবনায় থাক। এর ভেতরে এক জনের প্রাণ থাক্‌তে বাদসা নবাবের গায়ে হাত দিতে পার্‌ছে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক—নিশ্চিন্ত থাক।

(খাঁজাহানের প্রবেশ)

খাঁজা। দরিয়া খাঁ!

দরিয়া। হুকুম জনাবালি। লোকলস্কর যা সঙ্গে এসেছে এখনি কি তার হিসেব দেব ?

খাঁজা। হিসেব পরে। এখন শীঘ্র একটা কার্য্য কর। ঐ দূরে এক ওমরাও আস্‌ছে দেখেছ; শীঘ্র ওঁকে এইখানে প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে নিয়ে এস। যথেষ্ট সম্মান দেখাবে। ও ওমরাও ছদ্মবেশী। বাদসার দরবারে উজীরের সঙ্গে সমান আসন। হুঁসিয়ার, যেন সম্মানের ত্রুটী না হয়। আমি এখানে ছিলুম, একথা প্রকাশ ক'রো না।

[দরিয়ার প্রস্থান।

খোদাদাদ! ওমরাও যেমন এখানে আসবেন, এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাবেন, অমনি তাকে এইখান থেকেই প্রত্যাখ্যান করবে। বল্‌বে, নবাব অসুস্থ। আজ আর বহির্বাটীতে আস্‌তে পার্‌বেন না। যতই যুক্তিতর্ক দেখাক্‌, তবু প্রত্যাখ্যান কর্‌বে।

খোদা। বুঝতে পেরেছি জনাবালি, উনি মহাবত্‌খাঁ।

খাঁজা। মহাবত্‌খাঁ। কিন্তু হুঁসিয়ার, সে যে পরিচিত, তাহা কোন লক্ষণে জানিও না।

[খাঁজাহানের প্রস্থান।

সৈনিক। ব্যাপারটা কি খোদাদাদ মিঞা?

খোদা। ব্যাপার বোঝার সময় নেই, বলবারও সময় নেই। মহাবতখাঁ আস্‌ছেন। নবাবের হুকুম, পালন কর্‌তেই হবে।

(দরিয়া ও মহাবতখাঁর প্রবেশ)

(সকলের অভিবাদন)

খোদা। হুকুম জনাবালি?

মহাবত। নবাবকে সংবাদ দাও যে, একজন ওমরাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছেন।

খোদা। মাপ হয় জনাবালি। আমার প্রভু সারাদিন ওমরাওদিগের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে সন্ধ্যায় অসুস্থ হয়েছেন। আমাদের আদেশ দিয়েছেন, জনাবালিদের এই কথা নিবেদন কর্‌তে। গোস্তাকী মাপ হয়, আজ আর তিনি বাহিরে আস্‌তে পার্‌বেন না।

মহা। তাঁর অসুস্থতার কারণ আমি বুঝেছি, এবং সেই জন্যই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেছি।

খোদা। কে আপনি?

মহা। তাঁকে বল তাঁর এক জন বন্ধু।

খোদা। এ দুনিয়ায় যিনি মানুষ তিনিই তাঁর বন্ধু। হুজুরালির নাম জান্‌তে চাই।

মহা। নাম না বল্‌লে দেখা হবে না?

খোদা। দেখা তাঁর একবারেই নিষেধ। তবে নাম জান্‌লে তাঁকে একবার নিবেদন ক'র্‌তে পারি।

মহা। বল, মোগল পল্টনের সেনাপতি।

খোদা। আজ্ঞে পদবী না বল্‌লে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হতে পা'র্‌ব না। তিনি বলেছেন স্বয়ং উজির এলেও তাঁকে বহুমানে বিদায় দেবে।

মহা। আমার অনুরোধ একবার তাঁকে সংবাদ প্রদান কর। আমি বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর কাছে এসেছি।

[খোদাদাদের প্রস্থান।

দরিয়া। জনাবালি ততক্ষণ খাস কামরায় বিশ্রাম করুন।

মহা। না আর বিশ্রামের প্রয়োজন নেই, আমি উত্তরের প্রতীক্ষায় এইখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম।

দরিয়া। মুলাকাত যদি না হয়, তা'হলে জনাবালি আমাদের মনিবের উপর ক্রোধ কর্‌বেন না। বাস্তবিকই তিনি অসুস্থ।

মহা। দেখা হতেই হবে। কোথায় তাঁর অসুস্থতা আমি বুঝেছি। তাঁর অ সুস্থতা দেহে নয়, মনে।

(খোদাদাদের প্রবেশ)

খোদা। জনাবালি নাম?

মহা। সেনাপতি বললে চলবে না?

খোদা। আজ্ঞে না জনাবালি! তিনি নাম জানতে চেয়েছেন।

মহা। নাম বল্‌লেই যে তিনি দেখা ক'রবেন, তার স্থিরতা কি?

খোদা। কেবল তিনি এক জনের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারেন।

মহা। কে তিনি?

খোদা। মহাবত খাঁ।

মহা। আমিই মহাবত্ খাঁ।

(খাঁজাহানের প্রবেশ।)

খাঁজা। সেলাম জনাবালি। আপনিই এখন মোগল সৈন্যের সেনাপতি! আপনার পদগৌরবে আমার আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করছি। আপনি আমার পুত্রকে যে পদগৌরব দান করেছেন, তাতে আরও বিশেষ আনন্দ জ্ঞাপন কর্ছি। আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

মহা। সেই সম্বন্ধেই আমি আপনাকে নিবেদন কর্তে এসেছি। আপনার পুত্রকে মনসবদারি দানে আমার কোনও হাত ছিল না।

খাঁজা। মোগল সম্রাটের সেনাপতি! আপনি আমাকে এই অপারগতা জানাতে এসেছেন!

মহা। আমি বহুদিন থেকে রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণ করেছি।

খাঁজা। বেইমান বন্ধু! তুমি আমাকে ঘৃণিত দীনতার কথা শুনাতে এসেছ কেন? শক্তিমান রাণাপুত্র ইমানত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তুমি যে সর্ব্বশক্তি হারিয়েছ, এ শুনে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে তোমার দীন সঙ্গ ত্যাগ কর্লুম। ক্ষমা কর মহাবত্, আর কখনও খাঁজাহান লোদীর সঙ্গে তুমি দেখার প্রত্যাশা ক'র না।

মহা। লোদী! এত দম্ভ দেখিও না।

খাঁজা। তোমাকে দম্ভ দেখাই সে অবস্থা তোমার আর নেই মহাবত খাঁ। ঈশ্বর তোমায় অতুল শক্তি দিয়েছিলেন। সে শক্তির অপব্যবহারে তুমি এখন ক্ষুদ্র কীটে পরিণত হয়েছ। এক সময়ের মহাশক্তিমান জাহাঙ্গীরের প্রভুত্বনাশী মোগল সেনাপতি, আজ আমি তোমাকে যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী কর্তেই লজ্জা বোধ কর্ছি।

মহা। লোদী! আমি শীঘ্রই তোমার সে লজ্জার অবসান কর্ছি।

খাঁজা। হুঁসিয়ার বন্ধু, মেবারীর প্রতিজ্ঞা যেন দিল্লীর নাচওয়ালীর শপথে পরিণত না হয়।

মহা। বেশ বন্ধু, তোমার উপদেশ বহুমানে গ্রহণ কর্‌লুম।

(মহাবত্ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মহা। তাইত এত অপমান! মূর্খ নবাব! আমি তোমার মঙ্গলার্থে তোমাকে হিতোপদেশ দিতে এলুম, তুমি কতকগুলো গোলামের সম্মুখে আমাকে অপমান কর্‌লে! এখনও পর্য্যন্ত তোমার দম্ভের অবসান হ'ল না! হতভাগ্য, অপেক্ষা কর, যথার্থই যদি আমি মেবারী হই, তাহলে আমার প্রতিজ্ঞা আমি শীঘ্রই তোমাকে কৃমি কীটের অবস্থায় পরিণত কর্‌ছি।

(দাদাজির প্রবেশ।)

দাদা। হাঁ হাঁ, প্রতিজ্ঞা ক'রনা মহাবত খাঁ।

মহা। মাতুল আপনি এখানে কি কর্‌তে এলেন?

দাদা। তোমাকে ব'লতে এলুম। যদি রাজপুত রক্তের এখনও অভিমান রাখ, তাহলে অসম্ভব প্রতিজ্ঞা ক'র না, যদি মুসলমানের অভিমান রাখ, তাহ'লে অতিথি বিনাশের কথা মনেও স্থান দিওনা।

মহা। মাতুল, আমি যখন উপদেশ চাইব তখন দিতে আসবেন, উপযাচক হ'য়ে উপদেশ দিতে এলে আপনার মর্য্যাদা থাকবে না। আপনি এখনি এ স্থান ত্যাগ করুন।

দাদা। স্থান ত্যাগ করি?

মহা। এখনি—কালবিলম্ব কর্‌বেন না।

দাদা। বস্। এই নাও মহীপৎ সিং, তোমার পোষাক পরিচ্ছদ। এত দিন পরে আবার আমি যে দাদাজি সেই দাদাজি।

পঞ্চম দৃশ্য।

দরবার গৃহ।

সাজাহান, আজফ ও রক্ষিগণ।

সাজা। উজীর! যাদের যাদের দরবারে নিমন্ত্রণ করেছেন, তাঁরা সকলেই এসেছেন।

আজফ। একমাত্র মহাবত খাঁ আসেন নি। অপর সকলে এসেছেন। মালবের সুবেদার আসছেন সংবাদ পেয়েছি।

সাজা। মহাবত খাঁ এলেন না কেন?

আজফ। কেন, ঠিক ব'লতে পারছি না জাঁহাপনা। তবে আমার অনুমান হচ্ছে, আপনি যেরূপ ভাবে লোদীর অভ্যর্থনার আয়োজন করেছেন, তা দেখে সেনাপতি ভয় করেছেন, পাছে আপনি দরবারে লোদীকে উচ্চাসন প্রদান করেন।

সাজা। উজীর! আপনার অনুমান যেন সত্য হয়। আপনার কাছে, আমি কখন হৃদয়ের কোন কথা গোপন করিনি। ধর্ম্মত্যাগী হিন্দুকে কোনমতেই বিশ্বাস করবেন না। লোদী ও মহাবতে যতদিন পরস্পরের প্রতি শত্রুতা অবস্থান করবে, ততদিনই সাম্রাজ্যের মঙ্গল।

আজফ। তাতে আর সন্দেহই নেই। তবে সে কার্য্য আপনার অসাক্ষাতে আপনা আপনিই নিষ্পন্ন হয়ে গেছে। মহাবত খাঁ লোদীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন, গিয়ে তৎকর্ত্তৃক অপমানিত হয়েছেন। উভয়ে পরস্পরে চিরশত্রুতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন।

সাজা। কই, একথা ত কেউ আমাকে বলেনি!

আজফ। আমিও অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শুনেছি। দাদাজী মহারাজের কাছে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাতে সংবাদ পেয়েছি। লোদী ও মহাবত খাঁর

বিবাদ মেটাতে গিয়ে তিনি সেনাপতি কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছেন। অভিমানে দাদাজী আগরা পরিত্যাগ করেছেন।

সাজা। তাহ'লে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব নয়, আপনি ওমরাওদের আবাহন করুন।

[আজফের প্রস্থান।

নর্ত্তকীগণের গীত।

গোপনে প্রেম আলাপন দিনু গোপনে হৃদয় খুলে।
গোপনে রচিনু মোহন মালা
(পিয়ার) গোপনে পরানু গলে॥
গোপনে বহিল ধীর সমীর
গোপনে দেখিল লতা
মধু সঙ্গীতে পিক ইঙ্গিতে গোপনে কহিল কথা।
গোপনে সাধিনু পীরিতি কাজ
অবগুণ্ঠনে ঢাকিনু লাজ
ঘন নিশিথে বিজন পথে গোপনে আসিল চলে।
ঘরে এসে শুনি সব জানাজানি কে দিল কে দিল বলে॥

(নারায়ণরায় ওমরাওগণ ও আজফের প্রবেশ।
আজফ কর্ত্তৃক সকলের আসন নির্দ্দেশ।)

সাজা। দেখ ব্রাহ্মণ! দুর্দ্দশার অবস্থায় তোমার পিতা আমার যে কার্য্য করেছেন, সমস্ত সাম্রাজ্য দিলেও ঋণ পরিশোধ হয় না। দাক্ষিণাত্যে বিপন্ন হ'য়ে যখন আমি খাঁজাহান লোদীর দ্বারস্থ হই, তখন তিনি যদি আমায় স্থান না দিতেন, তিনি যদি আমাকে নানা বিপদ থেকে রক্ষা ক'রে, আগরার পথে এগিয়ে না দিতেন, তা হ'লে আজ আমি কোথায় থাকতেম্ কে ব'লতে পারে? তিনি তার জন্য খাঁজাহান লোদীর নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন। দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়ে অতি কষ্টে বনে

বনে দিন যাপন ক'রছেন। শেষে বনেই অতি দুঃখের জীবন অবসান ক'রেছেন। এ মর্ম্মবেদনা কেমন ক'রে জানাব তা বুঝতে পার্‌ছি না। তুমি আর আমাকে জগতের চক্ষে অকৃতজ্ঞ রেখো না। আমি তোমাকে এই সমস্ত ওমরাওগণের সাক্ষাতে পাঁচহাজারি মন্‌সবদারি ও সরদারী দান ক'র্‌লুম।

নারা। সম্রাট! পিতা সে সময় আপনাকে বিপন্ন জেনে, কর্ত্তব্য-বোধে আপনার কার্য্য ক'রেছিলেন। ভারত সাম্রাজের অধীশ্বর হবেন এ জেনে নয়। মৃত্যুকালে তিনি আমাকে পুরস্কার নিতে নিষেধ ক'রে গেছেন।

সাজা। পুরস্কার নয় ব্রাহ্মণ, যথাযোগ্য সম্মান। আর সে সম্মান দানে আমার আনন্দ। তুমি কি আমাকে আনন্দ হ'তে বঞ্চিত ক'র্‌তে চাও।

আজফ। সরদার জাহাপনার কথার প্রতিবাদ ক'র্‌বেন না।

নারা। ক্ষুদ্র কীটাণুকীট আমি, শক্তিমান জ্ঞানবান ভারতেশ্বরের কথার প্রতিবাদ ক'রেছি, ক্ষমা করুন জাঁহাপনা। আমার সম্বন্ধে আপনার যে দানে অভিরুচি আমি বহুমানে আনত মস্তকে গ্রহণ ক'রলুম্।

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতি। জাহাপনা! খাঁজাহান লোদী অপেক্ষায়।

সাজা। সসম্ভ্রমে তাঁকে নিয়ে এস্।

(খাঁজাহান লোদীর প্রবেশ ও সম্রাটকে যথাবিধি অভিবাদন, জনৈক ওমরাওয়ের প্রত্যুদ্‌গমন ও নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশনোদ্‌যোগ।)

খাঁজা। সম্রাট! অধীনের সেলাম গ্রহণ করুন। (নারায়ণকে দেখিয়া স্বগত) এ কি নারায়ণ রাও! আমার আদেশ অমান্য ক'রেছিল ব'লে

যাকে আমি নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত ক'রেছি, তার পুত্র আমার সঙ্গে এক সভায় আমারই সন্নিহিত আসনে উপবিষ্ট! এ যে দারুণ অপমান, এ অপমান কেমন ক'রে সহ্য করি।

আজফ। নবাব সাহেব, নারায়ণ রাওয়ের পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করুন।

খাঁজা। জাঁহাপনার সম্মুখে উপবেশন, আমি বেয়াদবী মনে করি।

নারা। (স্বগত) যথেষ্ট প্রতিশোধ! বহু মানী খাঁজাহান লোদীর উপর এ হ'তে আর কি প্রতিশোধ নেব!

আজফ। না সরদার, উপবিষ্ট সম্রাট সম্মুখে, তাঁর আদেশে ব'স্‌লে বেয়াদবী হবে না।

নারা। না আর ব'স্‌তে পারছি না—পিতার প্রভু আমার প্রভু—না আর পার্‌লুম না।

খাঁজা। জাঁহাপনা! একি আপনারিই আদেশ?

আজফ। এ কি নবাব সাহেব! দরবারে উজিরই জাঁহাপনার বাগিন্দ্রিয়, এটাও কি আপনি জানেন না?

নারা। (উঠিয়া) উজির সাহেব, আমি মহাত্মা মালবরাজের একজন সামান্য ভৃত্য মাত্র। আমার সম্মুখে ওঁকে আসনে উপবেশন ক'র্‌তে ব'ল্লে ওঁর অসম্মান করা হয়। (খাঁজাহানকে অভিবাদন) জনাব না জেনে অপরাধ করেছি, ক্ষমা করুন।

আজফ। সম্রাটের আদেশে যে গৌরবান্বিত, সম্রাট স্বেচ্ছায় যাকে উচ্চ স্থান প্রদান করেছেন, সে সম্রাট ভিন্ন আর কারও ভৃত্য নয়।

নারা। অবশ্য, সম্রাটের কাছে গৌরব লাভ ক'রেছি, আমার পরম ভাগ্য। কিন্তু আমার পূর্ব্ব প্রভুর, আমার পিতার প্রভুর, অসম্মান ক'রতে আমার সাহস হ'ল না। নবাব ক্ষমা করুন, গোলাম না জেনে এই দুষ্কর্ম্ম ক'রেছে।

খাঁজা। না ব্রাহ্মণ! তুমি যথার্থই মহৎ, তোমার পার্শ্বে উপবেশন ক'রলে তোমার পূর্ব্ব প্রভুর গৌরবের কিছুমাত্র হানি হবে না। সম্রাট যখন তোমাকে সম্মানিত ক'রেছেন তখন তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। নিঃসঙ্কোচে আসন গ্রহণ কর। কর্ত্তব্য জ্ঞানে তোমার পিতাকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত ক'রেছিলেম। কর্ত্তব্য পালনে খাঁজাহান লোদী কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। সম্রাট! আমি সিংহাসনের দাস। আগরার সিংহাসনের মর্য্যাদা রাখ্‌তে, আমি সম্রাটের অমর্য্যাদা ক'রেছি। বিপন্ন দেখেও নিজ রাজ্যে স্থান দিইনি। প্রভুভক্ত দেওয়ান শঙ্কর রাও আমার আদেশ অমান্য ক'রে আপনার সহায়তা ক'রেছিল ব'লে তারে পর্য্যন্ত অপদস্থ ক'রেছি। আর আজ সেই আমি সিংহাসনের মর্য্যাদা রাখ্‌তে সম্রাটকে সেলাম দিতে এসেছি। জঁাহাপনা যদি গোলামকে শাস্তির যোগ্য বিবেচনা করেন, শাস্তি দিন।

সাজাহান। বীরাগ্রগণ্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহানুভব খাঁজাহান লোদীকে সহায় প্রাপ্ত হ'য়ে মোগল সাম্রাজ্যের বল শতগুণে বর্দ্ধিত হ'ল, আপনি আমার ভালবাসার পাত্র, শাস্তির নয়!

নারা। জঁাহাপনা হুকুম করুন, গোলাম বিদায় গ্রহণ করে।

[প্রস্থান।

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতি। জঁাহাপনা! নবাবজাদা আজিমৎ লোদী।

সাজা। যথাযোগ্য সম্মানে, এখানে নিয়ে এস। (প্রতিহারীর প্রস্থান।) (স্বগত) দাম্ভিক খাঁজাহান্ তোমার কৃত অসম্মান সাজাহান মোগল কি এ জন্মে ভুলবে মনে ক'রেছ? তোমার দম্ভে দণ্ডাঘাত কর'তেই, আজ তোমার পার্শ্বে, তোমার অপদস্থ দেওয়ানপুত্রকে আসন দিয়েছি। সরল ব্রাহ্মণ মহত্ত্ব দেখিয়ে আমার কার্য্য পণ্ড ক'র্‌লে ব'লে মনে

ক'রনা যে, তোমার লাঞ্ছনার শেষ হ'য়েছে! তুমি যতই দীনতা দেখাও, যতদিন না তোমার আচরণের প্রতিশোধ দিতে পাচ্ছি, ততদিন সহস্র ময়ূরসিংহাসনেও আমার মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা হবে না। যেমন ক'রে হোক তোমার গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ ক'রব!

(আজিমৎ সহ প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতি। নবাবজাদা, এই স্থান থেকে সম্রাটকে কুর্নিস করুন!

আজিমৎ। এখান থেকে কেন? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমারাওয়ের পুত্র যেখান থেকে কুর্নিস করে সেইখান থেকে ক'র্‌ব!

প্রতি। সেখানে আগে যাবার যোগ্য হ'ন, এত তাড়াতাড়ি কেন?

আজি। সে কি রকম?

প্রতি। আপনার পিতা কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও?

আজি। প্রতিবাদ করে কে?

প্রতি। গোস্তাকি মাফ হয় এই গোলামই করে।

আজি। ফের কর্‌লে মাথাটিকে দেহের মায়া ছাড়তে হবে।

প্রতি। বিলম্ব ক'রবেন না, সম্রাটের অসম্মান হয়।

আজি। আমাকে যোগ্যস্থানে নিয়ে চল।

প্রতি। এই আপনার যোগ্যস্থান।

আজি। এখান থেকে পিতা ভিন্ন আর কারও কাছে, আজিমৎলোদী মস্তক অবনত করে না।

প্রতি। (আজিমতের গলদেশে অস্ত্র স্পর্শ করাইয়া) এইখান থেকে কুর্নিস করুন। বিলম্ব ক'র্‌বেন না, নবাবজাদা!

আজি। তবেরে কমবক্‌ত্‌! (প্রতিহারীকে অস্ত্রাঘাত।)

প্রতি। রক্ষা ক'রুন রক্ষা ক'রুন! (পতন ও মৃত্যু।)

ওমরাওগণ। মারো মারো—কোতল কর কোতল কর!

সাজা। ধর, ধর—গ্রেপ্‌তার কর,—গ্রেপ্‌তার কর!

খাঁজা। তা হয় না জাঁহাপনা, খাঁজাহান লোদী বর্ত্তমান থাকতে এসব মেষপালের সাধ্য নয় যে তার সন্তানকে বন্দী করে!

আজফ। লোদী গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, এস্থান ছুনিয়ার মালিক সাহানসা সাজাহানের রাজধানী, এ তোমার মালোয়া নয়।

(বেগে দরিয়া ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ।)

খোদা। যেখানে খাঁজাহান লোদী সেই খানেই তার মালোয়া।

সৈন্যগণ। জয় নবাবের জয়।

আজফ। সম্রাট আত্ম রক্ষা করুন। (অসি যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।)

(খাঁজাহান আজিমত ও দরিয়া প্রভৃতির পুনঃ প্রবেশ।)

খাঁজা। আর কেন আজিমৎ, প্রাণ ও মান দুই রক্ষা হ'য়েছে, এস, এই দণ্ডেই এই শয়তানের আশ্রয় পরিত্যাগ করি।

[প্রস্থান।

পটক্ষেপ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

গুল্‌নারা ও বাঁদী।

বাঁদী। বেগম সাহেব আগরা কি সুন্দর স্থান!

গুল্‌। দেখ বাঁদী, আমি আগরার সৌন্দর্য্য এখনও কিছু বুঝ্‌তে পারছি না। যতক্ষণ না নবাব সসম্মানে দরবার থেকে ফিরে আসেন ততক্ষণ দেখবার শুনবার আমার অবকাশ নাই।

বাঁদী। নবাব সাহেব যে সসম্মানে ফিরে আসবেন তাতে কি এখনও সন্দেহ আছে! লোকমুখে শুনলুম আগরা সহরে কালকে যে ধুমধাম হয়েছিল, এমন ধুমধাম কোন বাদসার রাজ্যাভিষেকেও হয়নি। ছাতে ব'সে আপনিও ত আতস বাজীর ঘটাটা দেখেছেন। দলে দলে ওমরাও এসে জাঁহাপনাকে সম্মান দেখিয়ে গেছে। এতেও কি সন্দেহ করবার কিছু আছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সম্রাট আমাদের মনিবকে পেয়ে স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পেয়েছে। এমন সহায়কে সম্রাট কি অসম্মানে হাতছাড়া করে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

গুল্‌। তুই যা ভাবছিস বাঁদী! ঈশ্বর যেন তাই করেন, তবু যতক্ষণ না নবাবকে হাসিমুখে ফিরতে দেখছি ততক্ষণ আমার মন স্থির হচ্ছেনা।

বাঁদী। বেগম সাহেব! ততক্ষণ গোটাকতক গোলাপ এনে আপনার সুমুখে ধ'রব কি?

গুল্। রোস্ বাঁদী! আগে নবাব ফিরে আসুন, আমোদ করবার যথেষ্ট সময় আছে।

(আজিমত ও খাঁজাহানের প্রবেশ।)

খাঁজা। বেগম সাহেব!

গুল্। জাঁহাপনা।

বাঁদী। য়্যাঁ য়্যাঁ! একি জাঁহাপনা! বেগম সাহেব, সর্ব্বনাশ!

খাঁজা। বাঁদী গোল করিস্‌নি!

বাঁদী। হা আল্লা একি! রক্ত সর্ব্বাঙ্গে রক্ত!

খাঁজা। আজিমত বাঁদীকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

আজি। সঙ্গে আয় বাঁদী, চীৎকার করিস্‌নি। চলে আয়।

[প্রস্থান।

খাঁজা। বেগম সাহেব!

গুল্। সব বুঝতে পেরেছি নবাব! তারপর সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চিহ্ন, বুঝেছি আপনি দারুণ আহত—পুত্রও তাই। তারপর? সেবা করবার কি আদেশ পাব?

খাঁজা। আঘাত কিছু নেই। রক্ত আমার নয়, কতকগুলো মেষপাল জবাই ক'রে এসেছি, তাই তাদের রক্তে সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত হয়েছে। কেবল সেই বেইমান বাদসাকে মারতে পারলুম না। হাতে পেয়ে মারতে পারলুম না, পালিয়ে গেল।

গুল্। এমনটা কেন হ'ল?

খাঁজা। সে কথা বলবার অবকাশ নেই। বেগম সাহেব এখন বিপন্ন হয়ে তোমার কাছে এসেছি (গদ্‌গদ স্বরে) বেগম সাহেব আমার সুখ দুঃখের চিরসঙ্গিনী!

গুল্। সেকি জনাব! উতলা কেন? বিপদ্ ত আপনার সখা,

তাকে পেলে আপনি যে উল্লসিত। তবে প্রভু, হিমালয়ের আজ এমন চাঞ্চল্য কেন ?

খাঁজা। বেগম সাহেব, জান্ নয়।

গুল্। মান—বুঝেছি জনাব মান সঙ্গে এনে মানের দায়ে বিব্রত হয়েছেন।

খাঁজা। বেইমানের চরিত্রাভিজ্ঞ আমি কিছুতেই তোমাকে আগ-রায় আনতে সম্মত হই নাই। কেন জানিনা, তোমার আকুল আগ্রহ উপেক্ষা করতে পারলুম না।

গুল্। নিশ্চিন্ত থাকুন। খাঁজাহান লোদীর মানে আঘাত ক'রে, ছুনিয়ায় এত শক্তিমান আজও জন্মগ্রহণ করেনি। লোদীর গৃহের একটা তুচ্ছ বাঁদীও মোগলের হারেমের ছায়া স্পর্শে আপনাকে অপবিত্র বিবে-চনা করে, জাঁহাপনার নিজের যাহা যাহা কর্ত্তব্য, নিশ্চিন্ত হয়ে সম্পন্ন করুন। লোদী বংশের মানের ঘরের চাবি আমার হাতে, আমি সেখানে সশস্ত্র সজাগ প্রহরিণী, সেখানে দস্যুর ভয় ক'রবেন না।

(দরিয়াখাঁর প্রবেশ)

দরিয়া। জনাবালী আর নয় ? মুহূর্ত্তের বিলম্বে আপনার উদ্দেশ্য পণ্ড হবে। যদি সদর্পে আপনার আগরায় ফিরে আস্‌বার অভিলাষ থাকে, তাহ'লে আর এক লহমার জন্যও বিলম্ব ক'রবেন না।

খাঁজা। দরিয়া! শত সৈন্য লয়ে তবে তুমিই মালবেশ্বরীর ভার-গ্রহণ কর।

দরিয়া। আসুন রাণী! সন্তান জীবনে এই প্রথম মাতৃসন্দর্শন ক'রলে। অভাগ্যে পূর্ণ ভাগ্যোদয়। আসুন মা, এই পবিত্র ভার মস্তকে বহন করে কৃতার্থ হই।

গুল্। সেকি! ভার! ভার কি ? ভার হব ব'লে আমি মালবে-

শ্বরের সঙ্গে আগরায় আসিনি। বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় যদি আপনার কার্য্যহানি হয়, যদি আমি বন্দিনী হই, যদি আমার কন্যা সহচরী বন্দিনী হয়, তা'হলে শুনুন নবাব, আমি বুঝ্‌ব আমরা আপনার অপরাধে বন্দিনী।

খাঁজা। তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ। আর দেখা হবে কিনা জানি না। বুঝি শেষ দিনের মত—রাণী, আমার সেলাম গ্রহণ কর।

গুল্‌। জাঁহাপনা! সেলাম। জীবনে কত অপরাধ করেছি, করুণাময় স্বামী, দাসী জ্ঞানহীনা জেনে তাকে ক্ষমা করুন।

(আজিমতের প্রবেশ)

আজি। মা!

গুল্‌। বিলম্ব ক'রনা। মমতা দেখা'তে জাঁহাপনার কার্য্য পণ্ড ক'রনা, শীঘ্র যাও।

[গুল্‌নারা ও বাঁদীর প্রস্থান।

দরিয়া। কি কর্ত্তব্য জাঁহাপনা।

খাঁজা। জীবন্ত সমাধিস্থের আবার কর্ত্তব্য কি দরিয়া! উপরে, নিম্নে, পার্শ্বে—চারিদিকে মৃত্যুর অন্ধকার—কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য। অনলোদ্গারী আগ্নেয়গিরির মূর্ত্তি ধ'রে বিশ্বাসঘাতকের লীলাস্থল এই আগরাকে চিরঘনান্ধকারে সমাধিস্থ করা ভিন্ন আমার অপর কর্ত্তব্য নাই। স্ত্রী কন্যা সঙ্গে নিয়ে কত দূর যাব দরিয়া? তাহ'লে যমুনার এপারেই বন্দী হব—তখন কে কার মর্য্যাদা রাখ্‌বে? রাণী নিজের মর্য্যাদা রাখতে চলে গেছে, তুমি তোমার মর্য্যাদা রাখ। তুমি শত সৈন্য ও আজিমতকে নিয়ে এখনি মালবের পথে চলে যাও, আমি অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে ঝান্‌সীর পথে চললুম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

সোফিয়া।

সোফিয়া। দু' দু' বার দেখা হ'ল তবু তুমি কথা কহিলে না! যুবকের এরূপ আচরণ দেখে বড়ই বিস্মিত হচ্ছি। কেন জানি না, কথা কইবার জন্য আমার কেমন একটা অদম্য অভিলাষ জাগ্‌ছে! তোমার মুখ থেকে কথা বার কর্‌তে না পার্‌লে আমার রূপদম্ভে কি যেন একটা বিষম আঘাত লাগ্‌ছে—ঐ আস্‌ছে—আবার আসছে।

[প্রস্থান।

(নারায়ণের প্রবেশ।)

নারা। মহাবতখাঁর দুর্ব্বোধ্য বাৎসল্য, সম্রাটের এই অযাচিত দান, আমার পূর্ব্ব প্রভুর পুত্রের চেয়ে অধিকতর গৌরবের আসন, এ সকল কি কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাআপনি পারম্পর্য্যসূত্রে ঘটে আসছে, না এর ভেতরে কারও কোন দুরভিসন্ধি আছে! তার ওপর একি নূতন বিভীষিকা! মহাবত-নন্দিনী!—না, না—আমি সঙ্গোপনে—আপনার চিন্তার আবরণে—তথাপি তোমার নাম স্মরণ মাত্রেই বাক্যের অসংখ্য মধু ঝঙ্কারে আমার হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুল্‌লে। তার এক এক উচ্ছ্বাস আমার জাতিত্বের তটভূমে আঘাত ক'রে চলে যাচ্ছে। ছি ছি, কি কর্‌লুম! অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে কেন বাদসার দাসত্ব গ্রহণ কর্‌লুম!

(অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সোফিয়ার আগমন।)

নারা। কে আপনি বিবি সাহেব?

সোফিয়া। কেন আপনি কি আমাকে কখন দেখেন নি?

নারা। স্বরে বুঝেছি আপনি সেনাপতি-নন্দিনী।

সোফিয়া। সত্যই আপনি দেখেন নি?

নারা। এখনও পর্য্যন্ত দেখিনি।

সোফিয়া। মাপ করুন জানাবালি আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা। তিন তিন বার ভাগ্যবশে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল, তবু আপনি আমাকে দেখেন নি!

নারা। আপনি মেবারে থাকলে আপনার বিশ্বাস হ'ত। এখানে আপনি অবিশ্বাস কর্‌লে আমি বিশ্বাস করাতে পার্‌ব না। আপনার পিতা বিশ্বাস কর্‌বেন।

সোফিয়া। কি ক'রে?

নারা। তিনি জানেন, কোশল-রাজপুত্র লক্ষ্মণ তাঁর ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বনে ঘুরেছিলেন, কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি তাঁর মুখ দর্শন করেননি।

সোফিয়া। হিন্দু, এ বড় বিচিত্র কথা!

নারা। যে রাজপুত-নন্দিনী, সে জানে এ বিচিত্র কথা নয়।

সোফিয়া। কেন আপনি আমাকে দেখেন না?

নারা। আমি আপনাকে দেখ্‌বার অধিকারী নই।

সোফিয়া। কেন?

নারা। আপনি পর্দ্দানসীন্ ওমরাও-নন্দিনী।

সোফিয়া। আমি ঠিক্ পর্দ্দানসীন্ নই। এখনও আমাতে রাজপুতনীর স্বাধীনতা আছে। নইলে আমি এই নির্জ্জন দেশে আপনার সঙ্গে এতটা কথা কইতে পারতুম না।

নারা। তথাপি আমি আপনাকে দেখ্‌ব না।

সোফিয়া। কেন?

নারা। দেখে লাভ?

সোফিয়া। ও বুঝেছি আমি যবনী। তা আপনি বুঝি লাভ না খতিয়ে কোন কাজ করেন না।

নারা। দুনিয়ার কেউ করে না বিবি সাহেব—শুধু আমি কেন।

সোফিয়া। আপনি কি কখনও জীবনে মুসলমানীর মুখ দেখেন নি?

নারা। অনেক দেখেছি।

সোফিয়া। সুন্দরী?

নারা। তার ভিতরে অনেক সুন্দরী ছিল বৈ কি।

সোফিয়া। তবে? এ অভাগিনীকে দেখতে বাধা কি?

নারা। আমি ত কৈফিয়ত দিতে আসিনি বিবি সাহেব?

সোফিয়া। তবে এখানে এমন অসময়ে কেন এসেছেন? আমি জানি আপনি জানেন আমার পিতা এসময় এখানে নেই। এসময়ে আমি এ উদ্যানে সখীগণ সঙ্গে বিচরণ করি। একথা জেনে আপনি এখানে এসেছেন।

নারা। কি বিপদ! আমি কৈফিয়ত দিতে চাই না।

সোফিয়া। আমার পিতা এখানে নেই আপনি জানেন কিনা বলুন না?

নারা। জানি।

সোফিয়া তবে আপনি এখানে এলেন কেন?

নারা। আমার খুসি।

সোফিয়া। আপনার খুসি!

নারা। তা না ব'লে আর কি বলব বিবিসাহেব?

সোফিয়া। কিন্তু আপনি জানেন আপনি আমার পিতার অধীন কর্ম্মচারী আর এটাও জেনে রাখুন, আমি পিতার একমাত্র কন্যা বড় আদুরে, বড় আব্‌দেরে।

নারা। পদচ্যুতির ভয় দেখাচ্ছ?

সোফিয়া। তাই দেখাচ্ছি, আমি ইচ্ছা ক'রলেই আপনাকে কর্ম্মচ্যুত করাতে পারি, তা জানেন?

নারা। তা যদি পার বিবি সাহেব, তা হ'লে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ, স্বধর্ম্মত্যাগি-রাজপুত-নন্দিনীর মুখ দেখে যমুনায় স্নান ক'রে জন্মের মত আগরা সহর পরিত্যাগ করি।

[প্রস্থান।

(মহাবতের প্রবেশ)।

মহা। সোফিয়া! চলে যাওত মা! একজন ওমরাও আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আস্‌ছেন। চলে যাও মা, চলে যাও।

সোফিয়া। আমি যাবনা—আমি পর্দ্দানসীন্ হ'তে চাই না।

মহা। পর্দ্দানসীন্ হ'তে চাওনা!

সোফিয়া। না।

মহা। একথা আমাকে যা বল্‌লে, আর কাউকেও ব'লনা। তাহ'লে সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার আশা ত্যাগ ক'রতে হবে।

সোফিয়া। বেশ, ত্যাগ করলুম।

মহা। উন্মাদিনী, তুমি ব'লছ কি! তোমার মনের ভাব আমি বুঝ্‌তে পারিনি মনে ক'রনা। নিজ কার্য্যোদ্ধারের জন্যই আমিও ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্রের উচ্চপদ প্রাপ্তির সাহায্য করেছি—তোমার জন্য নয়। তোমারই কথামত দাম্ভিক খাঁজাহানের সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলুম। গিয়ে অপমানিত হয়েছি—চির শত্রুতার প্রতিজ্ঞা করেছি। সেই জন্যই ব্রাহ্মণ আজ পাঁচহাজারি মন্‌সব্‌দার। তুমি মোগল হারেমে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত থাক। (নেপথ্যে হুজুরালি)

[মহাবতের প্রস্থান।

সোফিয়া। এখন বুঝ্‌তে পারছি তুমি কি! জাতির অভিমানে তুমি আমার মুখ থেকে চক্ষু ফিরিয়েছ। নীরস দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, তুমি কি মনে করেছ, তোমার এই তাচ্ছল্য আমি সয়ে থাকব? আমারও প্রতিজ্ঞা

তোমার চক্ষু এই মুসলমানীর মুখের দিকে ফেরাব। সাম্রাজ্য হারাতে হয় তাও স্বীকার, তবু আমি তোমাকে অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে দেবনা। তোমার দর্প চূর্ণ করতে যদি পারি, তবেই আমি মহাবত-নন্দিনী।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রণা গৃহ।

সাজাহান ও আজফ।

সাজা। উজীর, এখন কর্ত্তব্য কি ?

আজফ। জাঁহাপনা যদি ক্রোধ না করেন, তা'হলে গোলাম একটা কথা ব'লতে চায়।

সাজা। কি বল।

আজফ। কাজ বড়ই গর্হিত হয়েছে।

সাজা। তা ত বুঝ্‌তেই পেরেছি। ভেবেছিলুম অপমানের প্রতি-শোধ দিয়ে আবার আত্মীয়তায় তাকে তুষ্ট ক'রে আপন ক'রে নেব।

আজফ। সদ্ব্যবহারে যাকে সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যেত, বালকের স্থায় একটা প্রতিশোধ কার্য্যে সেই খাঁজাহানকে সাম্রাজ্যের শান্তির কণ্টক স্বরূপ ক'রে কাজ ভাল হয় নাই।

সাজা। এতটা হবে তা আগে বুঝ্‌তে পারিনি, এখন তাকে ফেরাবার উপায় কি ?

আজফ। প্রতিনিবৃত্ত করবার আশা সুদূরপরাহত। আর সহস্র আত্মীয়তায়ও লোদী আমাদের বিশ্বাস ক'রবে না।

সাজা। তা যা'হক লোদী যা বলে গেল, কার্য্যেও কি তাই হ'ল। আমাদের ওমরাওগুলো যথার্থই কি মেষের পাল? এতগুলো লোক একত্র হয়ে একটা বৃদ্ধের গাত্রে অস্ত্র স্পর্শ করাতে পারলে না!

আজফ। সম্রাট্! আমিত সে অন্যায় যুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রতে পারলেম না। যারা অস্ত্র ধ'রতে জানে তারাই এ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রইল।

সাজা। এখন তার গতিরোধ করবার কি হয়?

আজফ। আজফ রাত্রে কোন:একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। তবে লোদীকে মালবে পৌঁছিতে দেওয়া সমর-নীতিজ্ঞের কোন মতে উচিত নয়। কার্য্য যখন এতদূর গড়িয়েছে, তখন লোদী যাতে কোনও মতে মালবে পৌঁছিতে না পারে, তা আমাদের দেখা কর্ত্তব্য। মালবে পৌঁছিলেই লোদী সৈন্য সংগ্রহ ক'রে বসবে। অসংখ্য পাঠান সৈন্যের অধিনায়ক হ'য়ে মালব-রাজ যদি একবার দাক্ষিণাত্যের দ্বার আগ্‌লে বসতে পায়, তাহ'লে সে দেশের আশাই বোধ হয় আমাদের চির জীবনের জন্য পরিত্যাগ ক'রতে হবে। তার উপর মোগলের মধ্যে কেহ কেহ যে তার সহায়তা ক'রতে না ছুটবে, তার মানে কি?

সাজা। তার পথ রোধ করা চাইই চাই।

আজফ। চাইই চাই। আগরা থেকে না বেরুতে পারে এমন বন্দবস্ত ক'রতে পারলেই সবার চেয়ে কাজ ভাল হয়। কেন না তাহ'লে অল্পমাত্র সৈন্যেও লোদীর গতিরোধ করা সম্ভব।

সাজা। না:উজীর! তা পারব না। আগরা সহরের ভেতরে, তার ওপরে কোনও অত্যাচার ক'রতে পারব না, সে সাহস আমার নাই।

আজফ। তবে একটা সুবিধা এই, লোদী বেগম সঙ্গে আগরায় এসেছে। সুতরাং ইচ্ছা করলেই যে পালিয়ে যাবে তার উপায় নেই। হতভাগ্য নিজেই আপনার গতিরোধ করে বসেছে।

(মহাবতের প্রবেশ)

(নেপথ্যে দামামা ও আল্লাহো শব্দ)

সাজা। কি হ'ল, কিসের শব্দ হ'ল।

আজফ। লোদীর যে দিকে বাসস্থান, সেইদিক থেকেই যে শব্দ আসছে জাঁহাপনা!

সাজা। আবার আবার! ব্যাপার কি উজীর!

(চরের প্রবেশ)

চর। জাঁহাপনা, মালবের রাজা স্বদেশ যাবার উদ্যোগ ক'রছেন।

আজফ। শীঘ্র যাও, কোন্ পথ দিয়ে যায় সন্ধান নাও।

চর। যো হুকুম।

[চরের প্রস্থান।

সাজা। উজীর! তারপর?

আজফ। গোলাম ব্যবস্থা করছে। নিশ্চিন্ত থাকুন জাঁহাপনা—বেগম সঙ্গে—পদে পদে বাধা—কতদূর যাবে?

(মহাবতের প্রবেশ)

মহা। কিন্তু অভিমানী খাঁজাহান নিজের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বেগমও পরিত্যাগ ক'রতে কুণ্ঠিত নয়। জাঁহাপনা! মালবরাজ আপনাকে সগর্ব্বে যুদ্ধে আহ্বান ক'রে আগরা পরিত্যাগ ক'রছে।

সাজা। তাকে যে আবদ্ধ ক'রতে হবে।

মহা। কে ক'রবে? কে ক'রতে পারে জানিনাত জাঁহাপনা।

আজফ। জাহাঙ্গীর-বিজয়ী মহাবত খাঁ ইচ্ছা ক'রলে পারেন। আর কেউ পারে না।

মহা। দোহাই উজিরসাহেব, আমাকে আর ক্ষুদ্র তিনশতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রতে অনুরোধ ক'রবেন না।

সাজা। ক্ষুদ্র তিন শত নয় সেনাপতি! আমাদের অবহেলায় এক মুহূর্ত্তে ঐ ক্ষুদ্র তিন শত বিশাল তিন লক্ষে পরিণত হবে।

মহা। সম্ভব। তথাপি জাঁহাপনা, গোলামের প্রতি এ রীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করতে আদেশ ক'রবেন না।

সাজা। আদেশ নয় সেনাপতি, আপনাদের সাহায্যে প্রাপ্ত সিংহাসনকে প্রবল শত্রুর লুণ্ঠন থেকে রক্ষা করবার জন্য সাগ্রহে আপনাকে অনুরোধ করছি।

মহা। সম্রাট! যদি প্রতিজ্ঞা করেন, যে দণ্ডে খাঁজাহানের উদ্দেশ্য পণ্ড করে তাকে আপনার সম্মুখে এনে উপস্থিত ক'রব, সেই দণ্ডেই আপনি কৃতাপরাধের জন্য তার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ক'রবেন, তাহ'লেই আমি তার অনুসরণ করি। নতুবা আমি আপনার আদেশ অমান্য করছি আপনি আমার শির গ্রহণ করুন।

সাজা। প্রতিজ্ঞা করছি। যে দণ্ডে খাঁজাহানের সঙ্গে আমার পুনর্মিলন সংঘটন ক'রে দেবেন সেই দণ্ডেই তার কাছে আপনার ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমা ভিক্ষা ক'রব।

আজফ। আমিও প্রতিজ্ঞা ক'রছি সেনাপতি!

মহা। তাহ'লে সেলাম জাঁহাপনা আমি অনুসরণ ক'রতে চল্লুম।

[মহাবতের প্রস্থান।

সাজা। উজীর! শুধু সেনাপতির উপর নির্ভর ক'রলে চলবে না।

আজফ। সে কথা আমায় কেন বলতে হবে জাঁহাপনা, আপনিও আমার সঙ্গে এই রাত্রিতে খাঁজাহানকে বন্দী করবার জন্য প্রস্তুত হ'ন। কেউ না জানতে জানতে, দরবারের ঘটনা সহরবাসীর কাণে উঠতে না উঠতে, বিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে আসুন, আমরা যত শীঘ্র পারি আগরা পরিত্যাগ করি।

চতুর্থ দৃশ্য।

দাদাজির বাটী।

দাদাজি।

দাদাজি। যখন খোলসা পেলুম্, তখন পেছু হটে আবার পিঁজরেয় ঢুকি কেন? আর আমি কার মুখ চাই—সুমুখে চলে যাই। মেদিয়া—মেদিয়া!

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

মেদিয়াকে ডাকলুম—ভুঁড়িয়া এলে কেন?

ভৃত্য। কি জন্য মেদিয়াকে ডাকছ?

দাদাজি। আমি তাকে উড়্তে ডাকছি। তুমি কি উড়তে পারবে?

ভৃত্য। মেদিয়া যদি উড়তে পারে, আমি পারব না কেন?

দাদাজি। বেশ, এই আসোয়াররা কোথায় কোন্ দিকে ছুটে গেল, এখনি খবর নে।

ভৃত্য। তারা ঘোড়ায় চেপে ছুটলো, বিদ্যুতের মতন ছুটলো—এতক্ষণ বিশক্রোশ পথ পার হ'য়ে গেল। আমি কেমন ক'রে খবর নেব।

দাদাজি। এই যে বললি বেটা, আমি উড়্তে পারি।

ভৃত্য। উড়্তে পারি ব'লে কি আমি ছুট্তে পারি! ওড়া সৌখীন লোকের কাজ—ছোটা ছোট লোকের কাজ।

দাদাজি। তাহ'লে খবর নিতে পারবে না?

ভৃত্য। তা পারব না কেন? খবর পেলেই নেব।

দাদাজি। তাহ'লে আমি নিজে যদি গিয়ে খবর এনে তোমাকে দিই, তাহ'লেই তোমার পক্ষে ভাল হয়।

ভৃত্য। সবই ত বোঝ হুজুর—গরীবকে পায়ে রেখেছ—তাই গরীব

আজও টেঁকে আছে। তোমাকে দুনিয়ার কোন কাজ ক'রতে দেখ্‌লুম না ব'লেই তোমার চাকরী নিয়েছি। সবইত জান হুজুর!

দাদাজি। আর ত তোমার চাকরী রইল না ভুঁড়িয়া।

ভৃত্য। কেন হুজুর?

দাদাজি। আমি আর ব'সে থাকব না, কাজ ক'রব।

ভৃত্য। তুমি কাজ ক'রবে, ও দেখ্‌লেও প্রত্যয় করি না।

দাদাজি। আমি আগরা ত্যাগ ক'রব।

ভৃত্য। কবে?

দাদাজি। এই রাত্রে।

ভৃত্য। কোথায় যাবে?

দাদাজি। তা ঠিক নেই। দুনিয়ার কোথায় কখন থাক্‌ব, তা কেমন ক'রে ব'লব।

ভৃত্য। এই বৃদ্ধ বয়সে? এমন চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্যপেয় ছেড়ে?

দাদাজি। অদৃষ্টে মহাবত খাঁর অন্ন আর সইল না। হাস্‌লে যে বাবা ভুঁড়িয়া?

ভৃত্য। একথা শুনে ভুঁড়িয়া কেন হুজুর, চিঁড়িয়া পর্য্যন্ত হাসে। তুমি যদি দুনিয়া চ'ড়তে পার, তাহ'লে আমিও চোক কাণ বুজে একজায়গায় পড়ে থাকতে পারি।

(মেদিয়ার প্রবেশ।)

দাদাজি। কি খবর?

মেদিয়া। ঘোড়া তৈয়ার।

দাদাজি। কোন্ দিকে যাব?

মেদিয়া। যেদিকে হুকুম করবি মহারাজ! নবাব ঝান্‌সীর সড়ক ধরিয়ে চলিয়েছে। তার জরু ছাওয়াল আজমীরের সড়ক নিয়েছে।

বাদসা দুই সড়কেই লোক ছুটিয়েছে। তবে কে নবাবকে ধর্‌বে? এক ধরতে পারিস্ তুই। তাকে ধরা মোগল সরদারের কাম নয়।

দাদাজি। কে কে গেল জান্‌তে পার্‌লি?

মেদিয়া। মহাবত খাঁ আজমীরের দিক্ লিয়েছে। বাদসা উজীর ঝান্‌সীর দিক নিয়েছে।

দাদাজি। তাহ'লে আজমীরের পথে যাওয়াই যুক্তি—কি বলিস্?

মেদিয়া। তা হামি কি বল্‌বে।

দাদাজি। যা সঙ্গীদের নিয়ে ফটকের মুখে খাড়া হ'। আমি একবার দেখ্‌ব, আগরায় খাঁজাহান লোদীর কেউ অবশিষ্ট আছে কি না? (মেদিয়ার প্রস্থান) চোক কট কট করে কি দেখছ বাপধন?

ভৃত্য। তাইত হুজুর, তুমি আমাদের ঠকিয়ে লুকিয়ে ছিলে!

দাদাজি। আমার সঙ্গে যেতে চাও, না চোক কাণ বুজে পড়ে থাকতে চাও?

ভৃত্য। যেতেও পারি, প'ড়েও থাকতে পারি। তবে যাবার কথাটা কি জান—।

দাদাজি। মনে করলেই হয়।

ভৃত্য। (হাস্য) হুজুর কি না জান?

দাদাজি। আর চোক কাণ বুজে পড়ার কথাটা মনে করলেই হয়। তাহ'লে বাবা ওই শেষের কথাটাই মনে কর।

ভৃত্য। তা হুজুর যখন হুকুম করছ—:

দাদাজি। হাঁ বাবা, কায়মনোবাক্যে হুকুম করছি। আজ থেকে বেশ করে ভুঁড়িটী তৈলাক্ত ক'রে সূর্য্যদেবকে দেখিয়ে দেখিয়ে আঁচ খাইয়ে পরিপক্ক ক'রে তোল। যদি ফিরি, তাহ'লে ভুঁড়ি দর্শনে কৃতার্থ হব।

ভৃত্য। বেশ বলেছ হুজুর, কিন্তু ভুঁড়ি বজায় রাখ্‌ব কি করে?

দাদাজি। আমার যা ঘরে রইল, তাই দিয়ে বজায় রাখ। তোমাকে দিয়ে চল্লুম।

ভৃত্য। বা—হুজুর—বা! তাহ'লে পাঁও লাগে।

দাদাজি। বেশ বাবা, বেশ।

(ভৃত্যের প্রস্থান।

(সোফিয়ার প্রবেশ।)

একি! তুমি কে?

সোফিয়া। আমি কে চিন্‌তে পারছ না?

দাদাজি। না।

সোফিয়া। সত্যি না তামাসা?

দাদাজি। সে কথা বলবার আমার সময় নেই। আমি এখনি আগরা ছেড়ে চলে যাব।

সোফিয়া। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

দাদাজি। তা কি হয়—তুমি সেনাপতির কন্যা।

সোফিয়া। এইত আমাকে চিন্‌লে।

দাদাজি। কিছুনা—তোমার বাপকেই চিন্‌তে পার্‌লুম না। তুমি ত সেই বহুরূপী ধর্ম্মত্যাগীর কন্যা।

সোফিয়া। সঙ্গে নেবে না?

দাদাজি। কেন আমার সঙ্গে যেতে চাচ্ছ বল।

সোফিয়া। পিতার আচরণে আমি দুঃখিত হয়েছি।

দাদাজি। উঁহু।

সোফিয়া। অতিথির উপর অত্যাচারে আমি মর্ম্মাহত হয়েছি।

দাদাজি। উঁহু, মিছে কথা।

সোফিয়া। মিছে কথা! হুঁসিয়ার দাদাজী, দ্বিতীয় ব্যক্তি একথা বল্‌তে অদ্যাপি সাহস করেনি। পিতা পর্য্যন্ত সাহস করেননি।

দাদাজি। হুঁসিয়ার সোফিয়া, আর আমি তোমাদের অন্নদাস দাদুমিয়া নই, আমি রাজপুত সরদার দাদাজি মহারাজ! তোমার পিতা আমাকে ত্যাগ করেছে।

সোফিয়া। আমি ত ত্যাগ করিনি।

দাদাজি। তুমি না কর, আমি কর্‌ছি।

সোফিয়া। সঙ্গে নেবেনা?

দাদাজি। বল, জন্মের মত পিতাকে পরিত্যাগ ক'রবে।

সোফিয়া। ধার্ম্মিক রাজপুত! তুমি যদি এ বিষম কার্য্যে আদেশ ক'রতে পার, আমি পারি।

দাদাজি। বেশ কাজ নেই। ব্রাহ্মণপুত্রের আশা ত্যাগ ক'রতে পারবে? বল, আমি মুক্তকণ্ঠে তোমাকে আদেশ করছি। বল সোফিয়া বেগম, বল।

সোফিয়া। তুমি আমাকে অযথা সন্দেহ ক'রছ কেন?

দাদাজি। আমি দেরী ক'রতে পার্‌বনা—জল্‌দি বল। তোমার পিতাকে পরিত্যাগ ক'রতে হবে না। যতদিন সঙ্গে থাকতে চাইবে রাখব, যে দণ্ডে ফিরতে চাইবে, আগরায় ফিরিয়ে দিয়ে যাব। বল, সোফিয়া বল। (হাস্য) কি দিদিমণি?

সোফিয়া। দাদাজি! বামুনটো কি বোকা! আমাকে দেখ্‌লে না!

দাদাজি। একি কম দুঃখু!

সোফিয়া। বলত দাদাজি।

দাদাজি। বলত দিদিজী!

সোফিয়া। তবে তুমি যাও। কিন্তু দাদাজি, এ প্রেম নয়।

দাদাজি। কৌতূহল কৌতূহল।

সোফিয়া। ঠিক বলেছ দাদাজি—কৌতূহল। ব্রাহ্মণ এ মুখের দিকে চায় কিনা একবার দেখবার বড় ইচ্ছে হয়েছে।

দাদাজি। তাত হবার কথাই—আমার ইচ্ছে হচ্ছে তার চোক দুটো উপ্‌ড়ে তোমার নাকে ঝুলিয়ে দিই। থাক্‌ বেটা পদ্ম আঁখি, সোফিয়া বেগমের নাসার নোলক হয়ে থাক্‌।

সোফিয়া। তবে—তুমি—যাও।

দাদাজি। বেশ, আদাব সোফিয়া বেগম। তা হ'লে আমি যাই।

[দাদাজির প্রস্থান।

সোফিয়া। তাইত আমি এখন কি ভাব্‌ব? সাম্রাজ্য ভাব্‌ব, না মনসব-দারী ভাব্‌ব? পর্দ্দা ভাব্‌ব, না দাক্ষিণাত্যের শৈলতলের উন্মুক্ত আকাশ ভাব্‌ব—না খাঁজাহান লোদীকে ভাব্‌ব? দূর ছাই, কিছু ভাব্‌ব না। এত বড় ত্যাগ শোনালুম, তবু ব্রাহ্মণ মুখ তুল্‌লে না! সাম্রাজ্যের ঈশ্বরী হ'লে আমি ইচ্ছা ক'রলেই তোমার এই অবহেলার শাস্তি দিতে পারি। কিন্তু না—ভাব্‌ব না—আমার বর্ত্তমান অবস্থা ভেবে ঠিক ক'রতে পারছি না, তবে পরিণামের ভাবনা ভেবে ফল কি! ভাব্‌বনা তবু ভাব্‌ছি। অগণ্য মোগল পলায়নপর লোদীর অনুসরণ ক'রছে—আমি এখানে দাঁড়িয়ে যেন তাদের গতিবিধি দেখ্‌ছি। লোদী গর্ব্বের পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে ছুটছে! পশ্চাতে পিতা—বিশ্বজয়ীর মুখ ধর্ম্মহানিতে জ্যোতিহীন! ছিছি! জাহাঙ্গীর-বিজয়ীর এ দুর্দ্দশা আমি দেখ্‌তে পারছি না। সঙ্গে ওই ব্রাহ্মণ—জ্যোতিহীন? কই না—জ্যোতির্ম্ময়—আমি ঠিক দেখ্‌ছি—সত্য—না স্বপ্ন পরীক্ষা—পরীক্ষা—দেখ্‌ব আমার দূরদৃষ্টি সত্য কিনা? আগরা! বিদায়। সাম্রাজ্য! তোমায় দূর হতে অভিবাদন। পিতা! জন্মের মত কন্যার মমতা বিস্মৃত হও। ব্রাহ্মণ! মুখ তোল।

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ।

নারায়ণ।

নারা। আমি এখানে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকতে কি পাঁচহাজার সৈন্যের নায়ক হলুম! এওত কম বিপদ নয়! খাঁজাহান লোদীর উপর প্রতিশোধ নিতে বাদসার নকুরী গ্রহণ করেছি। ইচ্ছা ক'রলেই যে স্থান ত্যাগ ক'রব, তার উপায় নেই। খাঁজাহানের পরিণাম কি হ'ল, পুত্র কন্যা পরিবার সঙ্গে এসেছিল, তাদেরই বা কি হ'ল জানবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। সম্রাট নিজের অপমানের শোধ নিতে দরবারে আমাকে উচ্চাসন দিয়ে তার অপমান ক'রেছেন। সে প্রতিশোধে গৌরব করবার আমার কিছুই নেই। রণক্ষেত্রে অস্ত্র ধ'রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি নবাবকে পরাস্ত ক'রতে পারি, তবেই আমার প্রতিশোধের গৌরব। কিন্তু যেরূপ অবস্থা বুঝ্‌ছি, তাতে বোধ হয় সে ভাগ্য আমার ঘট্‌ল না। দেখছি আমার এই মন্‌সব্‌দারী কেবল মাসোহারা ভোগের জন্য।

(জনৈক সৈন্যের প্রবেশ।)

সৈন্য। জনাবালি, একটা বালক এই পথে আসছে, তার সম্বন্ধে কি করব?

নারা। বালক হ'ক্‌, বৃদ্ধ হ'ক্‌, রমণী হ'ক্‌ কাউকেও এই পথ অতিক্রম ক'রতে দেবে না। কে বালক, তাকে এই খানে আমার কাছে নিয়ে এস।

[সৈন্যের প্রস্থান।

নারা। না, কাজ জুটলো ভাল! মন্‌সব্‌দারের এ এক রকম মন্দ লড়াই নয়। প্রতিহিংসা পরবশ হ'য়ে আগরায় এসে, ক্রমে দেখ্‌ছি আমি আপনার জালে আবদ্ধ হলুম। এ জাল থেকে মুক্ত হওয়া ক্রমে কল্পনাতেও আমার সাধ্যাতীত হয়ে আসছে। ধরান্তরালে ক্ষুদ্র জলদকণার মৃদু হাসি, যেমন আকাশব্যাপী বিভীষিকা লুকিয়ে রাখে, মনে হচ্ছে সেইরূপ একটা কোন বিভীষিকা আমার এই আকস্মিক শুভাদৃষ্টের অন্তরালে, এক অনুমেয় অন্ধকার-গর্ভে ভারে ভারে নিহিত আছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত বুঝেও যেন তা বুঝতে পারছি না।

(সৈন্যের বালকবেশী সোফিয়াকে লইয়া প্রবেশ।)

সৈন্য। এই হুজুরালি সেই বালক। এপথে আস্‌তে নিষেধ করলুম শুন্‌লে না। তাই আপনার কাছে ধরে আন্‌ছি।

নারা। কে তুমি বালক?

সোফিয়া। বল্‌ব না।

নারা। একি! এরূপ স্বর যে আমি শুনেছি। (প্রকাশ্যে) কোথায় চলেছ?

সোফিয়া। বল্‌ব না।

নারা। মুখ তোল।

সোফিয়া। তুল্‌ব না।

নারা। (স্বগত) বা! বা! মুসলমানীর মধুর কণ্ঠ এ বালক কোথায় পেলে! সে রমণীর কথা শুনেছি। তেজস্বিনী দর্প-ভরা কণ্ঠে আমার কর্ণে অবিশ্রাম উষ্ণ মধু ঢেলে দিয়েছে। তার আচরণে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছি, তথাপি পিপাসিত শ্রবণ সে সুধাপানের আকাঙ্ক্ষা এখনও ত্যাগ ক'রতে পারেনি! তাই কি বিধাতা, করুণা ক'রে বালকের কণ্ঠে সেই সুধাভাণ্ড পুরে এই দীন পিপাসুর কাছে পাঠিয়ে দিলে? (প্রকাশ্যে) এপথ বালকের পক্ষে সুগম নয় তা জান?

সোফিয়া। জানি।

নারা। জেনেও সঙ্গি-হীন এ পথে চলেছ!

সোফিয়া। দেখ্‌তেই ত পাচ্ছেন।

নারা। তুমি ত বড় অসমসাহসী বালক!

সোফিয়া বুঝতে পেরেছেন জেনে ধন্য হলেম।

নারা। যাও, আমার দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত একে আমার শিবিরে রক্ষা কর।

সোফিয়া। আমি এ বেয়াদব সেপাইএর সঙ্গে যাবনা।

নারা। কেন, এ ব্যক্তি কি তোমার প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করেছে?

সোফিয়া। এ আমার পথ রোধ করেছে।

নারা। তাতে ওর কোনও অপরাধ নেই। আমিই এই ব্যক্তিকে এই কার্য্য কর্‌তে আদেশ করেছি।

সোফিয়া। আপনি দেখছি সৈনিক বেশধারী—অনুমান কর্‌তে বাধ্য, আপনি বীর। তবে এবালকের গতি রোধ ক'রে আপনার কটিবন্ধের অব-মাননা কর্‌লেন কেন?

নারা। বালক! তুমি জাননা যে, আদেশ পালনই সেনানায়কের কর্ত্তব্য?

সোফিয়া। বালককে পর্য্যন্ত আবদ্ধ করাও কি আপনার আদেশের মধ্যে।

নারা। বালক, বৃদ্ধ, রমণী, যে কেহ এই পথ দিয়ে যাবে, তাকেই আবদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট।

সোফিয়া। যে কেহ এই পথ দিয়ে যাবে, তাকেই আপনি আবদ্ধ ক'রবেন?

নারা। এই রকম সংকল্প ক'রেইত এখানে বয়েছি।

সোফিয়া। যদি বাদসা এই পথ দিয়ে যান ?

নারা। তুমি মুখ তোল।

সোফিয়া। আপনি উত্তর দিন।

নারা। উত্তর দিলে মুখ তুলবে ?

সোফিয়া। তা বলতে পারি না।

নারা। বেশ, মুখ তোল আর না তোল,—আমি বলি শোন, কেবল এক জনকে বাধা দিতে পারব না। তদ্ভিন্ন আর যে কেহ এ পথ দিয়ে যাবে, স্বয়ং সম্রাট হ'লেও তাঁকে বাধা দেব।

সোফিয়া। সে একজন কে ?

নারা। সে কথা তোমাকে বলে লাভ কি ?

সোফিয়া। আমি মুখ তুলব।

নারা। তিনি আমীর উল্ ওমরা মহাবত খাঁর—কন্যা—

সোফিয়া। হুজুরালি! এই অপরিচিত পথচারী বালকের সেলাম গ্রহণ করুন।

নারা। আহা একি সুন্দর! প্রস্ফুটনোন্মুখ কুসুমস্তবকের মত এ রমণীয় এ মধুময় মুখসৌন্দর্য্য সরমে সরমে লুকিয়ে লুকিয়ে, এতক্ষণ আপনার রূপকে আপনিই আলিঙ্গন করছিল! বালক! শৈলবাসিনী প্রকৃতি তোমার কাছে কি এত অপরাধ করেছে যে, তাকে এই চাঁদমুখ দেখবার ভাগ্য থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছ ?

সোফিয়া। আপনি অনুমান করুন।

নারা। তোমার বড় মনোবেদনা।

সোফিয়া। বড় মনোবেদনা!

নারা। কিসের জন্য বলবে কি ?

সোফিয়া। বললে প্রতিকার হবে কি ?

নারা। বড় কঠিন প্রশ্ন।—আমার মনে হচ্ছে খাঁজাহান লোদীর তুমি কেউ।

সোফিয়া। আমারও তাই মনে হচ্ছে। নইলে আমার প্রশ্ন আপনার কঠিন ঠেকবে কেন?

নারা। তুমি আশ্চর্য্য বালক—

সোফিয়া। আপনার আশ্চর্য্য অনুমান শক্তি।

নারা। যাও, বালককে শিবিরে রক্ষা কর।

সোফিয়া। যো হুকুম মনসব্দার!—বস্ ফাঁড়া কেটে গেল—চিনতে পারলে না।

(উভয়ের প্রস্থান।)

নারা। আমাকে বড়ই রক্ষা করেছিস বালক। মুসলমানীর স্বর লহরে আমি মগ্নপ্রায় হয়েছিলুম, কোথা থেকে দেবদূতরূপে আমার মর্ম্মকথা কানে শুনে, সেই স্বরে রজ্জু প্রস্তুত ক'রে তুই আমাকে কূলে ফিরিয়ে এনেছিস। আর তোকে ভয় করি না সোফিয়া! আমার চক্ষু কর্ণ হৃদয় সমস্তই পরিতৃপ্ত হয়েছে। আমি বালককে পেয়ে চরিতার্থ হয়েছি।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পর্ব্বতের রন্ধ্রপথ।

সোফিয়া।

(নেপথ্যে কোলাহল।)

সোফিয়া। জনাবালি! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

নারা। ভয় নেই কি হয়েছে—কি হয়েছে ভাই!

সোফিয়া। অগ্রে আমাকে আশ্রয় দিন্। তার পর জনাবালিকে সমস্ত কথা নিবেদন কর্‌ছি।

নারা। তোমাকে যে সঙ্গী দিলুম, সে কোথা গেল ?

নেপথ্যে। হুজুর হুঁসিয়ার, দুস্‌মন্—আমি বাঁধা পড়েছি।

সোফিয়া। ওই এলো, জল্‌দি আমাকে লুকিয়ে রাখুন। যেন আমাকে সন্ধান ক'রে খুঁজে বের করতে না পারে।

নারা। ভয় নেই! আমি এখানে পাঁচ হাজার প্রচণ্ড নাগপুরী নিয়ে এই পথ রক্ষা করছি। কাপুরুষের মতন তোমাকে লুকিয়ে রাখব কেন? সন্ধান জানতে চাইলে, না বলব কেন? তুমি এইখানে নিঃশঙ্ক চিত্তে অবস্থান কর। বল তোমার প্রতি কে আক্রমণ করতে এসেছে।

(দাদাজির প্রবেশ।)

সোফিয়া। ওই, ওই রক্ষা করুন, নইলে আমার প্রাণ যায়। (নারায়ণ রাও কর্ত্তৃক সোফিয়ার হস্ত ধারণ।)

[প্রস্থানোদ্যত।

নারা। কে তুমি, কে তুই! বালককে ধরতে এসেছিস্?

দাদাজি। বা! বা! কি সুন্দর মোহন ঠামে—বাঁকা শ্যামের বামে—

নারা। চুপরও নরাধম! মর্য্যাদা রেখে কথা ক'। কেও, দাদাজি মহারাজ! আপনি?

দাদাজি। আরে কেও, আরে কেও, চিনতে পারছিনা আরে কেও?

নারা। আপনার এই আচরণ! মুখে দেব-সৌন্দর্য্য মেখে অন্তরে আপনি এই পিশাচ মূর্ত্তি লুকিয়ে রেখেছেন।

দাদাজি। দাও, যদি ভাল চাও তাহ'লে ওই ছুঁ—ছুঁ—

সোফিয়া। ওগো ওই ছুঁ ছুঁ করছে ছুঁয়ে ফেলবে।

নারা। সাবধান! আর একপদ যদি বালকের দিকে অগ্রসর হও, তা'হলে এখনি এই অস্ত্র তোমার বক্ষে প্রবেশ করবে।

দাদাজি। অস্ত্র! বক্ষে প্রবেশ করবে, কার? আমার, না তোমার! তবে তোমার হলেই আমার। ব্রাহ্মণ-হত্যা হ'য়ে গেল! যাক্, একান্ত অশান্ত দুর্দ্দান্ত—যাক্।

[দাদাজির প্রস্থান।

নারা। মানুষের মুখ দেখে মনের গঠন জানতে যাওয়া কি ভ্রম!

সোফিয়া। ঠিক বলেছেন মিয়াসাহেব, কি ভ্রম!

নারা। ওই লোকটাকে দেখে আর তার কথা শুনে একদিন ওর উপর আমার শ্রদ্ধা জন্মেছিল। এস ভাই, তুমি আমার সঙ্গে এস, (সোফিয়ার হাস্য) সেকি তুমি হাস্‌চ যে?

সোফিয়া। আপনি যান্। আমার সেলাম গ্রহণ করুন। (পুনঃ হাস্য)

নারা। একি ভাই! তোমার একি রকম আচরণ!

সোফিয়া। আপনি আমার জন্য অপেক্ষা ক'রবেন না। আপনি কোথায় যাচ্ছেন, চলে যান।

নারা। আর তুমি?

সোফিয়া। আমিও আমার পথে চলে যাই।

নারা। কেমন ক'রে যাবে?

সোফিয়া। যেমন ক'রে এপথে এসেছি, তেমনি ক'রে অবশিষ্ট পথ চলে যাব।

নারা। তার পর? ফের যদি পথে তোমাকে কেহ আক্রমণ করে?

সোফিয়া। আক্রমণ করে, আপনার মত আর একজন ভালমানুষ অর্থাৎ বোকা সেনানীকে ধ'রে তরে যাব।

নারা। কি ব'ললে!

সোফিয়া। আক্রমণ কেউ করবে না। আমি পাঠানী। মৃত্যু আমাদের কাছে ভয়ে ভয়ে আসে।

নারা। এই যে এলো।

সোফিয়া। কেউ আসেনি, আপনি বুঝ্‌তে পারেন নি। আপনার সাহায্যে আমি ওকে ফাঁকি দিয়ে ভাগিয়ে দিলুম।

নারা। বলিস্ কি! আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রলি? একটা সাধু পুরুষকে আমি অযথা কটু বাক্য প্রয়োগ করলুম!

সোফিয়া। কটু বাক্য ত প্রয়োগ করতে আমি বলিনি। রক্ষা করতে বলেছি, রক্ষা করেছেন। মিয়া সাহেব, আমি সেলাম করে চল্লুম। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

নারা। পাপিষ্ঠ বালক! বিপদের ভাণ দেখিয়ে আমাকে প্রতারণা কর্‌লি।

সোফিয়া। (হাস্য) ক্রোধ কেন মিয়া সাহেব? এইত আপনি বল্‌লেন, লোকের মুখ দেখে অন্তরের গঠন বুঝতে যাওয়া কি ভ্রম।

নারা। যাও, বুঝ্‌তে পেরেছি, এখনি এস্থান ত্যাগ কর। তোমার বড় ভাগ্য তোমার কথা আগে শুনেছি। নইলে শৃঙ্খলে বেঁধে তোমাকে বন্দী করে রাখতুম। যাও প্রতারক, চলে যাও।

সোফিয়া। যো হুকুম জনাবালি! যাক্ দাদাজির বজ্রমুষ্টি থেকে উদ্ধার পেয়েছি, মৃত্যুর মতন সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল, চুলের মুঠি ধরতে ধরতে রক্ষা পেয়ে গেছি। এতক্ষণে ছেড়ে গেল! কিন্তু একি হ'ল—হাত ধরলে, সর্ব্বশরীর কেঁপে গেল—কথা কইলে, শুনে হৃদয় উথলে উঠল। কিন্তু ও ব্রাহ্মণ ওমরাও—আমি মুসলমান বালক। খোদা বুঝ্‌তে পারিনি। দাদাজি বুঝেছিল—বুঝে সঙ্গ নিয়েছিল। থাকি—না চলে যাই। কোথায় যাই? খোদা খোদা, কোথায় যাই? না, দাদাজির তীব্রদৃষ্টি ওই দূর থেকে আমার পানে চেয়ে আছে। না চলে যাই। [প্রস্থান।

নারা। একি বিড়ম্বনা! একটা কুহকী বালকের প্ররোচনায় পড়ে কি গর্হিত কার্য্যই কর্‌লুম! একজন সাধুকে কঠোর বাক্য প্রয়োগে দূর ক'রে দিলুম। কিন্তু কে এ বালক? কোথা থেকে এল—কেন এল?

দাদাজি সঙ্গে এলো—কেন এলো? সত্যই কি বালক খাঁজাহান লোদীর কেউ? কিন্তু যতদিন মালবে ছিলুম—এ বালককে ত কখন দেখিনি! তাইত! কি করলুম! জাঁহাপনার আদেশ অমান্য করলুম! একটা অপরিচিত বালকের স্বর-লহরে নিমগ্ন হয়ে, কর্ত্তব্যে ক্রটী করলুম!

(মহাবত খাঁর প্রবেশ।)

মহা। নারায়ণ রাও!

নারা। একি! জনাবালি! খবর?

মহা। তোমার খবর?

নারা। শত্রুর কোনও নিদর্শন পাইনি।

মহা। আমিও পাইনি—কেউ পায়নি—অদ্ভুত বেগে লোদী মালোয়ার পথে ছুটেছে! এক দিনে বোধ হয় শতক্রোশ পথ অতিক্রম করেছে। এতক্ষণ বুঝি মালোয়ায় পৌছিল। অনুসরণ বৃথা হ'ল! তা হ'ক, অনুসরণ ছাড়ব না। বিচিত্র, নারায়ণ রাও! তার স্ত্রী পুত্র পরিবার অন্যপথে গেছে। তাদেরও কোনও খবর পেলুম না।

নারা। এখন কি ক'রব হুকুম করুন।

মহা। তুমি সমস্ত নাগপুরী নিয়ে ঝানসীর পথে জাহাপনার পল-টনের সঙ্গে যোগ দাও। আমি এদিকে চললুম, বলেছিত অনুসরণ ছাড়ব না। ওকি! ও কে পর্ব্বতের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করছে নারায়ণ রাও।

নারা। ও একটা মুসলমান বালক।

মহা। বালক! এখানে কেমন করে এল?

নারা। তা জানি না। কোথায় যাচ্ছে তাও জানি না।

মহা। কোথা দিয়ে গেল?

নারা। এই পথ দিয়ে।

মহা। আবদ্ধ করলে না কেন? তোমার উপর হুকুম কি ছিল?

নারা। আবদ্ধ করতে পারিনি।

মহা। পারিনি! কি বললে কাপুরুষ!

নারা। হুঁসিয়ার সরদার, আমি কাপুরুষ নই। আমি বালকবধ করতে অস্ত্র ধরিনি। আমি পিতৃ অপমানের প্রতিশোধ নিতে সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি। যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি, আপনারা সাম্রাজ্যজয়ী বীর সকলেই তার কাছে হীন তুচ্ছ শৃগালবৎ পর্য্যুদস্ত।

মহা। বিশ্বাসঘাতক! এখনি সম্রাট্ দত্ত অসি পরিত্যাগ কর।

নারা। বেশ, এখনি ফেলে দিচ্ছি।

(দাদাজীর প্রবেশ।)

দাদাজি। হাঁ হাঁ ফেলোনা, ফেলোনা—হাতের তলোয়ার ফেলতে নেই, ফেলতে নেই। কি হয়েছে, আমি মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি।

মহা। এইরূপ দুর্ব্বল প্রাণ নিয়ে তুমি লোদীর উপর পিতৃ-অপমানের প্রতিশোধ নিতে এসেছ।

নারা। নিতে এসেছিলুম, কিন্তু ভুল ক'রে মহাবত খাঁর সাহায্য গ্রহণ করতে এসেছিলুম। জাহাঙ্গীর-বিজয়ী বীর স্বগৃহে লোদী কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়ে, তার স্ত্রী কন্যার বিরুদ্ধে অভিযান করবে তা জানতুম্ না। আমার চৈতন্য হয়েছে। মোগলের গোলামী—আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। এ অসি এখনি ফেলে দেব।

দাদাজি। হাঁ—হাঁ! দিয়োনা—দিয়োনা! প্রতিশোধ, প্রতিশোধ—সময় পেয়েছ প্রতিশোধ নাও, অস্ত্র ফেলে দিয়ো না। বামুন মানুষ—অত রাগ কেন? এদিকে মোগল সেনাপতি—তোমার হিতৈষী—তার ওপর রাগ ক'রতে আছে! প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞা ক'রেছ, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রবে কেন? প্রতিশোধ তোমাকে নিতেই হবে। তবে কি রকম ক'রে নেবে, স্থির কর। আমার এই ধর্ম্মত্যাগী ভাগিনেয়, সগরজির বংশধরের মত নেবে, না ব্রাহ্মণের মত নেবে?

নারা। কি বল্‌লেন দাদাজী মহারাজ!

দাদাজি। রাগ কেন? মোগল সেনাপতি মহাবত খাঁ। বাপ! তার গাল ভরা নাম—আর হাড়ভাঙ্গা প্রতিজ্ঞা! রাগে মামাকে মামাই লোপাট ক'রে দিলে। নাও—হাতিয়ার নাও—ছেলে মানুষ—বাদসা দিয়েছে। জহরাত জড়ানো ছেলে ভুলানো হাতিয়ার। নাও—প্রতিশোধ নাও! কোথাকার খাঁজাহান? কেবল মান—মান—বাপের অপমান? নাও—কেটে ফেল—খাঁজাহানের ছেলে, মেয়ে, মাথা, নবাবী—সব কেটে ফেল।

নারা। ঠিক হয়েছে। এতক্ষণ পরে আমার জীবনমরণ প্রশ্নের মীমাংসা হ'ল। পাগলের মূর্ত্তি ধ'রে কে তুমি আমাকে গুরুবৎ শিক্ষা দিতে এসেছ? দাদাজি মহারাজ! একদিন আপনার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ ক'রতে গিয়েছিলুম। এত দিন পরে আজ আমার আপনার কাছে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হল। চণ্ডালত্বগত ব্রাহ্মণ সন্তানের তুমি আজ চোখ ফুটিয়ে দিলে। বিনা-রক্তপাতে কি প্রতিশোধ হয় না? (অস্ত্রত্যাগ) এই আমি সম্রাট্‌দত্ত অসি দূরে নিক্ষেপ করলুম। (মহাবতের প্রতি) এই আমি আপনাদের অনুগ্রহ আপনাদের কাছেই প্রত্যর্পণ করলুম। (পরিচ্ছদ নিক্ষেপ) যে উচ্চপদ আমি পাবার অধিকারী নই, শুধু আমার পূর্ব্ব প্রভুকে অতিলাঞ্ছিত ক'রবার জন্য আপনারা আমাকে সেই উচ্চপদ প্রদান করেছেন। এখন বুঝতে পেরেছি আমি আপনাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি।

(আজফের প্রবেশ।)

আজফ। খবর কি সেনাপতি!

মহা। খবরদার অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ! অকৃতজ্ঞতা দেখালে—এরূপ মূর্খতার পরিচয় দিলে বন্দী হবে।

নারা। বন্দী করুন, যদি না করেন, তা হলে আগে থাকতে ব'লে রাখছি, আমি এখন হতে মোগলের দুস্মন হলেম।

আজফ। কি, দুস্‌মন দুস্‌মন! কোই হ্যায়?

মহা। এখনি দুসমন্‌কে বন্দী কর।

(সাজাহানের প্রবেশ।)

সাজা। উজীর! এ ক্ষুদ্র পিপীলিকাশক্তিকে বন্দী ক'রে আপনার প্রভুর পর্ব্বত তুল্য উচ্চ মানে আঘাত ক'রবেন না। যাও। ব্রাহ্মণ, চলে যাও। গিয়ে, যথাশক্তি বাদসার দুস্‌মনি কর। চলে আসুন সেনাপতি, এখনও পর্য্যন্ত লোদীর গন্তব্য পথের চিহ্ন পাইনি। একটা তুচ্ছ যুবকের সঙ্গে কথায় সময় নষ্ট ক'রে কার্য্য হানি ক'রবেন না।

(চরের প্রবেশ)

চর। জাঁহাপনা!

সাজা। কি খবর!

চর। লোদীর সন্ধান পেয়েছি।

সাজা। উজীর!

আজফ। চলে আসুন সেনাপতি—আর একলহমাও বিলম্ব করবেন না।

সাজা। নাও দাদাজি, অস্ত্র কুড়িয়ে ওই ব্রাহ্মণকে প্রদান কর। সম্রাটের দুস্‌মনি ক'রতে চলেছ, কিন্তু হাতে অস্ত্র নেই। এই রাত্রে যদি ওকে একটা ক্ষুদ্র শৃগাল আক্রমণ করে, তাহ'লেও ওর আত্মরক্ষা কর্‌বার শক্তি নেই।

দাদাজি। সম্রাটের কি দয়া! এমন দয়া, ঠাকুর, পেয়ে বঞ্চিত হয়োনা।

[আজফ, সাজাহান ও মহাবতের প্রস্থান।

নারা। দাদাজি মহারাজ আশীর্ব্বাদ—করুন।

দাদাজী। ওরে বাবা সর্ব্বনাশ কর্‌লে ভূদেব—ভূদেব।

নারা। হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করুন। কোথায় ভূদেব? হীন আমি,

চণ্ডাল আমি। কোথা আছ আর্য্য জীবনের ভিত্তি, মানব জীবনের গর্ব্ব, সর্ব্বত্যাগী অথচ মহাশক্তিমান ব্রাহ্মণ কোথায় আছ? হতভাগ্য, অহঙ্কৃত, স্বস্থানচ্যুত এই ব্রাহ্মণসন্তানকে কৃপাকটাক্ষ দান কর। তাকে সুপথ দেখিয়ে দাও, সুপথ দেখিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

দাদাজি। তোমাকে কেউ নিলে না! হীরে মাণিকের বসন পরেও অসি তুমি পথে পড়ে রইলে! দাদু মিয়া—অহিংসাধর্ম্ম ঋষির হাতে তরোয়ার—মহাশক্তিমান। তাতে মৃত্যুভরা সংসারে একদিন প্রাণ এনেছিল। সেই তরবারি আজ মাটিতে প'ড়ে গড়াগড়ি খায়। তাও কি কখন সহ্য হয়! তারে তোল দাদু তোল, আদর কর, (তরবারি কুড়াইয়া) ধন আমার, যাদু আমার—এক সময় তুমি মানুষ রাখতে, এখন তুমি মানুষ খাও। ধন আমার, যাদু আমার, কথা কও—সোণার অসি বাঁশী হও—আর উচ্চকণ্ঠে জগৎকে শুনিয়ে, যমুনা ভাসিয়ে, রাধা বল—অসি রাধা বল, অসি রাধা বল।

পটক্ষেপ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

সাজাহান ও আজফ।

সাজাহান। এত দূর আসা গেল, এখনও পর্য্যন্ত ত লোদীর চিহ্ন দেখ্‌তে পাওয়া গেল না?

আজফ্‌। যদি সমান বেগেও আমরা তার পশ্চাদ্ধাবন করে থাকি, তা'হলেও আমরা লোদীর নিকট থেকে এখনও একবেলার পথ তফাৎ। তার উপর আমরা যতই প্রাণপণে ছুটি না কেন, লোদীর গতির সঙ্গে আমাদের গতির তুলনা হতে পারে না। সে প্রাণ রক্ষার জন্য ছুট্‌ছে, আর আমরা ছুটেছি ধর্‌তে। জেনেছি, চলতে বাধা পাবার ভয়ে সে পরিবারবর্গকে সঙ্গে নেয়নি। নিজের মান রক্ষার জন্য যে স্ত্রী কন্যার প্রাণের মমতা রাখেনি, তার বিদ্যুৎগতি কি আমাদের সৈন্যের অনুমানে আসে?

সাজা। উজীর! তবে আপনাকে হৃদয়ের কথা বলি, মান নিয়ে লোদী ছুটতে পারে, কিন্তু প্রাণ নিয়ে ছুটেছি আমি।

আজফ্‌। এত অমঙ্গল চিন্তা, তুচ্ছ লোদীর ভয়ে এমন কাতরতা ভারত সম্রাটের শোভা পায় না।

সাজা। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। আপনি যেমন করে পারেন, লোদীর মালব-প্রবেশে বাধা দিন। দাক্ষিণাত্যের পাঠান সৈন্য

থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করুন। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাজাই লোদীর অনুগত। লোদী মালবে প্রবেশ মাত্রেই তাদের সাহায্য ভিক্ষা ক'রবে, তারাও প্রফুল্ল চিত্তে লোদীর সাহায্যে ছুটে আস্‌বে। তখন বিনা পানিপথে হিন্দুস্থান আবার পাঠানের হাতে ফিরে যাবে। উজীর, যাতে পারেন—ছলে, বলে, কৌশলে, লোদীর মালব-প্রবেশ বন্ধ করুন।

আজফ্‌। সম্রাট্‌, তা হলে বলি। আগরার রত্নসিংহাসনে আপনার কতটা আশা ছিল? তা হলে যে অদৃষ্ট আপনাকে দাক্ষিণাত্যের বন-থেকে ধরে এনে সিংহাসনে বসিয়েছে, সেই অদৃষ্টই আবার লোদীর মালব-প্রবেশ পথে দুর্লঙ্ঘ্য অচল মূর্ত্তিতে বাধা দিয়ে আপনার কি সহায়তা করতে পারে না? কৌশলে এখন খাঁজাহান লোদীর গতিরোধ করা বাতুলতা মাত্র। আপনি মনের আবেগে ছুটে আসছেন। সে আবেগে বাধা দেওয়া ভৃত্যের কর্ত্তব্য নয় বলে, আমি বিনা আপত্তিতে সঙ্গে এসেছি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শুনেছি খাঁজাহান তাঁর স্ত্রী কন্যাকে পরিত্যাগ করে পথ পরিষ্কার করেছে, সেই মুহূর্ত্তেই বুঝেছি খাঁজাহান মালবে পৌঁছেছে। মনে মনে তার বুদ্ধিমত্তার অসংখ্য প্রশংসা করেছি। লোদী বুঝতে পেরেছিল, বেগম কন্যাকে সঙ্গে রাখলে সে তাদের কিছুতেই রক্ষা করতে পারতনা। অথচ তাদের রক্ষা করবার বৃথা চেষ্টায় নিজের স্বাধীনতা নাশ অবশ্যম্ভাবী হ'ত।

সাজা। আমি কি এতই হীন উজীর, যে লোদীর পরিত্যক্ত পরিবারের মর্য্যাদা নাশ ক'রতুম।

আজফ্‌। অবশ্য মহানুভাব সম্রাটের কাছে তাদের কিছুমাত্র অমর্য্যাদা হ'তনা। কিন্তু তা হলেও তাদের মান রাখতে লোদীর ত কোন অধিকার থাকৃত না। সমস্ত বিষয়েই আপনার অনুগ্রহের উপর তাকে নির্ভর করতে হত। সুতরাং স্ত্রী কন্যার উপর তাদের আত্মরক্ষার ভার দিয়ে, সে আগ্রাতেই একরকম আমাদিগকে পরাজিত করেছে। এখন তার

পরাভব ঈশ্বরের হাত। আমি ত আশা একেবারেই পরিত্যাগ করেছি। লোদীকে বাধা দিতে আপনি নন, আমি নই, অগণ্য মোগল সৈন্য—তারাও নয়। বাধা দিতে সক্ষম একমাত্র তার দুরদৃষ্ট। তার কপাল যদি ভেঙ্গে থাকে সম্রাট্, তাহলে এমন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তাতেও তার উদ্ধার নাই। সম্রাট! ঈশ্বরকে স্মরণ করুন। তিনি ভিন্ন আপনার মর্য্যাদা আর কেউ রক্ষা কর্‌তে পারবে না।

(চরের প্রবেশ।)

সাজা। কি খবর ?

চর। জঁাহাপনা অতি সুসংবাদ! চম্বল নদীতে ভয়ানক বান এসেছে নদীর দুধারের দেশ একেবারে ভেসে গেছে। খঁাজাহান সমস্ত সৈন্য নিয়ে সন্ধ্যা থেকে এখনও পর্য্যন্ত বসে আছে—পার হতে পারেনি।

সাজা। উজীর!

আজফ্। আর উজীর কেন জঁাহাপনা, বলেছিত ঈশ্বর আপনার সহায়। ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়ে এই দণ্ডেই অগ্রসর হ'ন, খঁাজাহানকে খোদা মেরেছে। আসুন, সত্বর আসুন, ঈশ্বরদত্ত এ শুভফল ভোগ কর্‌তে বিলম্ব করবেন না।

সাজা। ঈশ্বর তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ।

চর। প্রাণের দায়ে নদী পার হ'তে লোদী নিজের বিশেষ ক্ষতি ক'রে ফেলেছে। তার অনেক সৈন্য বন্যার স্রোতে ভেসে গিয়েছে। উন্মত্ত লোদী পক্ক শ্মশ্রু ছিঁড়তে ছিঁড়তে অদৃষ্টকে, দরিয়াকে, এমন কি ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত গাল পাড়্‌ছে।

সাজা। উজীর ধন্য তোমার অনুমানশক্তি। বিদ্যুতের পিঠে চড়েও যদি লোদীর অনুসরণ করতুম, তবুও তাকে ধর্‌তে পারতুম না। খোদা তার এই অসম্ভব বেগ, তুমি নিজে এ গোলামের প্রতি দয়া ক'রে রোধ

করেছ। তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ! আর চম্বল! যেখানে তুমি আমার লক্ষ সৈন্যের কার্য্য ক'রে খাঁজাহানকে আবদ্ধ রেখেছ, তোমার সে পবিত্র ঘাটে আমি সোণার মসজিদ প্রতিষ্ঠা ক'রব।

আজফ। সেনাপতি? তার খবর কি?

চর। এতক্ষণ বোধ হয় লোদী সৈন্যের পৃষ্ঠস্পর্শ করেছেন। বিদ্যুতের বেগে সেনাপতি তাঁর অনুসরণ করেছেন।

আজফ। জাহাপনা! আপনি পশ্চাতে আপনার পলটন নিয়ে আসুন। আমি আর এক লহমা এখনে দেরি করতে পার্‌বনা। ঘন বনাকীর্ণ পার্ব্বত্য পথ—লোদীর দুর্দ্ধর্ষ তিনশত—আমি এখনি মহাবতের পলটনের সঙ্গে যোগ দিতে চল্‌লুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গুলনার ও আজিমত, রিজিয়া ও বাঁদি।

আজি। মা ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম করলে বোধ হয় ক্ষতি হবেনা।

গুল্‌। বিশ্রাম! কোথায় বিশ্রাম ক'রব বীর! সয়তানের অধিকার কি উত্তীর্ণ হয়েছ?

আজি। অন্ধকারে ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনা। চম্বলগর্ভে বালুকারেখা অদূরে দৃষ্ট হচ্ছে। আমরা অজ্ঞাত পথ অবলম্বন করেছি। কতদূরে চম্বল বুঝতে পারছিনা। সহচর ভাইদের একজনকে সন্ধানে পাঠিয়েছি।

গুল্‌। সে যতক্ষণ না ফিরে আসে, অন্ততঃ ততক্ষণ বিশ্রাম কর।

আজি। বিশ্রাম তোমার প্রয়োজন না হ'তে পারে, কিন্তু মা বালিকা রিজিয়া—সারা রাত্রি সারাদিন সমানভাবে আমাদের সঙ্গে আস্‌ছে—তাকে একটু বিশ্রাম কর্‌তে না দিলে সে যে বাঁচবে না মা!

গুল্। কি মা রিজিয়া, এখানে বিশ্রাম ক'রবি ?

রিজিয়া। কই বিশ্রামের কথা আমি ত কাউকেও কইনি মা !

গুল্। তোরা ?

বাঁদি। মোগলের দেশে আমরা বিশ্রাম ক'রবনা।

গুল্। উত্তপ্ত বালুকা ভূমিতে চলতে চরণ দগ্ধ হয় দেখে, তুমি কি আমাদের সেখানে শয়ন ক'রে বিশ্রাম নিতে বল।

আজি। তা হ'লে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পথের খবর না আস্‌ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, যতটুকু সময় পার, বিশ্রাম গ্রহণ কর।

গুল্। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীদুর্গের পতাকাতলে প্রসন্নসলিলা শিপ্রাতীরে তোমার পিতা আমার প্রভুর চরণপ্রান্তে আমাকে নিক্ষেপ করতে পারছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্রামের নাম মুখেও এনোনা আজিমত।

আজি। চিরদিন সুখে অভ্যস্ত তুমি—এরূপ দুর্দ্দশায় তুমি, তোমার কন্যা এমন কি তোমার বাঁদীরে পর্য্যন্ত কখনও :যে পড়েনি মা ! নিজের দৈহিক অবস্থাতে বুঝতে পার্‌ছি, তোমাদের অবস্থা কি হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে আগরা পরিত্যাগ করে এই অমানুষিক ক্লেশ স্বীকার ক'রে এত দূরে এসে পড়েছ, ভয় হয়, পাছে তোমাদের জীবননাশে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

গুল্। তাও ভাল, তথাপি বিশ্রামের কথা পরিত্যাগ কর। অঞ্জলি পুরে বিশ্রাম আমি আগরার পথে ছড়িয়ে এসেছি। বুঝ্‌তে পার্‌ছনা আজিমত, ক্ষুদ্র কাপুরুষেও যে কার্য্য ক'রতে কুণ্ঠিত হয়, তোমার বীর পিতাকে সেই কাজ করতে হ'য়েছে—শত্রুর মুখে স্ত্রী কন্যাকে ফেলে তাঁকে আগরা পরিত্যাগ করতে হয়েছে। তাঁর মনোবেদনা আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি বুঝ্‌তে পারবেনা। আমাকে দেখতে না পেলে, সমস্ত সাম্রাজ্যলাভেও তাঁর হৃদয়ের যন্ত্রণার অবসান হবেনা। মৃত হ'ক জীবিত হ'ক যেমন করে পার তাঁর পদপ্রান্তে আমার দেহকে উপস্থাপিত কর। শত্রু নিশ্চয়ই আমা-

দের অনুসরণ করেছে, যদি তারা এসে তোমাদের পৃষ্ঠ স্পর্শ করে তা'হলে আর পারবেনা।

আজি। তবে আর কেন, চলতে আরম্ভ কর।

গুল্। যাও রিজিয়া, যাও মা, আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।

বাঁদি। এস নবাবজাদী, প্রস্তুত হই।

(রিজিয়া ও বাঁদীর প্রস্থান)

গুল্। আজিমত! আমাদের যাত্রার কথা শুনে ওই দূরস্থা পার্ব্বতী প্রকৃতি হেসে উঠ্'ল কেন ?

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

১সৈ। নবাবজাদা!

আজি। কি ভাই ?

১সৈ। সব শেষ—চম্বলে বিষম বান।

আজি। বানে!

১সৈ। ওপর পাহাড়ে কোথায় প্রবল বর্ষা হয়েছে, নদী একেবারে ফুলে উঠেছে, প্রচণ্ড শব্দে জলরাশি ছুটে চলেছে।

গুল্। ঠিক হয়েছে, আজিমত্ চারিদিক থেকে অন্ধকার আমাকে গ্রাস করতে আস্‌ছে।

আজি। মা মা—কি হল মা!

গুল্। আসুক, ভয় কি আজিমত ? জিজ্ঞাসা কর, কেবল একবার অন্ধকারকে জিজ্ঞাসা কর, কোথায় তোমার পিতা ? কোথায় সহস্র রণজয়ী মালবেশ্বর ? চম্বল কখন তার পার হওয়া রোধ করতে পারেনি।

নেপথ্যে রণশব্দ। ২য় সৈনিকের প্রবেশ।

২য়,সৈ। নবাবজাদা! শত্রু—শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করুন।

আজি। শত্রু! অসম্ভব—আকাশের পাখী এরূপ বেগে পথ চলতে পারে না।

গুল্। আজিমত তুমি যাও।

আজি। কোথায়?

গুল্। তোমার পিতার কাছে। যদি তোমার পিতার আমাদের মত অবস্থা হয়, শত সৈন্যের শক্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করনা।

আজি। আর তুমি?

গুল্। আমাকে রেখে যাও।

আজি। কোথায়—কার কাছে?

গুল। হেথায়—আমার কাছে।

আজি। তা পার্‌বনা।

গুল্। আমি সঙ্কল্প করেছি, গলগ্রহ হ'য়ে তোমার পিতার গন্তব্যপথে বাধা দেবনা।

আজি। তা কিছুতেই পার্‌বনা—পিতার সম্মুখে তোমার সঙ্কল্প করা উচিত ছিল। পিতার শক্তিতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। দোহাই মা, পিতার সম্মুখে যদি কোন দিন উপস্থিত হ'তে পারি, আমাকে সেখানে হেঁটমুণ্ডে দাঁড় করিয়োনা।

(নেপথ্যে রণশব্দ।)

গুল্। ওই শত্রু এলো, পালাবার পথ চম্বল রোধ করেছে। কেমন ক'রে আমাদের রক্ষা ক'রবে?

আজি। সন্তানের শক্তির উপর একটু নির্ভর কর। এক মুহূর্ত্ত—দোহাই মা, একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে শত্রুর বল পরীক্ষা কর্‌বার অবকাশ দাও।

গুল্। বেশ, অবকাশ দিলুম।

(রিজিয়ার প্রবেশ।)

রিজিয়া। মা, আজ এত অন্ধকার কেন? আগরা ছেড়ে এতদূর ছুটে এলুম—সেখানে অন্ধকার দেখে ভয় পেলুম—এখানেও অন্ধকার! আজ অন্ধকার সঙ্গ ছাড়ছেনা কেন মা? কতকগুলো সৈন্যের কোলাহল শুনে প্রাণটা কেঁপে উঠ্'ল। ভয়ে চারদিকে চাইলুম, এক সূচীভেদ্য অন্ধকার আমার চোখের ওপরে পর্দ্দার মত পড়ে গেল। কেন মা, এমন অন্ধকার দেখ্‌লুম?

গুল্। এ পাপদেশ থেকে পুণ্যরবি অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে। আকাশের তারকারাজি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকেছে। রিজিয়া! রিজিয়া! পারবি?

রিজিয়া। কি পারব মা?

গুল্। বলতে রসনাকে কে যেন জোর করে টেনে ধ'রছে। রিজিয়া রিজিয়া! পার্‌বি?

রিজিয়া। তুমি অমন করছ কেন মা? কি পারব—কি করব?

গুল্। তুই নবাব খাঁজাহানের পরম প্রিয় কন্যা—জান্। তাই তোকে বল্‌তে পারছিনা।

রিজিয়া। তোমার না বলাতে আরও কষ্ট পাচ্ছি যে মা! মা! আমি কি অপরাধ করেছি?

গুল্। আমরা সবাই অপরাধী—খোদার কাছে অপরাধী। সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে। রিজিয়া! রিজিয়া! তোমার মহামান্য পিতা শক্তিমান্ মালবেশ্বর পাপিষ্ঠ সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে অপমানিত হয়েছেন। নিজের শৌর্য্যে সম্রাট্-সভা থেকে তিনি অপহৃত মান কেড়ে এনেছেন। এখন সেই মানের চাবি আমার হাতে। তোমার পিতা আমাকে সেই চাবি দিয়ে, আমাকে ফেলে, তোমাকে ফেলে, চলে গেছেন। রিজিয়া! কথা কইবার অবকাশ নেই।

রিজিয়া। শীঘ্র বল মা! আমাকে কি ক'রতে হবে। মান—মান মহৎ পিতার মান, বিলম্ব করনা মা! বল বল, আমায় কি ক'রতে হবে?

গুল্। মা হয়ে বল্‌তে পারছিনা! শত্রু অগণ্য সৈন্য নিয়ে আমাদের পাছু নিয়েছে। সামান্যমাত্র রক্ষী নিয়ে তোমার ভাই বিপন্ন।

রিজিয়া। তাই বল ম'রতে হবে। পিতার মর্য্যাদা রাখতে ম'রতে হবে। পাঠাননন্দিনী আমি ব'লতে সঙ্কোচ কেন, ভয় কেন? কখন ম'রতে হবে, কেমন করে ম'রতে হবে, শীঘ্র বল মা।

গুল্। অন্ধকারের ভিতর থেকে মৃত্যু চোরের মতন ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছে।

রিজিয়া। গ্রেপ্তার কর মা, মৃত্যুকে গ্রেপ্তার কর; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বল মা, পিতার মর্য্যাদা রক্ষা হবে, তোমার মর্য্যাদা রক্ষা হবে, ভাইয়ের মর্য্যাদা রক্ষা হবে, বংশের মর্য্যাদা রক্ষা হবে। ব্যাপার কি জানবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে, তবু কিছু জানতে চাইনা, কিছু শুনতে চাইনা। শুধু বল মা মর্য্যাদা, পিতার মর্য্যাদা, তোমার মর্য্যাদা, ভাইয়ের মর্য্যাদা, বংশের মর্য্যাদা।

গুল্। ভয় কি মা! আমি সঙ্গে যাব, কোলে নেব। স্বর্গের অনন্ত দীর্ঘ পথে তোমাকে বক্ষে নিয়ে মা ও কন্যা অনন্ত সঙ্গীত ধারায় তোমার পিতার জয় ঘোষণায় স্বর্গের গগন প্লাবিত ক'রব।

রিজিয়া। তবে লয়ে চল মালবেশ্বরী, আমাকে লয়ে চল।

তৃতীয় দৃশ্য।

পার্ব্বত্য অরণ্য।

খাঁজাহান ও সৈন্যগণ।

খাঁজা। আর কি, আমার কার্য্য আমি করেছি। মানুষে যা অনুমানেও না আন্‌তে পারে, তা হতেও অধিক করেছি ভোরে বেরিয়েছি, সন্ধ্যা না হ'তে শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করেছ, দুর্ল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালা, অন্ধকারময় বন, নদী জলা জঙ্গল, সহস্র বাধা, কিছুই ভ্রূক্ষেপ করিনি। শেষে গৃহের দ্বারের সমীপে এসে আমি নিশ্চল। অদূরে প্রতিকার—আমি শূন্য। চক্ষের সামনে বিঘত প্রমাণ স্থানের ব্যবধানে ঢলঢলায়মান সুধার সাগর, আর আমি তীরে পিপাসিত স্থাণুর ন্যায়, শুধু চক্ষের পলকে জীবনের অস্তিত্ব জানিয়ে প্রাণের জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছি। বাধা, একটু বাধা—একটী ক্ষুদ্র কণ্টকবনের ক্ষীণ রেখা—তুচ্ছ পিপীলিকারও লঙ্ঘনীয়, এ আমি পার হ'তে পার্‌লেম না? যে চম্বল-গর্ভের বালুকাস্তূপে পড়ে রৌদ্রদগ্ধ পথিক এক সময় জল জল ক'রে আকাশভেদী উচ্চ চীৎকারে নিষ্ঠুর নদীর মরুবক্ষে ইতস্ততঃ ছুটোছুটী করেছে, আজ সেখানে সাগরপ্রমাণ জলের রাশি নিয়ে পর্ব্বতভেদী তীব্র স্রোত। আকাশ মেঘশূন্য, তটভূমি নীরস, তরুলতা অর্দ্ধশুষ্ক, কিন্তু নদীতে বান! বিধাতার এমন বিড়ম্বনা তোমরা আর কখনও কি দেখেছ? খোদা! হতভাগ্য খাঁজাহানের মৃত্যুই যদি তোমার অভিপ্রায়, বেইমানের মর্য্যাদা রেখে তোমার একজন গোলামের গোলামকে অপমানিত লাঞ্ছিত দেখ্‌তেই যদি সাধ করেছিল, তবে বাদসার সভায় সেই অসংখ্য যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধে এই বৃদ্ধের দুর্ব্বল করে সহস্র মাতঙ্গের বল দিয়েছিলে কেন? এ আমার সব নষ্ট ক'রলে,

হাতের ফল মুখে তুলতে দিলে না! শুধু স্ত্রী কন্যা পরিত্যাগই আমার সার হল!

(সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈনিক। জল কম্‌লো না, আরও উত্তরোত্তর বাড়্‌ছে,এখন কর্ত্তব্য কি?

খাঁজা। খোদাদাদকে পাঠিয়েছি, সে যদি কোন উপায়ে একজন লোককেও পার ক'রে মালবে সংবাদ্‌ পাঠাতে পারে, তাহ'লেও একটা কর্ত্তব্য স্থির ক'রতে পারি। নইলে বাপ্‌, এখন কি কর্ত্তব্য তা ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। (খোদাদাদের প্রবেশ) মুখ দেখে বুঝতে পারছি খোদাদাদ, কিছু করে উঠ্‌তে পারনি।

খোদা। এক একজন ক'রে বার জনকে দরিয়ার গ্রাসে দিয়ে এলুম। আর সাহস হ'ল না। পরপারে কেউ পৌছিতে পারলে না।

১ম সৈনিক। জাঁহাপনা আমাকে আদেশ করুন, আমি একবার চেষ্টা করি।

খাঁজা। না ভাই, আর নয়। এ মহামূল্য জীবন আর আমি বৃথা নষ্ট হ'তে দিতে পারি না। এক একটী করে এই রকমে অর্দ্ধেক বল আমি নষ্ট ক'রেছি। আর পারি না।

(নেপথ্যে তোপধ্বনি।)

সৈন্য। ওই এলো জনাব।

খাঁজা। আরও আস্‌বে না? বহুক্ষণ পূর্ব্বেই আসা উচিত ছিল।

(২য় সৈনিকের প্রবেশ।)

২য় সৈনিক। জাঁহাপনা!

খাঁজা। বুঝ্‌তে পেরেছি।

২য় সৈনিক। আমরা সব প্রস্তুত হয়ে আছি,কি ক'রব আদেশ করুন।

খাঁজা। বাদসার সৈন্য কত, আন্দাজ করতে পেরেছ?

২য় সৈনিক। অসংখ্য।

খাঁজা। এখনও কত দূরে?

২য় সৈনিক। নিশেন উড়্ছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

খাঁজা। তাহ'লেত এসে পড়েছে। যাও তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

[সৈনিকের প্রস্থান।

(বেগে দরিয়ার প্রবেশ।

দরিয়া। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা!

খাঁজা। কি খবর!

দরিয়া। শিগ্গির আসুন, মেহেরবানী করে শিগ্গির আসুন। পারের উপায় করেছি। বন থেকে এক প্রকাণ্ড শাল কাঠ পেয়েছি। ভাসিয়েছি দুজনে পারে পৌছিতে পারবে। চলে আসুন।

খাঁজা। হা আল্লা! মৃত্যুমুখে প'ড়েছি। দন্তের পেষণে অর্দ্ধচূর্ণ হ'য়েছি, এখনও আশা! কি কর্ত্তব্য খোদাদাদ? পার হ'তে হ'তে যে শত্রু এসে পড়্বে।

দরিয়া। পড়্বে কি পড়েছে। জাঁহাপনা হুকুম, জলদি হুকুম।

(আজিমতের প্রবেশ)

আজি। পিতা! পিতা! মালব ঈশ্বর!

খাঁজা। কে ও আজমিত্!

খোদা। নবাবজাদা!

দরিয়া। নবাবজাদা! নবাবজাদা! তুমি এলে, আমাদের প্রাণী!

আজি। এস দরিয়া, এস খোদাদাদ—সকলে এস।

খাঁজা। কোথায়?

আজি। একবার আসুন পিতা--একবার আসুন।

খাঁজা। কোথায়?

আজি। মাকে দেখ্‌তে।

খাঁজা। কাপুরুষ! তুমি কি তোমার জননীকে দুস্‌মনের হাতে সঁপে দিয়ে আমাকে সংবাদ দিতে এসেছ!

আজি। দুস্‌মন কোথায় আপনি জানুন, আমরা জানিনা—মা আপনাদের আগে এসেছেন। এসে চম্বলের বানে আবদ্ধ হয়েছেন।

খাঁজা। ধন্য গর্ব্বময়ী – ধন্য রাণী! তুমি আজ সর্ব্বতোভাবে তোমার স্বামীকে পরাস্ত করলে। কিন্তু সব বৃথা হ'ল! খোদা! এ অপূর্ব্ব-নারীগৌরব অরণ্যের অন্তরালে সমাধিস্থ ক'রলে।

নেপথ্যে রণধ্বনি।

দরিয়া। ওই দুসমন এলো!

খাঁজা। কর্ত্তব্য খোদাদাদ?

খোদা। আর কর্ত্তব্য—কি বল্‌ব জনাব! হ'লনা—এ অপমানের প্রতিশোধ হ'ল না। দরিয়া—আয় ভাই—পিতা মা পুত্র—সকলে মিলে-- এই শিলাময় ভূমিতে চিরনিদ্রার শয্যা রচনা করি।

আজি। কিছু ক'রতে হবেনা ভাই, একবার তোমরা মাকে দেখে গন্তব্য পথে চলে যাও—আমরা কেউ তোমাদের বাধা দেবনা। পিতা একবার আসুন, একবার এসে মালবেশ্বরীর মান রক্ষা করুন।

খাঁজা। এ দীন হতভাগ্য হ'তে আর তার কি মান রক্ষা হবে আজি-মত! মান সে মানময়ীর অনুসরণ ক'রছে। আমাকে মুক্তি দাও। আমি একবার চম্বলের উন্মত্ত স্রোতে ঝাঁপ দিই—ফিরে আসি। মুসলমান কলঙ্ক সাজাহানের নাম দুনিয়া থেকে মুছে দিয়ে তোমার জননীর মান রক্ষা করি।

আজি। এক লহমার জন্য—দোহাই পিতা! লোদী বংশের মান।

পিতা পায়ে ধরি—একবার—দেখ্‌তে নয়, রাখ্‌তে। মান—লোদী-বংশের মান—থাকবে না—যাবে। না গেলে যাবে—তুমি দায়ী হবে।

খাঁজা। উন্মাদ কেন যাবে—কিসে যাবে? মান তোমার জননীর অনুসরণ ক'রছে—কে নষ্ট ক'রবে?

আজি। শৃগালে, কুকুরে, পিশাচে, শয়তানে—যাবে, নিশ্চয় যাবে।

খাঁজা। আরে পাগল ব'লছিস্ কি!

আজি। দেখে এস। এতক্ষণ বুঝি মা নেই।

খাঁজা। নেই!

আজি। নেই—মা নেই, ভগিনী নেই, বাঁদি নেই, কেউ নেই।

খোদা। জনাবালি, যত শীঘ্র পারেন একবার দেখে আসুন।

দরিয়া। এখনি জনাবালি, এখনি।

খাঁজা। স্থির হয়ে বল আজিমত। শয়তানেরা কি তাঁকে ধ'রতে পেরেছে। ধ'রে কি তাঁর উপর অত্যাচার ক'রছে?

আজি। দোহাই পিতা, এতক্ষণ অতিকষ্টে আপনার সঙ্গে কথা ক'য়েছি। আর পারব না। ইচ্ছা হয় যান—মা আপনার মান রেখেছেন, আপনা হ'তে যদি মালবেশ্বরীর মান যায়, সমস্ত দুনিয়া পেলেও এর পর আপনার আক্ষেপ যাবে না।

খাঁজা। তোমরা প্রস্তুত হও।

খোদা। আমরা পা বাড়িয়ে আছি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পার্ব্বত্য অরণ্য।

গুলনার।

গুল্। ধীরে! ধীরে! ফুল-সাজে—ফুল-হারে—আমার এ দেহ-তরণী ফুলে সাজিয়ে—আমার প্রভুর অনন্ত গৌরবের ঘর রচনা ক'রতে জীবননদী পার হ'য়ে, চিরসৌরভময় ফুলের রাজ্যে চলে যাব। তোরা কে যাবি সঙ্গিনী আয়, সময় বয়ে যায়। ধীরে! ধীরে! শয়তান দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে তীব্র দর্শনে চেয়ে আছে। তারে ফাঁকি দিয়ে—হুঁসিয়ার কেউ যেন না দেখ্‌তে পায়। কেউ যেন না শুন্‌তে পায়। কে যাবি আয়—ছুটে আয়।

(বাঁদীগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রিজিয়ার প্রবেশ।)

রিজিয়া। এই আমি প্রথম এসেছি মা!

গুল্। তাই ত মা তাই ত রিজিয়া! প্রথম গৌরব তুই আয়ত্ত কর্‌লি! আয় মা তোর বিদ্ধ বক্ষ আলিঙ্গন করি। পবিত্র রক্তধারা শুধু ধরণী শীতল ক'রবে কেন মা, মুহূর্ত্তের জন্য তোর জননীর বক্ষ শীতল করুক।

রিজিয়া। বল মা! পিতার মর্য্যাদা রক্ষা হ'ল। বল মা! মালবেশ্বরের সকল আপদ কেটে গেল। মা বাক্য রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছে। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, আকাশে কত দেবদূত যেন কোথা যাচ্ছে। কাকে যেন আন্‌তে যাচ্ছে। মস্তকে সোণার মুকুট, হস্তে সুবর্ণ দণ্ড—বাক্য রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে।

গুল্। আর বলবার প্রয়োজন কি মা? চল্ রিজিয়া, চল্। আমরাও শুভ্র কমল মালা হস্তে ল'য়ে ঐ শুভ্র আলোক-বসন দেবদূতগণের অনুসরণ করি।

রিজিয়া। বুঝ্‌তে পারছি, দেখ্‌তে পাচ্ছি, তারা—তারা—ভাই আজিমতকে, পিতাকে অভিবাদন ক’রতে চলেছে। আহা কি মোহন স্বর! মা! মা! কি অপূর্ব্ব প্রতিধ্বনি। একটা চম্বলতীরে—আর একটা বিন্ধ্য-শৈলশিখরে—বিজন ঘনারণ্য মাঝে! কি মধুর কি মধুর!—

গুল্‌। কে এই প্রথম পুণ্যপথ-যাত্রির অনুসরণ ক’রবি?

বাঁদীগণ। আমরা সকলেই ক’রতে প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

গুল্‌। যে বাধ্য হয়ে যেতে চাও সে এসনা? যে আশার কুহকে এ জীবনকে সর্ব্বস্ব জানে সে এসো না? যে উল্লাসে আস্‌তে পার সে এস—যে ছুরিকার লোল রসনার সম্মুখে গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত ক’রে আস্‌তে পার, সে এস।

বাঁদী। আমরা সকলেই এসেছি।

গুল্‌। তবে আর কেন—এস মরণ-শয়তানের আক্রমণে পবিত্রতাময় প্রীতি-আচ্ছাদন, এস—আমাদের স্বর্গ-স্বপ্নে আবৃত কর। ধীরে—ধীরে—পুষ্পগুচ্ছে অনন্ত পথ আবৃত ক’রে—ধীরে—ধীরে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পর্ব্বতের অপরাংশ।

খাঁজাহান ও আজিমত এবং সৈনিক।

খাঁজা। কই আজিমত, অন্ধকারে কিছুইত ঠাওর ক’রতে পারছি না। রাণী কই, কন্যা কই? একটা বাঁদীকেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।

সৈ। আসুন নবাবজাদা এইদিকে সন্ধান করি।

খাঁজা। আর সন্ধান করবার সময় নেই।

আজি। পায়ে ধরি জঁাহাপনা, আর একবার সন্ধান করুন।

খাঁজা। এই এত সন্ধান ক'রলুম, আর কত ক'রব, অন্ধকারে আর কোথায় তাদের খুঁজ্‌ব? আপনাদের বিপন্ন ও প্রস্থান নিরাপদ নয় জেনে, তারা আত্মরক্ষার জন্য হয়ত আগে থাকতেই চম্বলের গর্ভে চলে গেছে। সন্ধানে সময় নষ্ট, সন্ধান করা বৃথা। আর নয় আজিমত, কার্য্য পণ্ড ক'রনা।

আজি। জঁাহাপনা, আমি এই বনে করুণকণ্ঠ শুনেছি। একটা নয়, অনেক—সেই সঙ্গে মরণোন্মুখের আর্ত্তনাদ। পিতা নিশ্চয় এখানে কারা মরেছে। একজন নয়, দুইজন নয়, অনেক নারীকণ্ঠ। জনাব, নিশ্চয় আমার মা নেই—বাঁদীরে নেই—ভগিনী নেই—কেউ নেই। পায়ে ধরি পিতা সন্ধান করুন। মা আমার বেঁচে থাকলে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাকে থাকতে অনুরোধ করতুম না। পিতা, স্থির বিশ্বাস, তারা কেউ নেই। যদি তাঁদের মৃতদেহের উপর অত্যাচার হয়, পিতা, সহস্র ময়ূর-সিংহাসনেও যে সে ক্ষতিপূরণ হবেনা! পিতা, পায়ে ধরি সন্ধান করুন।

খাঁজা। রাণী, রাণী, যদি বেঁচে থাক, একবার দেখা দাও। একি আজিমত, এ শিলাতলে এত জল কিসের? একি—না না—এযে রক্ত! (হস্ত দিয়া মৃত্তিকা পরীক্ষা) আজিমত রক্তস্রোত।

আজি। পিতা মাতৃদেহের সন্ধান করুন।

খাঁজা। রাণী—রাণী—রিজিয়া—রিজিয়া!

[আজিমত ও খাঁজাহানের প্রস্থান।

আজিমত ও খাঁজাহানের পুনঃ প্রবেশ।

খাঁজা। সব গেলি! রাণী, রিজিয়া, বাঁদী, সব গেলি? দেখতে এলুম, একবার দেখার অপেক্ষা ক'রতে পারলিনি?

আজি। পিতা, এখন উপায়?

খাঁজা। উপায় আর কি? খোদাদাদকে চুপে চুপে সংবাদ দাও। সে যত শীঘ্র পারে, একটা প্রকাণ্ড কবর খনন করুক। প্রত্যেককে স্বতন্ত্র কবর দেবার আর সময় নেই। এক স্থানে সবাইকে রেখে যাই।

আজি। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

খাঁজা। রাণী মালবেশ্বরী! আমার সুখ দুঃখের চিরসঙ্গিনী! এই কি তোমার পরিণাম? সামান্যা রমণীর মত কুকুর শৃগালের ভক্ষ্য হ'তে, তোমাকে শুধু মাটী চাপা দিয়ে রেখে যাব! একটু প্রাণ ভরে কাঁদতে পাবনা? নয়ন-ভরা অশ্রু উপহার রেখেছি, তোমার সমাধিতে দান কর্‌তে পাব না? আর রিজিয়া! না থাক্‌, রমণীর মত ক্রন্দন কর্‌বার এ সময় নয়। রাণী মালবেশ্বরী, তুমি যেমন আজ লোদীবংশের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌লে, তোমার এই হতভাগ্য স্বামী যদি কখন সেইরূপ মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারে, যদি কখন সগর্ব্বে আবার আগরায় ফির্‌তে পারে, তবেই তোমার সঙ্গে দেখা। নইলে এই শেষ। তা হ'লে এই আমার হৃদয়-শোণিতের উপহার দরিদ্র খাঁজাহানের এই এক মাত্র সম্বল তোমার উদ্দেশে নিক্ষেপ কর্‌লেম। (গলার হার নিক্ষেপ) আর দেবার কিছুই নেই। রাণী - রাণী—আমার রাণী!

(দরিয়া ও খোদাদাদের প্রবেশ।)

খোদা। জাঁহাপনা!

খাঁজা। এস, শীঘ্র এস! ঘোর অন্ধকার! কোথায় রাণী, কোথায় রাজকুমারী, কোথায় বাঁদী, খুঁজে আলাদা করবার সময় নেই। সকলকে এক স্থানে সমাধিস্থ কর।

দরিয়ার প্রবেশ।

দরিয়া। জনাব! আর বিলম্ব কর্‌লে যে মান, প্রাণ, স্বাধীনতা সব যায়! মহাবত উজীর দু'জনে একত্র হ'য়ে আমাদের আক্রমণ করেছে— আমাদের পৃষ্ঠ-রক্ষীর সঙ্গে লড়াই বেধেছে।

খাঁজা। আজিমত্‌কে নিয়ে তোমরা চলে যাও।

আজি। কখন যাব না, আমি জাঁহাপনার হুকুম মান্‌ব না। আমি গিয়ে ক'রব কি?

খাঁজা। বুঝ্‌তে পারছ না—ওই দুই বেইমানের অন্তরালে সেই শয়তান অবস্থান ক'রছে। যদি একবার এই অন্ধকারে কোনও প্রকারে তাদের পশ্চাতে গিয়ে তার বুকে ছোরা মারতে পারি—

খোদা। জাঁহাপনা! অসম্ভব কথা কইবেন না। এ গোলামের নিবেদন,আপনি পার হ'ন! আমরা যতক্ষণ পারি গতিরোধ করি।

খাঁজা। খোদাদাদ! বৃদ্ধের প্রতি দয়া কর। সমস্ত হত্যা ক'রেছি আর পুত্র হত্যার পাপ বৃদ্ধের স্কন্ধে চাপিও না।

আজি। তা হ'তেই পারে না। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ এক কথা, প্রতিশোধ। একা মালবেশ্বর এক লক্ষ। মালবেশ্বর ফিরলে সব ফিরবে। পিতা, দোহাই পিতা, আমার মাতৃহত্যা, আমার ভগিনী হত্যা, তেজস্বিনী অগণ্য মুসলমানী—তাদের হত্যার প্রতিশোধ নিন্।

দরিয়া। জাঁহাপনা—হুকুম।

আজি। হুকুম আমার। আমি এ যুদ্ধের সেনাপতি। ভাই সব অগ্রসর হও, ঈশ্বরের নাম নিয়ে পিশাচ সৈন্যের গতিরোধ কর।

খাঁজা। তবে তাই কর। সব শোক পেলুম। পুত্র শোকই বা বাকি থাকে কেন? শান্তির চূড়ান্ত না হলেই বা তৃপ্তি কই! বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ,

তোমাদের এ মহত্বের প্রতিদান নেই। ধন্যবাদ্ দেব—কথা নেই। হতভাগ্য নবাব ভূমি স্পর্শ করে তোমাদের আজ সেলাম করে।

সকলে। জয় নবাবের জয়।

দরিয়া। খোদাদাদ! ভাই! একজনমাত্র লোক জাঁহাপনার সঙ্গে—যেতে পারে। তুমি জাঁহাপনার বহুদিনের সহচর। সঙ্গে তুমি যাও। বুঝতে পারছি মৃত্যু, বোঝা কেন—দেখ্‌তে পাচ্ছি মৃত্যু। ভাই, সাজাদাকে কোলে নিয়ে সুখের মৃত্যু মরবার আমার সাধ হ'য়েছে। খোদাদাদ, পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধ নবাবের তুমিই একমাত্র যোগ্য সহচর। আমরা মা আর ভগিনীদের সমাধিস্থ করি।

খোদা। তা কখনই হ'তে পারে না—দরিয়া, তুমি যাও।

দরিয়া। অস্ত্র ধর যে বাঁচবে সে যাও। ওস্তাদ! এস একবার তোমারই সঙ্গে যুদ্ধ করি।

খাঁজা। এস বাল্যসহচর, তুমিই আমার সঙ্গে এস। হুঁসিয়ার আজিমত! যাচ্ছ, কিন্তু বুঝে যাও। যদি আমার পার হবার সময় পর্য্যন্ত শত্রুকে বাধা দিতে না পার, অন্ততঃ তোমার জননী ভগিনীকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করবার সময় পর্য্যন্ত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর। হুঁসিয়ার! তোমার জননী, ভগিনীর মুখ, আর যে সকল বীররমণী তোমাদের মঙ্গলার্থে আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছে, তাদের মুখ যেন শয়তানে না দেখ্‌তে পায়।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চম্বল-তীর।

নেপথ্যে রণকোলাহল।

(পাঠান সৈন্যগণের প্রবেশ।)

১ম সৈন্য। মরণ—সুখের মরণ। এমন মরণ আর কে কোথায় পেয়েছে জানিনা। কিন্তু আমরা সকলে পে'তে চলেছি। হুঁসিয়ার ভাই হুঁসিয়ার! দুসমন্ কাতার কাতার। মুখ ফেরাবার উপায় নেই। শুধু মরবার উপায় আছে।

(দরিয়া ও আজিমতের প্রবেশ।)

দরিয়া। শুধু মরবার উপায় আছে। শত্রু কাতার কাতার, কিন্তু হুঁসিয়ার, যে একশো দুস্‌মন্ না মেরে মর্‌বে, তার মরণ পূর্ণ হবে না। সে দুনিয়ার সীমার পারে স্বর্গের সোণার পথে, আমাদের জাঁহাপনার প্রাণ এই নবাবজাদার সঙ্গ পাবে না। হুঁসিয়ার ভাই, হুঁসিয়ার! এই বেলা রন্ধ্রপথ অবরোধ কর।

আজি। দুস্‌মন্ না আস্‌তে আস্‌তে রন্ধ্রপথ অবরোধ কর। এস ভাই সব, এস দরিয়া! যুদ্ধের আরম্ভে আমরা শেষ জীবনের মত পরস্পরকে অভিবাদন করি। এর পর আর কেউ কাউকে দেখবার ফুরসত্ পাব না। নিজেকেও দেখবার ফুরসত্ পাব না। শুধু দুস্‌মনকে দেখ্‌ব, আর তার শির দেখ্‌ব। খোদা—খোদা! আমাদের জান্ নিয়ে নবাবের প্রাণ ও মান রক্ষা কর।

(সকলের প্রস্থান।)

নারায়ণের প্রবেশ্।

নারা। কি করলুম, জীবন খুঁজতে এলুম, জীবন আমাকে ফেলে দূর থেকে দূরে পালিয়ে গেল। নবাব দরিয়ায় জীবন ভাসিয়ে চলে যাচ্চে। সঙ্গী হীন আলোক হীন অবস্থায় বন্যা-তরঙ্গ-শিরে তীরস্থ তরুলতার অশ্রু জল উপহার নিয়ে, শুধু অদম্য প্রাণটীকে বুকে ধরে ভেসে যাচ্চে। আমি তাকে দেখতে এসে পথের মাঝে পঙ্গু। আমার সম্মুখে ত্রিশহাজার মানুষের পাঁচিল পড়েছে। তারা নবাবের তিনশত অটল হৃদয়কে চেপে মেরে ফেলবে। খোদা! সে পাঁচিল ভেদ করতে আমার শক্তি নেই। সুতরাং নবাবকে দেখা আর আমার ভাগ্যে ঘটল না। দাদাজির আশীর্ব্বাদ নিয়ে ছুটে এলুম, সে আশীর্ব্বাদ কি আমার বৃথা হ'ল। (নেপথ্যে রণশব্দ) ওই আরম্ভ হ'ল—ওই বিশাল অজগর ভীষণ দংষ্ট্রায় সিংহশিশুর পদস্পর্শ করেছে। নখরপ্রহারে ক্ষত বিক্ষত হবে, তবু সে তাকে গ্রাস ক'রতে ছাড়্‌বেনা। ঈশ্বর! মনের আবেগ মনেই রইল। অগ্রসর হ'তে পারলুম না।

(দাদাজির প্রবেশ।)

দাদাজি। তাইত মানুষইত বটে, একি আসল মানুষ, না আমার মত বন মানুষ। ওখানে লড়াই, দাদুমিয়া এখানে রেগে কাঁই। দুর ছাই, এ ত ভাল বালাই! এরা মারছে, ওরা মরছে। তাতে তোর প্রাণটা এত আই ঢাই করছে কেন! এ দুনিয়ায় কে মারছে? কে মরছে? যে মারছে সে মারছে, না যে মরছে সে মারছে!

নারা। বা! বা! একি দাদাজি মহারাজ! এই দারুণ চিন্তার সমস্যায় তুমি!

দাদাজি। তুই কে ভাই, তুই কি ভাই? কোথা ভাই, কেন ভাই?

নারা। কি দুর্ভাগ্য! অন্ধকারে দাদাজি আমায় চিন্‌তে পারলে না!

দাদাজি। চুপ করে কেন ভাই? কাছে লড়াই, তাই দেখে কি ভয় পেয়েছিস?

নারা। না, ভয় পাই নি। কিন্তু বিপন্ন হ'য়েছি। দূরে আমার আত্মীয় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। পথের মাঝে হঠাৎ যুদ্ধ বেধেছে। আমি লোক প্রাচীর ভেদ করে তার কাছে পৌছতে পারছি না।

দাদাজি। আত্মীয়—অপেক্ষায়—কত দূরে?

নারা। অতি নিকটে—বাহু প্রসারের ভিতরে। মধ্যে প্রাচীর—আমি উপস্থিত হ'তে পারছি না।

দাদাজি। আজ আর কেমন করে উপস্থিত হবি ভাই!

নারা। আজ যদি উপস্থিত না হতে পারি, আর তাকে পাব না।

দাদাজি। তাকে পেতে হবে?

নারা। আলবৎ পেতে হবে।

দাদাজি। বেশ, তবে হাত ধর্।

নারা। তারপর?

দাদাজি। আয় পাঁচিল টপ্‌কে চলে যাই।

নারা। তুমিও যাবে?

দাদাজি। কাজেই হাতখানেক তফাতে বসে আছে আশাতে। আজ দেখা না হলে আর দেখা হবে না। এত বড় দারুণ বিরহটা কাটাকাটির আড়ালে পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে? তাহলে চল ভাই, হাত ধরে নিয়ে যাই।

নারা। কেমন করে যাবে? যাবার পথ বাদসার সৈন্য দিয়ে রুদ্ধ হয়েছে।

দাদাজি। আর দূর ছোঁড়া, তোর মেটে বিরহ—হাই দিলে গলে যায়। যাবি বল্‌লি চল্, যাব বল্‌লুম চল্‌লুম্। কেমন ক'রে যাব, কেমন ক'রে বলব?

নারা। বেশ, হাত ধর।

দাদাজি। (হস্ত ধরিয়া হাস্য) আরে কেও! ঠাকুর, ব্রাহ্মণ, নারায়ণ—তুমি?

নারা। (নতজানু হইয়া) দাদাজি বুঝতে পারিনি। অহঙ্কারে গর্ব্বভরে একটা প্রতারক বালকের প্ররোচনায় আপনার অপমান করেছি।

দাদাজি। (নারায়ণকে তুলিয়া) বেশ করেছ। আবার অপমান কর। আর অপমান ক'রতে ক'রতে বল, কোথায় তোমার আত্মীয়।

নারা। আত্মীয় খাঁজাহান লোদী, পিতার প্রভু। চম্বলের স্রোতে একমাত্র সঙ্গী নিয়ে আমাকে একবার মাত্র দেখা দিয়ে বিদ্যুতের ন্যায় চলে গেল। আমি তীরে দাঁড়িয়ে দেখলুম সঙ্গ নিতে পার্‌লুম না।

দাদাজি। সঙ্গ নিতে চাও?

নারা। প্রাণ তার দাসত্ব করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে, কিন্তু কেমন ক'রে তার কাছে উপস্থিত হব মহারাজ! কেমন ক'রে এ ভীষণ চম্বল পার হব!

দাদাজি। দাস সম্মুখে আছি। ব্রাহ্মণ, আমাকে অনুমতি কর।

নারা। আপনি কেমন ক'রে পার হবেন মহারাজ?

দাদাজি। আমারও ভেলা আছে। অনুমতি কর, এখনি সে ভেলা চেপে পার হয়ে যাই।

নারা। তা'হলে আমাকেও সঙ্গে নিন।

দাদাজি। না ভাই, তা পারব না—পাহাড় চাপিয়ে ভেলা ভারি করতে পারব না। সে ভেলায় শুধু আমি পার হ'তে পারব। বল ঠাকুর, শিগ্‌গির বল। দেরী হ'লে পার হয়েও লাভ হবে না, লোদীকে খুঁজে পাবনা। বল বল।

নারা। আমি যে আপনার কথা বুঝ্‌তে পারছি না মহারাজ।

দাদাজি। এই বুঝিয়ে দিচ্ছি। বুঝিয়ে কেন, দেখিয়ে দিচ্ছি। আগে

এই অসিটে নাও—সম্রাট দেবতা, তার দান ফেলতে নেই। নাও, কোমরে বাঁধ, তারপর দেখ কেমন ক'রে দুরন্ত চম্বল পার হই, ভূদেব ভূদেব! এই ব্রাহ্মণের পদতরী।

নারা। কি করেন—কি করেন?

দাদাজি। এই ভেলা, ভবসাগর পারের সম্বল, ফচ্‌কে চম্বল করবে কি! নাও, দেখ—দেখ—বস্‌।

[প্রস্থান।

নারা। ঝাঁপ খেলে! এত বিশ্বাস! তাইত, চম্বল যেন মাথায় তুলে ধরলে যে! তবে আমি দাঁড়িয়ে কেন? তুমি ব্রাহ্মণ ভক্তি সম্বল করে জলে ঝাঁপ দিলে - আমি ভক্তের নাম স্মরণ করে জলে ঝাঁপ দিতে পারি না? দাদাজি মহারাজ দুর্ব্বল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নাও—বল দাও।

সপ্তম দৃশ্য।

চম্বলতীরস্থ প্রান্তর।

দরিয়া ও আজিমত।

দরিয়া। ক্রমে আমার জীবন ফুরিয়ে আসছে। নবাবজাদা, আর ত আপনাকে চম্বলের কাছে উপস্থিত ক'রতে পারছি না!

আজি। এতদুর এলে, চম্বলের কাছে এসে আমাকে হতাশ ক'রনা। দোহাই দরিয়া! এখানে ম'রনা, চম্বলের বুকে, আমাকে নিক্ষেপ কর। তারপর তোমাতে আমাতে হাত ধরাধরি ক'রে মরণের পথে চলে যাই।

দরিয়া। অনুরোধের কি অপেক্ষা রাখছি নবাবজাদা! বহুক্ষণ আমার মৃত্যু হয়েছে। শুধু দুস্‌মনের হাতে তোমাকে পড়তে দেব না

ব'লে, ভাঙ্গা খাঁচা নিয়ে এখনও চলে আসছি,—কিন্তু আর চলে না। শত স্থানে ছিদ্র কল্‌জের কবাট ভেঙ্গে গেছে—পাখী আর থাকে না—মুক্ত বাতাসে তাকে উড়িয়ে নিচ্ছে। খোদাবন্দ গোলামকে মাফ কর।

আজি। আমার জীবনের গতি নিবৃত্ত হবার জন্য চম্বলের তীর অপেক্ষা ক'র্‌ছে। এখানে সে নিবৃত্ত হবে না। এ দুস্‌মনের দেশ—এখানে ম'রতে পারব না। ইচ্ছা ছিল মালবের পবিত্র মাটীতে দেহ আচ্ছাদন ক'র্‌ব। তা যখন হ'লনা, তখন যে ঘাটে আমার পিতা মালবেশ্বর পার হয়েছেন, যেখানে তাঁর চরণ রেণু পড়েছে, সেইখানে আমাকে নিয়ে চল। আমি দেহ দিয়ে সে ঘাটের প্রহরী হয়ে থাকি। দোহাই দরিয়া! এখানে ঘুমিয়োনা আর একটু—আর একটু খানি পথ।

দরিয়া। (করজোড়ে) আমার হুজুর, আমার সর্ব্বস্ব! আর আমার কাছে কেঁদোনা। (নেপথ্যে কোলাহল)

আজি। ওই যে আস্‌ছে—ওই যে আমায় ধ'রতে আস্‌ছে—দরিয়া দরিয়া!

দরিয়া। হাত তুলে কাঁদ—ওপর চেয়ে কাঁদ।

আজি। কোথায় কাঁদ্‌ব—কার কাছে কাঁদ্‌ব? দশদিকের ভিতরে কেউ নেই—এক আছ তুমি। ওই এলো। (নেপথ্যে কোলাহল)

নেপথ্যে। কোথায় গেল,—কোন্ দিকে পালাল—ওই ওই ওই! পড়েছে—ধর ধর।

আজি। ওই ধ'রতে এল—তোমার বাহুর আবরণে থেকে আমি বন্দী হলুম! দরিয়া—দরিয়া!

দরিয়া। (তরবারি হস্তে তুলিয়া) কোথায় এ দুনিয়ায় কে আছ মেহেরবান্,—দরিয়ার তরোয়ারের সঙ্গে তার প্রাণের কামনা নাও, নিয়ে তার মনিবপুত্রকে রক্ষা কর।

নেপথ্যে। ধর্ ধর্ ধর্।

দরিয়া। মরণ কিনতে, বিনামূল্যে গোলামী নিতে কে আছ?

(সোফিয়ার প্রবেশ।)

সোফিয়া। এই যে আছি ভাই।

দরিয়া। ইয়া আল্লা! এস এস। এস রক্ষাকর্ত্তা, এস। তরোয়ার—তরোয়ার—এই নাও তরোয়ার।

সোফিয়া। দাও বীর, শীঘ্র দাও।

দরিয়া। হা আল্লা! একি হ'ল, বালককে রক্ষা ক'রতে একটা ক্ষুদ্র বালক এল!

সোফিয়া। হই বালক তাতে কি, এখানে দ্বিতীয় রক্ষাকর্ত্তা নেই—একমাত্র আমি। শত্রু চারিদিকে সন্ধান ক'রছে। তরোয়ার—তরোয়ার।

দরিয়া। মৃত্যু! তোর একি রহস্য!

সোফিয়া। মৃত্যু বন্ধু—রহস্য নয়। তরোয়ার—তরোয়ার—শীঘ্র তরোয়ার দাও, কুণ্ঠিত হ'য়ো না। বালক দেখে ভয় পেয়ো না। দাও তরোয়ার। তরোয়ারের সঙ্গে তোমার আকুল হৃদয়ের বেগ দাও, তোমার অটল প্রভুভক্তির শক্তি দাও, দুনিয়ার দুস্‌মন আমাকে দেখে পালিয়ে যাবে।

দরিয়া। এই নাও। (তরবারি দান)

সোফিয়া। ওঠ, নবাবজাদা ওঠ।

আজি। দরিয়া!

সোফিয়া। আবার দরিয়াকে কেন ভাই! দরিয়া যে এখন এই দেহ মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে। এখন কি আদেশ ক'রবে আমাকে কর।

আজি। কে আপনি?

সোফিয়া। আপনার ভৃত্য—

আজি। ভৃত্য ব'লবেন না—রক্ষাকর্ত্তা।

সোফিয়া। কেন ব'লব না নবাবপুত্র ?

আজি। আর কি আমার ভৃত্য আছে ?

সোফিয়া। সে কি পিতৃ-পরায়ণ! তোমার ভৃত্যের কি অভাব হয়! তোমার ভৃত্যত্ব ক'রবার জন্যই চম্বল আজ কূল ত্যাগ ক'রেছে। অগণ্য তারকাসনাথ গগন-মণ্ডল অন্ধকার প্রাচীর ভেঙ্গে, কোটী রশ্মি-বাহু বিস্তারে তোমাকে আলিঙ্গন ক'রবার জন্য ব্যগ্র হ'য়েছে! কিন্তু ভাই, আমি আজ তাদের চেয়ে ভাগ্যবান্। আমি সর্ব্বপ্রথম তোমার ভৃত্যত্ব পেয়েছি। এখন আদেশ কর, কোথায় যাব।

আজি। এমন মিষ্ট কণ্ঠ নিয়ে কোথা থেকে এলে পথিক!

সোফিয়া। সে সব বলবার সময় নেই। শত্রু পর্ব্বতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তোমার সন্ধান ক'রছে। উঠে এস নবাবপুত্র।

আজি। কবর থেকে উঠে ভগিনী রিজিয়া কি আমাকে আশ্বাসবাণী দিতে এলি ?

সোফিয়া। বেশ ভাই! তাই ব'লে যদি তৃপ্তি পাও, বল ভাই! আমি রিজিয়া। বল আমাকে রিজিয়া বল। কোথায় তোমাকে নিয়ে যাব আদেশ কর—বিলম্ব ক'রনা।

আজি। তবে আমাকে তোল।

সোফিয়া। কোথায় যাব বল।

আজি। আর কোথায় নিয়ে যাবে, আমার মৃত্যু সন্নিকট, আমায় চম্বলের তীরে নিয়ে চল।

সোফিয়া। চল ভাই।

পটক্ষেপ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমরপ্রাঙ্গণ।

মহাবত ও সৈন্যগণ।

মহা। যুদ্ধের শেষ রেখ না, অগ্রসর হও। খাঁজাহান শুধু অবশিষ্ট, তাকে বন্দী কর।

১ম সৈন্য। খাঁজাহান চলে গেছে। নদী পারে চলে গেছে, এ তাঁর পুত্র।

মহা। চলে গেছে, এত সৈন্যে তার গতি রোধ ক'র্‌তে পারলে না।

১ম সৈন্য। না জনাবালি! পুত্র আজিমত প্রাণ দিয়ে তার মান রেখেছে।

২য় সৈন্য। না হুজুর এখনও বেঁচে আছে। ওই যাচ্ছে ওই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মহা। কি দেখ্‌ছ ছুটে যাও, তাকে বন্দী কর।

২য় সৈন্য। আর একটা বালক কোথা এসে তাকে নিয়ে যাচ্ছে।

মহা। আর একটা বালক? তোরা ঠিক দেখেছিস্।

২য় সৈন্য। ওই আবার দেখা যাচ্ছে। ওই উঠছে, ওই নামছে, ওই মিলিয়ে গেল।

মহা। বালক! বালক! হোক্ বালক, শত্রুর শেষ রেখনা। ছুটে যাও, বন্দী কর, যেতে দিওনা।

সকলে। চল চল।

[সকলের প্রস্থান।

(সাজাহান ও আজফের প্রবেশ।)

আজফ। দেখ্ ভাই সব! শক্র ব'লে অমর্য্যাদা কর না। যে প্রাণ শূন্য তাকে কবর দাও, আর যার প্রাণ আছে, শিবিরে নিয়ে গিয়ে যত্ন পূর্ব্বক তার শুশ্রূষা কর।

সাজা। সে ত ঠিক কথা।

আজফ। সম্রাট! গোলামের একটী অনুরোধ।

সাজা। কি বলুন।

আজফ। অনুরোধ নয় জাঁহাপনা, ভিক্ষা।

সাজা। কি বলুন।

আজফ। আজিমত্ লোদী যেখানে দেহত্যাগ করেছে, সেখানে একটী মস্জিদ্ নির্ম্মাণ।

সাজা। এর জন্য এত শঙ্কিত ভাব কেন উজীর? সাজাহানই কি বীরের মর্য্যাদা রাখ্তে জানে না। আগরার সিংহাসনই কি তার চরম লক্ষ্য। মহানুভব দিল্লীশ্বর আকবর ভারতের হিন্দু মুসলমানের হৃদয়ে যে অবিনশ্বর আসনের প্রতিষ্ঠা করে গেছে, তার পৌত্রের কি সে আসনের একপ্রান্তে একটু ক্ষুদ্র স্থান পাবারও উচ্চাভিলাষ নাই?

আজফ। দিল্লীশ্বর আকবর পৌত্রের মহানুভাবতার সন্দেহ থাক্লে গোলাম তাঁর সম্মুখে আজিমতের নাম তুলতেই সাহস ক'রত না।

সাজা। বীরশ্রেষ্ঠ আজিমতের পিতৃ জীবন রক্ষার জন্য এই অসাধারণ আত্মোৎসর্গ, ভবিষ্যতের লিপিচিত্রে সুবর্ণের উজ্জ্বলতায় যখন প্রতি মানব হৃদয়ে প্রতিফলিত হবে, তখন ক্ষণজীবী সাজাহান থাকবে কোথায়? আজিমতের এ কর্ম্মক্ষেত্র মুসলমানের হল্‌দীঘাট—চিতোর-রাজ প্রতাপসিংহের লীলাভূমির ন্যায় পবিত্র। সম্রাট্ সেখানে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করে। উজীর আমায় বল্‌ছেন কেন? আজিমতের শোণিতপাতে যে

স্থান পবিত্র হয়েছে, সেখানে আপনি নিজের মনের মতন করে ঈশ্বরোপাসনার স্থান প্রস্তুত করুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুষ্পমালা শোভিত সমাধিস্তূপ।

সোফিয়া।

সোফিয়া। ভাসিয়ে দিলুম, ভাসিয়ে দিলুম জলে। সোনার কমল! নিয়তি অকালে তোমার বৃন্ত ছিঁড়ে দিয়েছে। শত্রুতার উত্তপ্ত ঝঞ্ঝা তোমাকে শুষ্ক করবার জন্য, তোমার কোমল কিশলয়কে আঘাত ক'রতে আসছে। যাও কমল ভেসে যাও, স্রোতস্বিনী তোমার বাহন। প্রবল স্রোত প্রেমাকর্ষণ। তোমার অগ্রগামিনী জননীর সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ ক'রে তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য তোমাকে টান্‌ছে। যাও কমল, ভেসে যাও! একমুহূর্ত্ত দেখা দিয়ে তোমার ভগিনীর সঙ্গে চিরজীবনের সম্বন্ধ বাঁধিয়ে লোদীবংশের শুভ্র যশের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ, যাও কমল, ভেসে যাও। স্বার্থপর শয়তানে আর যেন তোমাকে দেখ্‌তে না পায়। ঊষার রক্তিমরাগে স্নাত হ'য়ে নবজাগরিত পাখীর উল্লাস গানে আবাহিত হয়ে, নবপ্রভাতে স্বর্গতটিনীতটে অনন্তকালের জন্য বিশ্রাম লাভ কর। বেইমানের আকাঙ্ক্ষা-দৃপ্ত তাড়না আর সেখানে পৌছিতে পারবে না। তার মর্ম্মভেদী উল্লাস কোলাহল আর তোমার কর্ণ স্পর্শ ক'রতে পারবে না। যাও ভাই, যাও—অকূল অনন্ত তটিনী শেষে ভেসে যাও। এই আমি রজতপুষ্পহারে তোমার জননীর সমাধিস্তূপ সজ্জিত ক'রলুম। শুভ্র যশের অনন্ত ডোরে সে তোমার মায়ের মমতার সঙ্গে বদ্ধ হ'ক। জাগ মা সুনিদ্রিতে! তোমার সন্তানের গৌরবগীতে তোমার কর্ণ সুশীতল কর্‌বার

জন্য ব্যাকুল হ'য়ে তটিনী তোমাকে স্পর্শ কর্‌বার জন্য ফুলে উঠেছে। মা, শান্তিময়ী ধরণীগর্ভে বিশ্রাম নিতে নিতে একবার জাগ।

(সৈনিকগণ ও মহাবত)

মহা। আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আজিমত বোধ হয় মৃত্যুর পূর্ব্বে চম্বলে ঝাঁপ দিয়েছে।

সৈ। কিন্তু জনাব সেই বালক—সেও কি আজিমতের সঙ্গে নদীতে ঝাঁপ দিলে!

মহা। কে বাল্‌ক—কি বালক? তোমরা কি বলছ বুঝতে পার্‌ছি না। এ প্রবল রণাগ্নি-মুখে কোথা থেকে বালক কেমন করে আস্‌বে!

সৈ। জনাব মিথ্যা কইনি—দৃষ্টি ভ্রম নয়—ঠিক দেখেছি।

মহা। হ'তে পারে—আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না। কিন্তু একি মিয়াসাহেব—এখানে এত রক্ত কিসের!

সৈ। তাইত জনাব, এখানে কিসের রক্ত!

মহা। শিলাতল রক্ত-নিষিক্ত—লতাগুল্ম রক্তনিশ্বাসে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে দিলে। কিসের রক্ত—নদীতীরস্থ বিচিত্র শৈলকুঞ্জে এ রক্তস্রোত কে প্রবাহিত কর্‌লে!

সোফিয়া। কে করলে?

সৈ। ওই, জনাব ওই।

মহা। কে তুমি বালক?

সোফিয়া। আপনার পূর্ব্ববন্ধু খাঁজাহান লোদী আগরায় এসেছিল। প্রণয়-পিপাসায় তাড়িত হ'য়ে আপনার গৃহে অতিথি হয়েছিল। তার গৃহে রক্তনদী কে বহিয়ে দিলে সেনাপতি?

মহা। য়্যাঁ য়্যাঁ—কে—কে—সো—সো—

সোফিয়া। হুঁসিয়ার! লোদীর পবিত্র অন্তঃপুর—তার মহীয়সী রাণী

এই মৃত্তিকা স্তূপমধ্যে তার বীরস্বামীর মর্য্যাদার উপাধানে মাথা রেখে বিশ্রাম ক'রছেন। হুঁসিয়ার, যদি মর্য্যাদার সামান্য মাত্রও বোধ আপনাদের থাকে, তাহ'লে আর অগ্রসর হবেন না।

(আজফের প্রবেশ।)

আজফ। সেনাপতি! সম্রাটের আদেশ—চম্বলের জল হ্রাস হ'তে আরম্ভ হয়েছে—সুতরাং আর এখানে বিলম্ব করিবার কিছু প্রয়োজন নেই।

মহা। চম্বলের সমস্ত জলরাশি প্রস্তর তুল্য কঠিন হ'য়ে, ওই দেখুন আমার পথ রোধ করেছে।

আজফ। তাইত! একি! এ কি দেখালেন মহাবত খাঁ!

মহা। বুঝ্‌তে পারলেন না হুজুরালি?

আজফ। বুঝ্‌তে পেরেছি। শক্তিমান খাঁজাহান সম্রাটের বক্ষে চিরদিনের জন্য জয়স্তম্ভ প্রোথিত ক'রে চ'লে গেছেন। সমাধি-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ও বালকটী কে?

সোফিয়া। (ছুরিকা নিজ বক্ষে সংলগ্ন করিয়া) মন্‌সব্‌দার!

আজফ। প্রয়োজন নেই—পরিচয় জান্‌তে চাই না ভাই।

মহা। আর কি আমাকে তার অনুসরণ করিতে হুকুম করেন?

আজফ। না জনাবালি, আর পারি না। সম্রাটের কাছে স্বাধীনতা দিয়েছি, কিন্তু ইমান দিইনি। খাঁজাহান আপনার পরম বন্ধু—আমি আর বল্‌তে পারি না। যান্—আগরায় ফিরে যান—এ ভগ্ন গৃহ চূর্ণ ক'রতে মোগল সেনাপতির আর প্রয়োজন নেই। বীর খাঁজাহান! যুদ্ধের প্রারম্ভে আমারই দুর্গমুখে আমি তোমার কাছে প্রথম পরাভূত হ'য়ে মস্তক অবনত ক'রলুম।

(মহাবত-ও সোফিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মহা। এস মা চলে এস।

সোফিয়া। কোথায় পিতা ?

মহা। আর কেন ঘরে চল।

সোফিয়া। এই মোগলের গৃহমুখে! পিতা আপনিও লোদীর উপর মনে প্রতিহিংসা পোষণ করেছেন। আসুন পিতাপুত্রীতে খাঁজাহানের দাসত্ব ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করি।

মহা। আমি যে এখন শক্তিহীন মা!

সোফিয়া। ও কথা মুখেও আনবেন না। পিতা! শুনেছি অনন্ত শক্তির আধার সূর্য্যবংশে আপনার জন্ম। আমি তার কন্যার অধিকারিণী হ'য়ে সাহস ক'রছি, আপনি পারবেন না!

মহা। তুমি পারবে—আমি পারব না।

সোফিয়া। আমি পারব।

মহা। তোমায় দেখে বিস্ময় জাগছে—পূর্ব্বস্মৃতি জাগছে—রবি-প্রতিভা দীপ্তিমতী হ'য়ে আমাকে আশ্বাসের লেখা পাঠ করাচ্ছে।

সোফিয়া। বলুন পারব।

মহা। পারবে।

সোফিয়া। অনুমতি করুন, আপনাকে এই মহাপাপের কলঙ্ক হ'তে মুক্ত করবার চেষ্টা করি।

মহা। তবে শুন সোফিয়া, অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। যদি তুমি এই সূর্য্যবংশ-কলঙ্কের কালিমা-মোচনে সমর্থ হও, তাহ'লে সূর্য্যের দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে ব'লব, তুমি এই স্বধর্ম্মত্যাগী নরাধমের উদ্ধারার্থে অবতীর্ণা সাবিত্রী।

সোফিয়া। পিতা—মহানুভব পিতা! হিন্দুর অভিবাদন জানিনা—আপনাকে সেলাম করি। রাণী! রাণী! বাঁদীর দাসত্ব অঙ্গীকারের প্রথম ও শেষ উপঢৌকন গ্রহণ কর।

তৃতীয় দৃশ্য।

নগর-প্রান্ত।

নাগরিকগণ।

১ম নাগরিক। তাই ত এ ক হ'ল ভাই! আমাদের নবাব সপরিবারে আগরার দরবারে গেল, এদিকে বাদসার পল্‌টন এসে সহর দখল ক'রলে। কেউ বাধা দিলে না, কেউ একটা কথা কইলে না। কেল্লা থেকে একটাও কামানের আওয়াজ হ'ল না।

২য় নাগ। আমরাও ত দেখছি, কিন্তু কেউ ত কিছু বুঝতে পার্‌ছিনা। কেল্লাদার মুখ বুজে কেল্লার দোর খুলে দিলে। চুপে চুপে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মোগল পল্‌টন্ কেল্লার ভেতর ঢুকে গেল, চক্ষের নিমেষে দুৰ্দ্ধর্ষ বীর খাঁজাহানের মালোয়া মোগলের হাতে চলে গেল।

(তৃতীয় নাগরিকের প্রবেশ।)

৩য় নাগ। হুঁসিয়ার! কেল্লাদার বিনাবাক্যব্যয়ে কেল্লা মোগলের হাতে ধ'রে দেয়নি। সাতদিন পর্য্যন্ত সে মোগলকে সহরে প্রবেশ ক'রতে দেয়নি। সাতদিন পর্য্যন্ত সে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা ক'রলে। সাত দিনের মধ্যে যখন নবাব এলনা ও এমনকি আগরা থেকে একটা প্রাণী ফিরে এসে তাঁর সংবাদ দিলে না, তখন তার মনিবের মনিব বাদসার শত্রুতা করা যুক্তি যুক্ত মনে না ক'রে কেল্লাদার কেল্লার ফটক খুলে দিয়েছে।

১ম নাগ। নবাবের কি হ'ল?

৩য় নাগ। নবাবের সংবাদ এখনও পর্য্যন্ত কেউ ব'লতে পার্‌ছে না। কোথায় আমাদের নবাব এখনও পর্য্যন্ত কেউ সন্ধান ক'রতে পারেনি। কেউ ব'লছে, তিনি আগরায় গিয়ে বন্দী হ'য়েছেন, কেউ ব'লছে তিনি দেশে ফিরে আস্‌তে সপরিবারে চম্বলের বানে ভেসে গেছেন।

২য় নাগ। প্রথমটাই বেশী সম্ভব, চম্বলের বানে ভেসে যাওয়া সম্ভব নয়। তাহ'লে কি, যে তিনশত বাছা সৈন্য নবাবের সঙ্গে আগরায় গেছে, তারা সকলেই নবাবের সঙ্গে ভেসে গেল! এ দুর্দ্দশার কথা ব'ল্‌তে একটা প্রাণীও কি মালোয়ায় ফিরে আস্‌তে পার্‌লে না?

১ম নাগ। ঠিক বলেছ তা সম্ভব নয়, তাহ'লে নবাব বন্দী। কিন্তু কি অপরাধে আমদের নবাব বন্দী?

(নারায়ণের প্রবেশ।)

নারা। কি—বন্দী! কোন্ কম্‌বক্ত বলে বন্দী, নবাবকে বন্দী করে এমন শক্তি দুনিয়ায় কার আছে?

১ম নাগ। কে আপনি?

নারা। সে পরিচয় আমার মৃতদেহকে জিজ্ঞাসা করিস্। এখন যা ক'রতে ব'লব, তা পার্‌বি?

১ম নাগ। কি পারুব, হুকুম করুন।

নারা। নবাবের সন্ধান ক'রতে।

সকলে। কোথায় আমাদের নবাব?

নারা। তা জানিনা, কোথায় নবাব সন্ধান ক'রতে হবে। নবাব আগরায় নিমন্ত্রিত হ'য়ে নিষ্ঠুর বাদসা কর্ত্তৃক অপমানিতলাঞ্ছিত হ'য়েছেন, কিন্তু তিনি সিংহবিক্রমে সকল দরবারীকে পরাস্ত ক'রে আগরা ত্যাগ ক'রেছিলেন। কিন্তু কি ব'লব ভাই, নসীব তাঁকে দেশে পৌঁছিতে দিলে না। তাঁর স্ত্রী মরেছে, কন্যা মরেছে, সমস্ত বাঁদী মরেছে—পুত্র যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে—তিন শত বাছা সৈন্য কতক স্থলে শুয়েছে; কতক জলে ডুবেছে।

সকলে। ও ভগবান্, কি ব'ল্‌লে?

নারা। নবাবের সন্ধান ক'র্‌বি, না এইখানে দাঁড়িয়ে কোথায় নবাব ব'লে চীৎকার ক'র্‌বি।

১ম নাগ। কে আপনি?

নারা। প্রশ্ন ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করিস্‌নি—কে আমি জেনে তোদের প্রয়োজন কি? যে আমি সে আমি। কোথায় নবাব জান্‌তে ব্যাকুল হ'য়েছিস্‌, তাই সংবাদ দিচ্ছি। যদি স্ত্রীলোকের মতন কাঁদতে দুনিয়ায় এসে থাকিস্‌, তাহ'লে এইখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার কর। যদি পুরুষত্বের গর্ব্ব রাখিস্‌, তাহ'লে কোথায় নবাব সন্ধান কর।

২য় নাগ। নবাব বেঁচে আছে?

নারা। আছে কি না আছে ভগবান্‌ জানেন। নবাব চম্বলের স্রোতে ঝাঁপ দিয়েছে—আছে কি না আছে ঈশ্বর তুমি জান। আমি তাঁকে খুঁজতে চলেছি।

১ম নাগ। কি'রে, এঁর সঙ্গে খুঁজ্‌তে যেতে পার্‌বি?

নারা। খুঁজ্‌তে সাহস থাকে আমার সঙ্গে আয়। নইলে মিছে পথের ধারে কি হ'ল কি হ'ল ব'লে কাঁদিস্‌ নি। কাপুরুষ মিত্রের রোদনের চেয়ে পুরুষ শত্রুর উল্লাস শ্রুতিসুখকর। আমাদের নবাব কোথায় খুঁজতে পার্‌বি।

২য় নাগ। পার্‌ব।

সকলে। আল্‌বৎ পার্‌ব।

নারা। শুধু পার্‌ব বললেই হবে না। বল্‌বার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা কর্‌, সন্ধান না নিয়ে জীবন থাকৃতে ফির্‌ব না।

১ম নাগ। তাইত আপনি আপনি! দেওয়ান পুত্র?

নারা। দেওয়ান? কার দেওয়ান? আগে আমাদের রাজার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা কর। যদি ক'রতে পারিস্‌, তবে আমাকে ওই বলে ডাকিস্‌। নতুবা আর আমাকে রহস্য করিস্‌নি। আমি এখন লাঞ্ছিত ভিখারীর অতি লাঞ্ছিত ভৃত্য—দেওয়ান পুত্র নই।

২য় নাগ। কি'রে, প্রতিজ্ঞা কর্‌তে পার্‌বি?

নারা। যে এইখান থেকে যেতে পার্‌বি, সে প্রতিজ্ঞা করুক। যার পরিবারের সঙ্গে দেখা করবার সাধ আছে, যার পুত্র কন্যার মুখ দেখবার লালসা আছে,সে চলে যাক্—আর আমি বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না।

১ম নাগ। শুধু হাতে যাব! অস্ত্র নেব না!

২য় নাগ। শুধু হাতে কোথায় যাবি মূর্খ! দেবতার কথা শুনে বুঝ্‌তে পার্‌ছিস না।

নারা। রমণী কিম্বা বালকের অনুসন্ধান নয়—বীরের অনুসন্ধান।

২য় নাগ। শুধু হাতে কোথায় যাবি ভাই?

১ম নাগ। ফি'রে পার্‌বি?

সকলে। পার্‌ব।

নারা। তবে বলি .শোন্—এই ক্ষুদ্র পিপীলিকা শক্তি—সম্মুখে প্রচণ্ড অভ্রভেদী অচল—আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি আমাদের রাজার অপমানের প্রতিশোধ নিতে সেই অচলের বুকে দংশন কর্‌ব।

২য় নাগ। বুঝ্‌তে পেরেছি প্রভু কে সে—হ'ক সে অচল—পিঁপড়ের কামড়ে অচলকে সচল কর্‌ব। মুখের বিষে তাকে জর্জ্জরিত করে দেব।

সকলে। গলিয়ে দেব।

নারা। তবে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এখনি প্রস্তুত হ'য়ে এস—আর আর যে আস্‌তে চায়, তাদের সঙ্গে নিয়ে এস। শুনে রাখ, এই আমার প্রথম বাহিনী—এই আমার শেষ—যদি বাঁচি তোদেরই এ জীবনের সঙ্গী কর্‌ব। যদি মরি, তোদের দেহের উপাধানে মাথা রেখে শয়ন কর্‌ব।

১ম নাগ। প্রভু,তাহ'লে আমরা দাসত্ব নিবেদন করি—গ্রহণ করুন।

নারা। যাক্, আমার প্রথম কার্য্য সফল হ'ল। পথে পথেই সৈন্ত গঠন হ'য়ে গেল। পিপীলিকা—যথার্থই সম্রাট্, সাজাহানের তুলনায় আমি পিপীলিকা। কিন্তু নারায়ণ, ক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রতি তোমার যে অগাধ করুণা তা আমি অনুভব ক'রেছি। সেই প্রচণ্ড স্রোতে মনের

আবেগে আমি ঝাঁপ খেয়েছিলুম। তুমি আমাকে চম্বলের বুকে অতি লঘু পিপীলিকার মত ভাসিয়ে আমাকে পার ক'রে দিয়েছ। কিন্তু দেখো করুণাময়, ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে সিন্ধু পার করিয়ে তাকে যেন ভেকের ভক্ষ্য হ'তে দিওনা।

চতুর্থ দৃশ্য।

উজ্জয়িনী-পথ।

খোদাদাদ ও খাঁজাহান।

খাঁজা। উজ্জয়িনী উজ্জয়িনী! আমার চির আশ্রয়দাত্রী উজ্জয়িনী! আমি এসেছি।

খোদা। দোহাই জাঁহাপনা, উন্মত্তের মত ছুটবেন না।

খাঁজা। এসেছি, কিন্তু একা। প্রবেশ মুখে উজ্জয়িনী, আমার পদ আমার দেহ অবশ হয়ে আস্‌ছে—আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি হচ্ছে না। উজ্জয়িনী আমি একা। তোমার বক্ষে জন্মগ্রহণ করে, যে দু'টী বালক বালিকা আশৈশব তোমার বক্ষে নৃত্য করেছে, তারা আসেনি—যার কনকাঙ্গুলিতে নিত্য তুমি পূজিত হ'য়েছ, যার মধুর হাসিকে তুমি তোমার উদ্যানের কুসুম লতায় পরিণত ক'রেছ, আমার সে রাণী—আমার সে রাণী—উজ্জয়িনী! সে আসেনি! আমি একা, মরুভূমি বক্ষে জ্বলন্ত বালুকা সাগরের মধ্যে খর্জ্জুর পাদপের মত আমি একা। কিন্তু তুমি আমাকে স্থান দাও। তুমি আমাকে স্থান দিলে, শোন উজ্জয়িনী, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'লছি, আমি পাষণ্ড সাজাহানের ছিন্নমুণ্ড তোমাকে উপহার দেব। স্থান দাও উজ্জয়িনী, আমাকে স্থান দাও।

খোদা। দোহাই প্রভু আত্মহারা হবেন না।

খাঁজা। আত্মহারা—আমি আত্মহারা—দোহাই খোদাদাদ, আমায় মূর্খ বল, অতি বিশ্বাসী বুদ্ধিহীন বল, আত্মহারা বলিস্‌নি। আমি পার হ'য়ে একবার চম্বলের পানে চেয়েছিলুম। দৃষ্টিমাত্রে উন্মত্ত চম্বল রক্তস্রোত রূপে আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পলে পলে আমার কাণে কাণে ব'লছে, যদি কখন সাজাহানের রক্ত দিয়ে আমার এই রক্ত ধৌত ক'রতে পারিস্, তবেই আবার আমি নির্ম্মলসলিলা হ'য়ে ধীর তরঙ্গে প্রবাহিতা হব, নইলে চির উন্মত্ত রক্ত তরঙ্গ নিয়ে আমি, তোর বক্ষ মধ্যে অধিষ্ঠান করলুম্। খোদাদাদ! ঘাত প্রতিঘাতে আমার বুক ভেঙ্গে গেল—বুক ভেঙ্গে গেল। আর সহ্য ক'রতে পারি না। উজ্জয়িনী উজ্জয়িনী!

(নারায়ণের প্রবেশ।)

নারা। ঠিক পেয়েছি, ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন। দোহাই নবাব আর অগ্রসর হবেন না।

খাঁজা। কে তুমি কে তুমি?

নারা। যেই হই, আমার বাক্য রক্ষা করুন।

খাঁজা। চোপ বেইমান, উজ্জয়িনী আমাকে দেখে মলিন মুখে নীরবে আমার অভিবাদন করছে। আমার কি অবস্থা সে বুঝেছে—বুঝেছে উজ্জয়িনী, তার মুক্তামালাছিঁড়ে চূর্ণ হ'য়ে পথের ধূলায় পরিণত হ'য়েছে। আমি অগ্রসর হব না! উজ্জয়িনী উজ্জয়িনী!

নারা। উজ্জয়িনী মোগলের হস্তগত।

খাঁজা। মিথ্যা কথা—খবরদার বেইমান ফের একথা বললে এখনি আমি তোকে হত্যা ক'রব।

নারা। তা করুন, করলে নিষ্কৃতি পাই। আপনার এ অবস্থা আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কিন্তু অগ্রসর হবেন না, এখনও এ ভিখারীর অব-

স্থাতেও মালবেশ্বর স্বাধীন—দোহাই জনাবালি, চম্বলে সব ডুবিয়েছেন—স্বাধীনতাটা কেবল ভেসে এসেছে, তাকে ডুবিয়ে দেবেন না।

খোদা। কে তুমি, নারায়ণ রাও?

খাঁজা। নারায়ণ রাও—তুমি—আহাহা—বৃদ্ধ দেওয়ান তোমার অপমান, আজ তাই মতিহীনের এই শাস্তি।

খোদা। খবর কি রাও সাহেব।

নারা। আপনাদের আসবার বিলম্বে সব নষ্ট হয়ে গেছে। প্রজা শুনেছে নবাব নেই, শত্রু শুনিয়েছে নবাব নেই, আমরাও বুঝে ছিলুম নবাব নেই। সুতরাং বুঝ্‌তেই পেরেছেন, নবাবের অভাবে কেউ আর মোগলকে বাধা দিতে সাহস করেনি। বিনা রক্তপাতে মালোয়া বাদসার হস্তগত হ'য়েছে।

খোদা। যা, সব শেষ হয়ে গেল!

খাঁজা। কি গেল, কি গেল? খবরদার বৃদ্ধ ও কথা ব'লনা। এখনও খাঁজাহান আছে।

নারা। আর তার গোলাম আছে। হুজুরালি আদেশ করুন, আমি আপনার দুর্গাধিকারের সহায়তা করি।

খাঁজা। না, তোমাদের সহায়তা আর নেবনা। তোমার মহান্ পিতার প্রভুভক্তির যে পুরস্কার দিয়েছি, তার ফলে আমার এই দশা। নইলে শত সাজাহানে আমার কোন অনিষ্ট ক'রতে পারত না। আর নেবনা নারায়ণ। মহান্ ব্রাহ্মণের পুত্র তুমিও মহান্। পিতার অপমানের তুমি আজ যে প্রতিশোধ দিলে, আমি এরই আঘাত সহ্য ক'র্‌তে পারছি না। আমার উজ্জয়িনী মিলিয়ে গেল—তোমাদের রূপ-গর্ব্বে আমার সাধের উজ্জয়িনী মিলিয়ে গেল। আর না, কাছে এস না, আর না।

(নেপথ্যে সৈন্ত কোলাহল।)

খোদা। প্রভু আর নয়, চলে আসুন।

নারা। শত্রু উল্লাস করতে করতে আসছে।

নেপথ্যে। যে লোদীর খবর দেবে সে জায়গীর পাবে।

খোদা। হুজুরালি!

খাঁজা। যাব—কোথা যাব—কোথা যাব খোদাদাদ! দাক্ষিণাত্যে এত স্বাধীন রাজা কেউ আমার সাহায্য করবে না?

নারা। নির্জ্জনে আত্ম গোপন ক'রে কর্ত্তব্য চিন্তা করুন। ভৃত্যকে সঙ্গে নিন্। আমি মোগলের অনুগ্রহ দূরে নিক্ষেপ ক'রে আপনার ভৃত্যত্ব ভিক্ষা করতে এসেছি, দোহাই নবাব আমাকে ভিক্ষা দিন।

খাঁজা। না ব্রাহ্মণ—খাঁজাহানের প্রতিজ্ঞা—নেবনা বলেছে, সে নেবেনা। ব্রাহ্মণ সেলাম—উজ্জয়িনী সেলাম।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দুর্গ-প্রাঙ্গণ।

(নেপথ্যে সৈন্য কোলাহল।)

(সাজাহান মন্‌সব্‌দার ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

সাজা। এতক্ষণ পরে নিশ্চিন্ত—দুর্গাধিকার সম্পূর্ণ হয়েছে।

মন। সম্পূর্ণ হয়েছে জাঁহাপনা। দুর্গের সমস্ত দুর্ভেদ্যস্থান আমাদের আয়ত্তে এসেছে। লোদীর মৃত্যু সংবাদ আমাদের পৌঁছিবার আগে সহরে রাষ্ট্র হ'য়েছে। তার মৃত্যু সংবাদে নায়কহীন পাঠান সৈন্য আমাদের বাধা দিতে সাহস করেনি।

সাজা। নিশ্চিন্ত। জনশ্রুতি পর্য্যন্ত আমার রাজ্য রক্ষা ক'রতে আমার আগে মালোয়ায় ছুটে এসেছে। আমার আক্রমণের আগে সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ

পাঠান সৈন্তকে নিরস্ত্র ক'রেছে। এতক্ষণ পরে আমি নিশ্চিন্ত—উজীর এতক্ষণ পরে আমি নিশ্চিন্ত—

(আজফের প্রবেশ)

আজফ। না জঁাহাপনা একথা বলবার এখনও সময় আসেনি, যতক্ষণ না লোদীকে আগরায় নিয়ে যেতে পারছেন ততক্ষণ আপনাকে নিশ্চিন্ত মনে ক'রবেন না।

সাজা। লোদীর প্রেতাত্মা আপনার চক্ষের উপর নৃত্য ক'রছে—তাই আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ছেন না। আমি তার মৃতদেহ চম্বলতীরস্থ অরণ্য বৃক্ষমূলে আবদ্ধ দেখেছি তাই আমি নিশ্চিন্ত হ'য়েছি।

আজফ। ঈশ্বর আপনাকে নিশ্চিন্ত করুন—গোলামের এহ'তে উচ্চাভিলাষ আর নেই।

সাজা। নিশ্চিন্ত হবার সন্দেহ কি উজীর ?

আজফ। খাঁজাহান মরেছে কেউত দেখলে না। সকলেই শুনেছে।

সাজা। আমি দেখেছি তুমি বিশ্বাস কর। লোদী যদি বেঁচে থাকৃত, তাহ'লে এতদিনে সে মালবে না এসে কোনও স্থানে অবস্থান কর্‌ত না। জ্বলন্ত শোকের ভারে প্রচণ্ড দুঃখের প্রহারে যদি লোদী চম্বলের গ্রাস থেকে পরিত্রাণ পেয়ে থাকে তবুও সে জীবিত নাই—নিশ্চিত জেনে রাখ। বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগ—বৃদ্ধ জীবনের উপর সে ভীম আক্রমণ—উজীর পাথরের দেহ চূর্ণ হ'য়ে যায়। আজ তার দুর্ভেদ্য উজীন দুর্গে মোগল পতাকা উড়্‌ছে, এ দেখ্‌লে তার প্রাণহীন দেহ পর্য্যন্ত মালবের পথে ছুটে আসত। লোদী চূর্ণ হ'য়ে গেছে, তার বলিষ্ঠ দেহ চম্বলের সৈকত ভূমিতে বালুকা কণায় পরিণত হ'য়েছে।

(জনৈক চরের প্রবেশ)

চর। জঁাহাপনা! শীঘ্র লোদীর অনুসরণে আদেশ করুন।

উভয়ে। কোথায় লোদী ?

চর। এইমাত্র দেখলুম, দুই বৃদ্ধ অশ্বারোহী হায়দরাবাদ অভিমুখে ছুটেছে। তার ভিতরে একজন লোদী।

সাজা। কি ক'রে জান্‌লে সে লোদী?

চর। লোদী ভিন্ন সে অপর ব্যক্তি নয়। আগরার দরবারে জাঁহাপনার সম্মুখে সে যে পোষাকে উপস্থিত হ'য়েছিল, এ সেই পোষাক, সেই তাজ—সেই দীর্ঘাকৃতি, সেই বলিষ্ঠ গঠন। বিপদে তার দেহের কিছু-মাত্র অপচয় হয়নি। প্রচণ্ডবেগে চলেছে। জাঁহাপনা, এখনি অনুসরণে আদেশ করুন।

আজফ। জাঁহাপনা এখনও কি নিশ্চিন্ত হতে চান?

সাজা। কি কর্ত্তব্য স্থির করুন। অসম্ভব! তথাপি উজীর, কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য।

আজফ। অনুসরণে আমিই চললুম। অন্যে গেলে চল্‌বে না। আপনি এখনি বুরহানপুরে গিয়ে ছাউনি করুন। সেখানে দরবার ক'রে সমস্ত সামন্ত রাজাদের নিমন্ত্রণ করুন, যে না আস্‌বে অবিলম্বে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। তাহ'লে তারা আর ষড়যন্ত্র করবার অবকাশ পাবে না।

সাজা। শ্রেষ্ঠ যুক্তি—আমি এই মুহূর্ত্তেই বুরহানপুরে যাত্রা করলুম।

আজফ। ভয় নেই জাঁহাপনা, উজীন দুর্গের সঙ্গে তার সব গেছে। অন্য রাজারা মালবেশ্বরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রতে পারত। ভিখারীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে ভারতেশ্বরকে ক্রুদ্ধ ক'রতে সাহস ক'রবে না। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়—এখনি এস্থান ত্যাগ করুন। আমি এই যে লোদীর অনুসরণ করলুম, জেনে রাখুন সম্রাট, এক আগরা ভিন্ন তাকে হিন্দুস্থানের আর কোন স্থানে বিশ্রাম ক'রতে দেব না।

সাজা। হা ঈশ্বর! নিশ্চিন্ত হয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বনভূমি।

নারায়ণ।

নারা। পিপীলিকা পিপীলিকা। আমি তারও বুঝি অধম। পর্ব্বতের তলে উপস্থিত হবার চেষ্টা ক'রছি, কিন্তু সামান্য বায়ুর প্রহারে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি। বাদসাকে কেবল দূরে থেকে দেখছি, কাছে উপস্থিত হ'তে আমার শক্তি কই? বৃথা গর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম কিছু ক'রতে পারবনা। যাঁর সাহায্য করবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল্ হ'ল, সেই প্রভু আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু মনের আবেগ ত মিট্‌ল না। কি করি, কি করি?

(নাগরিকের প্রবেশ।)

নাগ। মহারাজ! আমরা প্রস্তুত।

নারা। ভাই দুঃখের কথা তোমাদের নিবেদন করি। তোমরা আমার কথা-মাত্র সংসারের মায়া পরিত্যাগ ক'রে আমার অনুগমন ক'রতে এসেছ, কিন্তু আমিত তোমাদের সঙ্গ গ্রহণ ক'রতে পারলুম না।

নাগ। কেন মহারাজ!

নারা। এই মাত্র নবাবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

নাগ। সাক্ষাৎ হয়েছে? কোথায় মহারাজ?

নারা। হয়েছে। এক ভিখারী বৃদ্ধের সঙ্গে—এক দিন সে মহাশক্তিমান্ রাজ্যেশ্বর ছিল—একদিন দিল্লীশ্বর তার অনুগ্রহ পাবার জন্য তার দ্বারে ভিখারীবেশে দাঁড়িয়ে ছিল—আজ সে ভিখারী! ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন বস্ত্রটী মাত্র অবশিষ্ট! সঙ্গীহীন বাহন হীন। প্রভুত্ব গ্রহণ ক'রতে চাইলুম, এ অবস্থাতেও নবাব আমার ভৃত্যত্ব নিলে না। নিলে না—নেবে না। এ অবস্থাতেও নবাব প্রতিজ্ঞায় অটল। তা'হলে আর কি ক'রব!

নাগ। তাইত প্রভু, আমরা যে স্ত্রী পুত্রদের কাছে বিদায় পর্য্যন্ত গ্রহণ করিনি! তোমার আদেশ পালন ক'রেছি।

নারা। তোমরাই তার সাহায্যে অগ্রসর হও।

নাগ। আমাদের প্রতিজ্ঞা নিয়ে দাসত্ব আপনার কাছে—আম্‌রা ত আপনার সঙ্গ ত্যাগ ক'রব না।

নারা। তাইত, তা'হলে কি করি ভাই?

নাগ। কি ক'রবেন, আপনি এখনি স্থির করুন। আমি আরও যে যে আমাদের সঙ্গে যেতে চায় তাদের নিয়ে আসি। আমরা আর আপনার সঙ্গ ছাড়ব না।

(নাগরিকের প্রস্থান।)

নারা। তাইত এ বিষম সমস্যা থেকে কেমন করে উদ্ধার পাই!

(সোফিয়ার প্রবেশ।)

সোফিয়া। আমি বলে দেব?

নারা। কে তুমি? তুমি!

সোফিয়া। কে আপনি? আপনি!

নারা। তাইত কেমন ক'রে এখানে এলে?

সোফিয়া। আপনি কেমন করে এলেন?

নারা। আমি পিপীলিকা, চম্বলের তরঙ্গে ভেসে এসেছি।

সোফিয়া। আমি পিঁপড়ের পালক, হাওয়ায় উড়্‌তে উড়্‌তে এসেছি!

নারা। তাইত, এ সমস্যার সময়ে সমস্যারূপী বালক, তুই কেমন ক'রে আমার মস্তিষ্ক বিকৃত কর্‌বার জন্য আবার আমার কাছে উপস্থিত হলি!

সোফিয়া। যদি মস্তিষ্ক বিকার অনুমান করেন, তা হ'লে চলে যাই।

যদি কিছু জান্‌তে চান, বলে যাই। কিন্তু পাঁচ হাজারী মন্‌সব্‌দার, প্রথমেই আমি জান্‌তে চাই, আপনার এ অবস্থা কে কর্‌লে?

নারা। অধিক কথা বল্‌তে পারব না। বল্‌বার অবসর নেই। এই মাত্র শুনে রাখ্‌ বালক! তুই আমাকে এই দশায় উপস্থিত ক'রেছিস্।

সোফিয়া। এ দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য?

নারা। পরম সৌভাগ্য, কিন্তু তাতেও ভাগ্য পূর্ণ হ'ল না। নবাবের উপর প্রতিশোধ নিতে এসেছিলুম, প্রতিশোধ সম্পূর্ণ নেওয়া হ'য়েছে। এখন নবাবের সাহায্য কর্‌তে চাইলুম্‌, নবাব গ্রহণ কর্‌লে না।

সোফিয়া। আপনি কি সাহায্য কর্‌তে উৎসুক?

নারা। উৎসুক! বালক! সামান্য মাত্রও যদি নবাবের সাহায্য কর্‌তে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক। মালবেশ্বরকে যে অবস্থায় দেখেছি, তাতে তার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন ভিন্ন আমার জীবনে আর শান্তি নেই।

সোফিয়া। তবে আপনাকে বলি মন্‌সব্‌দার! আমারও জীবনে শান্তি নেই। আমিও যদি নবাবের সাহায্য ক'রতে না পারি, তাহ'লে আমার জীবনের মহান্‌ অভাব পূর্ণ হবে না। আপনি নবাবকে দেখেছেন, আমি ভাগ্যহীন, এখনও তাঁকে দেখ্‌তে পাইনি।

নারা। বেশ আমি তাকে দেখিয়ে দেব।

সোফিয়া। আমিও তা'হলে কি কর্ত্তব্য ব'লে দেব।

নারা। দেব কি, এখনি দাও। আমার অনুচরবর্গ সাগ্রহে আমার অপেক্ষা ক'রছে।

সোফিয়া। বলে দিলে আমাকে কি দেবেন?

নারা। আর আমার কি আছে বালক! আমি তোমার হাতে আত্মদান করব।

সোফিয়া। তাহলে যে, আমি তোমার মনিব হব মন্‌সব্‌দার!

নারা। মনিব কেন গুরু বলি, যদি তোমার দ্বারা আমার এই বিষম সমস্যার মীমাংসা হয়। তুই ভাই, যেদিন আমাকে প্রথম দেখা দিয়ে এক দাম্ভিকা মুসলমানীর অত্যাচার থেকে রক্ষা ক'রেছিস্, সেই দিন থেকেই আমি একরূপ তোর কাছে বিক্রীত হ'য়েছি। আজ আবার আমাকে রক্ষা কর, বিক্রয়ের যা অবশিষ্ট আছে আজ তা সম্পূর্ণ হ'ক।

সোফিয়া। মন্‌সব্‌দার!

নারা। নারায়ণ বল—আমার নাম নারায়ণ রাও। আমি মন্‌সব্‌দারীতে অনেক দিন ইস্তফা দিয়েছি।

সোফিয়া। তুমি আত্মপ্রকাশের জন্য এত ব্যাকুল কেন নারায়ণ রাও! যদি নবাবের সাহায্যেই তুমি কৃতসংকল্প হ'য়ে থাক, তাহ'লে যেমন ক'রে পার নবাবের সাহায্য কর। তাতে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন কি?

নারা। কি কর্‌ব?

সোফিয়া। আত্মগোপন কর। নবাব না জান্‌তে পারে এমন পরিচ্ছদ পরিধান কর।

নারা। বা! বা! কি সুন্দর সহজ মীমাংসা! এত একবারও আমার মনে উদয় হয়নি! এই নে অতি ক্ষুদ্র পথিক বালক, আজ হ'তে আমার এই ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব তোর এই কোমল করে অর্পণ করলুম্।

সোফিয়া। নারায়ণ রাও—নারায়ণ! বিস্মিত হ'য়োনা—মুখ পানে চেয়োনা! এরূপ অপূর্ব্ব দান পথচারী বালক জীবনে কখন পাবে স্বপ্নেও আশা করেনি! তাই হাত কাঁপছে—দুর্ব্বল হাত এ মধুর ভার সহ্য কর্‌তে পার্‌ছে না। আর তুমি দাঁড়িও না, চলে যাও, বিলম্ব কর্‌লে নবাবের সাহায্য করতে পার্‌বেনা।

নারা। আর তুমি?

সোফিয়া। আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

নারা। আমি কেমন ক'রে তোমাকে ছেড়ে থাক্‌ব?

সোফিয়া। আত্মহারা হ'য়োনা নারায়ণ যাও! আমি তোমার কে এরই মধ্যে ভুলে যেওনা। যা আদেশ ক'রছি এখনি পালন কর।

নারা। তুমিও যে নবাবের সাহায্য কর্‌বে বলেছিলে।

সোফিয়া। এই যে সাহায্য কর্‌ছি—আমার জান্‌কে তাঁর রক্ষার্থে প্রেরণ কর্‌ছি।

নারা। তুমি প্রহেলিকাময় বালক। (নারায়ণের প্রস্থান।)

সোফিয়া। এসে ব'ল জনাবালি, এখন চলে যাও। হাঁস্‌ব কি কাঁদ্‌ব স্থির ক'রতে পা'রছি না। পথচারী বালক জীবনে অমূল্য রত্ন লাভ ক'রলে, তৃপ্ত হল। কিন্তু যে দাম্ভিকা মুসলমানী সম্রাটপুত্রের আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে গৃহত্যাগ কর্‌লে, সে সোফিয়া ত তৃপ্ত হল না! গা কাঁপ্‌ছে, রক্ষা কর শিলা, আমাকে রক্ষা কর। নইলে পড়ে যাব, আমায় ধর।

(নারায়ণের পুনঃপ্রবেশ) আবার ফির্‌লে যে?

নারা। তোমার নাম?

সোফিয়া। নাম নাই বা জান্‌লে।

নারা। জান্‌লে জপমালা ক'রবো। বালক তুমি আমার জাতিধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছ।

সোফিয়া। বেশ, তুমিই একটা আমার নাম দাও।

নারা। আমি নাম দেব!

সোফিয়া। দোষ কি? আজ আমার নূতন জীবন। নূতন নাম দাও, সম্বোধন কর, আমি উত্তর দিই।

নারা। শিলায় ভর দিয়ে আছিস্‌—শিলার মত তোর কঠিন প্রাণ—তুই শিলা।

সোফিয়া। বা, বাঃ, কি মধুর নাম—শিলা শিলা—তা হাঁ নারায়ণ,

আমি আমার এক হিন্দু আত্মীয়ের মুখে শুনেছি, তোমাদের কি এক নারায়ণ ঠাকুর না কি শিলা?

নারা। কিন্তু তিনি করুণাময়। তুই কিন্তু কঠিন নির্ম্মম প্রাণহীন শিলা। না না—তোর আঁখি বড় মধুর, বড় কোমল! তুই প্রাণপূর্ণ শিলা। শিলা!

সোফিয়া। কেন? কেন আমার মুখপানে চেয়ে আছ?

নারা। শিলা! এক জনের মুখ দেখ্‌বার ভয়ে আমি কিছুদিন মৃত্তিকা থেকে চোক তুলিনি—আজ তার শোধ নিচ্ছি।

সোফিয়া। দোহাই করুণাময়। আর কেন, আমাকে নিষ্কৃতি দাও, চলে যাও।

নারা। আবার কেমন করে তোমার দেখা পাব? (সোফিয়া মুখ ফিরাইল) না অপরাধ করেছি সেলাম (নারায়ণের প্রস্থান)।

সোফিয়ার গীত।

চোখে চোখে রেখে আমি যে তাকে
পলকে হারাই হারাই গো।
তার লাভে আশা দিয়েছিল যারা
নিরাশ করিছে তারাই গো॥
রূপ হল কাল যৌবন জঞ্জাল
আপনি পেতেছি আপনার জাল,
কবে পড়ি ধরা, আপনাহারা, পলে পলে তাই ডরাই গো।
সম্পদ, যদি বিপদের ঘর
বেঁচে থাকা তবে মরাই গো॥

(দাদাজির প্রবেশ।)

দাদা। মধু মধু মধু, নিমে নয়, চিটে নয়, জেঠী নয়, খাঁটি কমলমধু। তবে ভোমরাটা বড় বোকা—চিন্‌তে পার্‌লেনা—টগর মনে করে পালিয়ে

গেল। মনে কর্‌লুম, কান পাকড়ে ধরে আনি। তার পর মনে কর্‌লুম্—না—কমল কোমল ছিলেন এখন কঠোর হয়েছেন—লড়াই কর্‌তে কোমর বেঁধেছেন।

সোফিয়া। কি দাদা! আমাকে একটা পলটন দিতে পার?

দাদা। খুব পারি। কিন্তু দিদিমণি, কার সঙ্গে লড়াই কর্‌বে? প্রেমের সাথে, না বীরের সাথে?

সোফিয়া। এইত দাদাজি অন্যায় কথা কইলে—যে প্রেম শূন্য সে কখন কি বীর হয়?

দাদা। বা বা মধু মধু—তিরস্কার কর, এই মধুরস্বরে আমাকে তিরস্কার কর। তোমার ওড়া মধু চোকে পড়ে আমার চোকের ছানিটে কেটে যাক্। আমি তোমাকে ভাল ক'রে একবার দেখি।

সোফিয়া। কেন মহারাজ! আমাকে কি তুমি একদিনও দেখনি?

দাদাজি। কই দেখেছি সোফিয়া? যদি দেখতুম্, তাহ'লে কি তোমার গতিরোধ কর্‌তে এত চেষ্টা করতুম্। চেষ্টা ক'রে করলুম কি সোফিয়া! চেষ্টায় টাউরি খাওয়াই আমার সার হ'ল। তোমাদের মিলন ত রোধ কর্‌তে পারলুম্ না!

সোফিয়া। দুটো কবর প্রান্তর পার হ'য়ে এসেছি। একটিতে লোদী-কুল-গৌরব আজিমত তার তিনশত সখার সঙ্গে অনন্ত নিদ্রায় শয়ন ক'রেছে। অপরটীতে মালবেশ্বরী, আর তাঁর প্রিয় কন্যা ও সঙ্গিনী। শান্ত করুণ অন্ধকার অত্যাচারীর নির্ম্মম দৃষ্টির আক্রমণ থেকে রক্ষা কর্‌তে অতিযত্নে তাদের আবৃত করে রেখেছে। মহারাজ, সে অন্ধকারের ওড়্‌না পর্‌বার লোভ সম্বরণ ক'রে আমি আবেগময়ী চর্ম্মণ্বতীতে ঝাঁপ দিয়েছি। কেন জান মহারাজ? আগরার পথে চল্‌তে চল্‌তে একটী জীবন্ত আলোক-চিত্র আমার নয়ন পথের পথিক হয়েছিল। হর্ষ বিষাদের তুলি দিয়ে সোণার কিরণে রঞ্জিত ক'রে তার একটী সুবর্ণ প্রতিবিম্ব অঙ্কিত

কর্‌বার সাধ সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে উদিত হ'য়েছিল। সে ছবি এঁকেছি, ভয়ে ভয়ে তাতে রঙ ফলিয়েছি! যদি আমার চিত্রসৌন্দর্য্যের সঙ্গে সে সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য না হ'ত, সমস্ত জীবন আমার বিষাদময় উদ্দেশ্যহীন হ'য়ে যেত। আমার মৃত্যুর জন্য অন্য ব্যক্তিকে আয়াস স্বীকার কর্‌তে হ'ত না। যা দেখ্‌তে চেয়েছিলুম, তাই দেখ্‌লুম,—দেখ্‌লুম ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ম্ময়—ব্রাহ্মণ দুর্ব্বলের সহায় হ'তে ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন পরিত্যাগ ক'রেছে।

দাদাজি। বেশ দিদি ব্রাহ্মণকে তুমি দেখে তৃপ্তি পেলে। আমি একবার তোমায় দেখে তৃপ্তি পাই।

সোফিয়া। দেখ্‌বে, আমাকে? রাজপুত, তুমি আমাকে কি মূর্ত্তিতে দেখ্‌তে চাও?

দাদাজি। যে মূর্ত্তিতে তুমি জীবের ঘরে কল্যাণ বিতরণ কর, আমাকে সেই মূর্ত্তি কি তুমি দেখাতে পার?

সোফিয়া। আশীর্ব্বাদ কর, কেন পার্‌ব না।

দাদাজি। আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোমা হ'তে যেন রমণী বীরাঙ্গনার মর্য্যাদা রক্ষা হয়। এই ব্রাহ্মণ সন্তানের ধর্ম্ম রক্ষা হয়।

সোফিয়া। তুমি আশীর্ব্বাদ কর্‌লে, আমি কি তার উত্তর দেব, আমি যে তা জানি না।

দাদাজি। শিশোদীয় কুল-কুসুম! গুরুজনকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম কর্‌তে হয়।

সোফিয়া। আমিত জানিনা, আমাকে দেখিয়ে দাও (দাদাজির প্রণাম) বাঃ বাঃ (করতালি) দাদাজী তুমি আমাকে প্রণাম কর্‌লে।

দাদাজি। চিরদিনই যে আমি তোমাদের প্রণাম করে আস্‌ছি মা!

সোফিয়া। (প্রণাম করিল) আমিও তোমাকে জীবনে প্রথম প্রণাম করি।

দাদাজি। সরদার!

(মেদিয়ার প্রবেশ)

মেদিয়া। মহারাজ্!

দাদাজি। এই তোমাদের মা—আমার প্রাণ এই নাও তার গ্রহণ কর। মা যা আদেশ কর্‌বে তাই কর।

মেদিয়া। আয় মা, মোর সাথে আয়। এই মোদের রাজা। এতকাল মোদের কি পাপে ছেড়ে গিছ্‌ল। আজ এসে মোদের রাণী দিয়েছে। আয় সাথে আয়। তোর হাজার ছাওয়াল তোরে দেখে মহুয়া খেয়ে মাদল দেবে—আয় বিটি সাথে।

সপ্তম দৃশ্য।

মহারণ্যের স্থুস

(নেপথ্যে সৈন্যকোলাহল)

খাঁজাহান ও খোদাদাদ।

খাঁজা। ভাই, কেহ নাহি দিল স্থান।

খোদা। কেহ নাহি
দিবে স্থান, কাপুরুষে ধরণী ভরেছে।

খাঁজা। আসিতেছে বন্যামত শত্রুর বাহিনী
আমি একা নিরাশ্রয়—নাহি মধ্যে তুচ্ছ
ব্যবধান—শুধু নীলাম্বর পড়ে আছে
মাঝে। অনাহারে গতি-শক্তিহীন—অতি
দীন, অনাহারে বাহন আমার, তার

মোর বহিতে নারিল, পথে প্রাণ দিল।
আসে বন্যা—কি কর্ত্তব্য মোর খোদাদাদ!

খোদা। আর কেন রাখিতেছ জীবনে মমতা,
প্রভু, আর কেন হেথা সেথা পলায়ন।
ফের' প্রভু, ফের'—ঝাঁপ দাও বন্যা মুখে।

খাঁজা। জীবনে মমতা! তাই কিরে, হেথা সেথা
প্রাণরক্ষা অভিলাষে উন্মাদের মত
ছুটিয়া চলেছি আমি! প্রতিহিংসা, জাগে
তীব্র প্রতিহিংসা প্রাণে। যদি ঝাঁপ দিলে
বন্যামুখে, পাষণ্ডের মুণ্ড আমি এই
করে পরশিতে পারি, এই দণ্ডে ফিরি—
এই দণ্ডে ঝাঁপ দিই, সৈন্য স্রোত মুখে।
সাজাহান মুণ্ড ছিঁড়ি তোরে আমি দিই
উপহার। প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা—শুধু
প্রতিহিংসা আশে আমি এখনো রেখেছি
প্রাণ। আছে মাত্র প্রতিহিংসা জ্ঞান। ভাং'ও—
ভেঙ্গে দেরে তীব্র বজ্রে ধরণীর হিয়া।
আমি তার অন্তরে পশিয়া, হৃদি হ'তে
বিশ্বনাশী অনল উপাড়ি, এই দণ্ডে
সমস্ত পিশাচ সৈন্য দিই জ্বালাইয়া।

খোদা। সম্মুখে দুর্গম বন, যদি মৃত্যু নাহি
অভিপ্রায়—পশ প্রভু তাহার ভিতরে।

খাঁজা। তাই চল্ ভাই। কেন মৃত্যু—এত ত্বরা
কি হেতু মৃত্যুরে আলিঙ্গন? পুত্র কন্যা
জায়া, অসংখ্য কিঙ্করী—প্রতিহিংসা আশে

চেয়ে আছে মোর পানে। যদি খোদাদাদ,
প্রতিশোধ না লইয়া মরি, আর তারা
আমারে দিবেনা দেখা। অরণ্যানী গৃহী—
সাজাহান বক্ষরক্ত পিপাসা আতুর
আমি অতিথি তাহার দ্বারে। চল্ ভাই,
মৃত্যু যাত্রা পথে মোর শেষ সহচর
আয় সঙ্গে আয়, প্রবেশি গহন বনে।

(উভয়ের প্রস্থান—নেপথ্যে কোলাহল।)

(সৈন্যসহ সাজাহানের প্রবেশ)

সাজা। এইখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে। যাক্, আর কি—আর কোথায় যাবে—জাল গুটিয়ে সিংহকে গহ্বরস্থ ক'রেছি। এবারে সে ক্ষুদ্র বালকেরও বধ্য। যাও, চারিদিকে যাও। প্রতি রন্ধ্রপথ অবরোধ কর। এই তার শেষ আশ্রয়। কেউ যেন তাকে প্রাণে মের না। প্রাণে ম'লে লোদী পরাভবের মর্ম্ম বুঝ্‌বে না—তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আগরায় নিয়ে যেতে হবে। জল্‌দি যাও—কোন রন্ধ্র যেন প্রহরী-শূন্য না থাকে।

(চরের প্রবেশ।)

চর। জাঁহাপনা একটা পাঠান বালক, এই রন্ধ্রপথে যাচ্ছে।

সাজা। তা হ'লে নিশ্চয় সে লোদীর গোপন স্থান জানে। অবশিষ্ট যারা আছ, তারা শীঘ্র এই পথে আমার অনুসরণ কর।

(মহাবতের প্রবেশ।)

মহা। যাবেন না, অগ্রসর হবেন না। দোহাই জাঁহাপনা, আহত সিংহ বিবর মুখে প্রবেশ করবেন না।

সাজা। কেও, কেও—মহাবত খাঁ? দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতি?

নিজে খাঁজাহানের সঙ্গে যুদ্ধে অপারগ হয়ে এতদূরে আমাকে কি বীরত্বের রহস্য কর্‌তে এসেছেন ?

মহা। না জঁাহাপনা, আপনাকে রক্ষা কর্‌তে এসেছি।

সাজা। যখন আপনি লোদীর পশ্চাতে আস্‌তে বিরত হয়েছেন, তখন আমি মনে করেছি, জাহাঙ্গীর-বিজেতার জীবনে মমতা এসেছে। এখন দেখছি আপনার মস্তিষ্ক-বিকার ঘটেছে।

মহা। কিছু ঘটেনি জঁাহাপনা, যে তরু নিজ হস্তে রোপণ ক'রেছি তার মূলোচ্ছেদ দেখ্‌তে অশক্ত বলে, মায়ায় আকৃষ্ট হয়ে এসেছি। খাঁজাহান সঙ্গী হীন, সহায় হীন, আশ্রয় হীন হলেও শক্তিহীন নয়। যে শক্তি মাতৃরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন, তিনিই আপনার রাজধানীতে আবির্ভূতা হয়ে সন্তানের জীবনাবরণী মমতায় খাঁজাহানের অনুসরণ করেছেন। আমি চক্ষে দেখেছি, চম্বলের উন্মত্ত জলতরঙ্গে তার নৃত্য দেখেছি।

সাজা। আর কেন সেনাপতি, এখনও সম্রাটের কাছে আপনার মর্য্যাদা আছে।

মহা। মহাবতের মর্য্যাদা তার নিজের কাছে। হিতৈষী বন্ধুরূপে যা বল্‌লুম্ তা শ্রবণ করুন। শুনে বুঝে প্রবেশ করুন। শুনুন সম্রাট্ শেষ কথা শুনুন—মহাবতের গর্ব্ব, সে শক্তির মহাবত হতেই উদ্ভব হয়েছে।

(মহাবতের প্রস্থান)

সাজা। উন্মাদ উন্মাদ, তোমাকে শাস্তি দিতে আমার অধিকার নেই, নইলে এই দণ্ডেই তোমার দম্ভের অবসান কর্ত্তুম। বিলম্ব ক'রনা আমার সঙ্গে রন্ধ্রপথে প্রবেশ কর।

(আজফের প্রবেশ।)

আজফ। হাঁ হাঁ প্রবেশ কর্‌বেন না, প্রবেশ কর্‌বেন না। অতি আগ্রহে হস্তগত ফলহ'তে ভোগের মুহূর্ত্তে বঞ্চিত হবেন না।

সাজা। আপনিও নিষেধ কর্‌ছেন!

আজফ। আর কে নিষেধ করেছে?

সাজা। মহাবত খাঁ।

আজফ। তার মত আপনার হিতৈষী বন্ধু আর দ্বিতীয় নেই। অরণ্য অবরোধ করুন। ক্ষুধার্ত্ত খাঁজাহান আপনিই আত্মসমর্পণ কর্‌বে।

সাজা। যদি না করে?

আজফ। সিংহকে ক্ষুধায় উত্থানশক্তি রহিত ক'রে শৃঙ্খল লয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত হ'ন।

সাজা। তাতে সাজাহানের কিছুমাত্র গৌরব বৃদ্ধি হবে না। বোঝবার ভুলে সামান্য শাসন কর্‌তে গিয়ে যে সিংহকে আমি উত্তেজিত ক'রেছি, তাকে অশক্ত বন্দী করতে আমি অভিলাষী নই। উজীর! আমার প্রবেশপথে বাধা দিওনা—এ পার্ব্বত্য মহারণ্যের রন্ধ্রপথ যখন আপনার আমার কারও জানা নেই, তখন সন্ধানের আভাস পেয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সময় আমি নষ্ট ক'রব না। আমি এখনি এ বনে প্রবেশ ক'রব। যদি খাঁজাহানকে তার এরূপ অবস্থাতেও বন্দী ক'রতে না পারি, তা হ'লে খাঁজাহানকে নিমন্ত্রণ করে নিজে সাজাহান তার ময়ূর-সিংহাসন উপহার প্রদান ক'রবে। অগ্রগামী সৈন্য আর পেছিয়ো না।

আজফ। বেশ, তা হলে সকলে সতর্ক হয়ে রন্ধ্রপথ অবরোধ কর। জাঁহাপনা! তা হলে আমরা বিভিন্ন পথ দিয়ে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করি।

(সকলের প্রস্থান)

(সোফিয়া ও মেদিয়ার প্রবেশ।)

সোফিয়া। ওগো ওরা যে সব পথ রোধ ক'রলে!

মেদিয়া। ও শালারা ত মাটীর পথে চলেছে—পাহাড় আমাদের হাত, পাহাড় আমাদের পা—ভয় কি বেটী তোকে আমরা লোফালুফি ক'রে একবারে পাহাড়ের ডগার তুলে দেব।

(ভীল সৈন্যের প্রবেশ।)

মেদিয়া। সব পথ বাদসা আটক করেছে রে।

ভী-সৈ। তাতে কি হয়েছেরে সরদার! মোরা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলে যাই।

মেদিয়া। মাকে লিয়ে যাবি লুফে লুফে। হুঁসিয়ার হাত সামাল রে শালা হাত সামাল।

ভী-সৈ। খুব লিব মাকে পেয়েছি কি ফেলিয়ে দিব রে।

মেদিয়া। চল বেটী। ওঠ বেটী উ শালারা চড়ায়ে পা দিতে না দিতে মোরা এক দমে ডগায় যাব। ঐ দেখ বিটি কইতে না কইতে শালারা উপর থেকে ডুলি পাঠিয়েছে।

সোফি। পিতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে এসেছি—আকাশ আমাকে মেঘের হাত বাড়িয়ে তুলে নিচ্ছে। কোথা তুমি মালবেশ্বর! তোমার আশ্রয়-গামিনী কন্যাকে দেখা দাও দেখা দাও।

পটক্ষেপ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মহারণ্য।

খাঁজাহান্।

খাঁজা। এখনো জীবন যদি পাই, একবার
চেষ্টা করি। এবারে বীরত্ব লয়ে, আমি
যে বীরত্বে আগ্‌রার রত্ন সিংহাসনে,
একমাত্র বসিবার যোগ্য অধীশ্বর;
সে বীর্য্যের অধিকারী, আত্মরক্ষা তরে
আর আমি নাহি ঘুরি প্রান্তরে প্রান্তরে।
এখনো জীবন যদি পাই, একেবারে
তক্ত তাউসের ধারে দুরাত্মা মোগলে
শুনাইয়া দিই ঘোর অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা।
কাপুরুষ, সাজাহানে পদাঘাতে দূর্
করে দিই। এত শৌর্য্য এ বীরত্ব লয়ে,
এত প্রেম্ এত বুদ্ধি প্রজাহিতৈষণা,
সমস্ত থাকিতে আমি জীবন ভিখারী!
কেন আমি আগ্‌রা ছাড়িনু! সাম্রাজ্যের
অর্গল আমার হাতে ছিল, কেন আমি
খুলে দিনু? কাপুরুষে আসনে বসাতে
কেন আমি করে দিনু পথ পরিষ্কার?
নিজে যদি সোপানে সোপানে আরোহিয়া

উঠিতাম্ সাম্রাজ্যের শিরে, কার শক্তি
বাধা দিত? বিস্মৃতির ভীষণ-গহ্বরে
যত্তপি বাবর বংশে দিতাম ডুবায়ে
কার শক্তি করিত উদ্ধার? হিন্দুস্থানে
আনিতাম যদি পাঠানের পদতলে,
তা হ'লে কি এই হয় পরিণাম? শুধু
সাধুতায় সর্ব্বস্ব হারানু! কপটীরে
বিশ্বাস করিয়া, বিশ্বাসঘাতক হ'তে
ঘৃণা প্রকাশিয়া—সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, মান,
পুত্র, কন্যা, পরিবার, সমস্ত হারানু!
আগ্‌রার ভীষণ রজনী! মনে হলে
তোর কথা, এ উষ্ণ শোণিত মোর, শিলা
মত কঠিন হইয়া যায় পক্ষাঘাত
ধরে রসনায়। আমার বেগম্, শত সহচরী,
নারীকুলে বসোরা গোলাপ
কন্যা রিজিয়া সুন্দরী? আমারে বাঁচাতে
কি করিলি? ই তহাস শুনে নাই। কবি
কল্পনে আনিতে মূর্চ্ছা যায়। একদণ্ডে
এক সূত্রে, বক্ষে বক্ষে একত্র বাঁধিয়া
সমস্ত ফুটন্ত ফুল ছুরি মুখে গেলি!
সাধুতায় সর্ব্বনাশ ঘটেছে আমার।
একবার প্রাণ যদি পাই, আগে পদে
দলি সাধুতায়। এমন কি কেহ নাই
শক্তিমান, অন্ততঃ দিনেক্ তরে রাখে
বাঁচাইয়া?

(ভীল বালিকা বেশে সোফিয়ার প্রবেশ।)

সোফিয়া। আমি পারি।
খাঁজা। তুমি পার? তুমি
চেন কি আমায়?
সোফিয়া। যেই তুমি হও। প্রাণ
ভিক্ষা চাহিতেছ, আমি শুনে প্রাণ দিতে
আসিয়াছি।
খাঁজা। (সহাস্তে) অদৃষ্টে আমার এত ছিল?
প্রাণ ভিক্ষা চাই দেখে দাত্রী হ'ল নারী!
সোফিয়া। নারী আমি কিসে তুমি জানিলে স্থবির?
বলে যদি নরত্ব স্থাপিত, তা আমার আছে।
খাঁজা। এ বিজন দেশে কি করে আসিলি
পাগলিনী? এ নবনী অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গে
জ্যোতিঃ চন্দ্রমার—রূপের সাগর তুই!
আঁধারে ঢাকিতে তার তরঙ্গ সুন্দর
হেথা তোরে আসিতে কে শিখাল বালিকা?
বড়ই নিষ্ঠুর এ কানন! দয়াশূন্য
তরুলতা, দয়াশূন্য শিলা, দয়াশূন্য
অচল নির্ঝর। ক্ষুধায় আকুল হ'লে
ফল নাহি পাবি। তৃষ্ণায় আকুল হ'লে
আবর্ত্তে পড়িবি। বিশ্রাম লভিতে গেলে
পড়িবে ও কোমলাঙ্গ নাগিনী বেষ্টনে।
আর কি বলিব, অন্ধকার আবরণে
আছে হিংসা স্তূপাকার।

সোফিয়া। থাকে থাক্, আমি
ভয় নাহি করি। বনের বাহিরে বৃদ্ধ
পর্ব্বত প্রমাণ হিংসা আছে। সে যে বৃদ্ধ,
বিশ্বাসের দুর্গ ভেঙ্গে নিশ্চিন্ত নিদ্রিতে
পূরে গ্রাসে। তবে কি সে অরণ্য ভ্রমণে
অপরাধ? থাকে থাক্, রাশি রাশি থাক্—
পর্ব্বত প্রমাণ, পৃথিবী ব্যাপিয়া থাক্,
আকাশ জুড়িয়া থাক্, ভয় নাহি করি।

খাঁজা। একি শক্তি মরীচিকা! শক্তির কাঙাল
আমি, তাই কি এ ননী স্তূপে দেখিতেছি
বজ্রের স্ফুরণ?

সোফিয়া। বিশ্বাস হ'লনা বৃদ্ধ! ভাল,
পরীক্ষাই লহ মোর। বালিকার সনে
অস্ত্র যুদ্ধে যদি লজ্জা হয়, ধরি কর,
দেখ শক্তি আছে কিনা আছে।

খাঁজা। ছেড়ে দাও,
মা—মা ছেড়ে দাও, বুঝিয়াছি শক্তিময়ী
তুমি। বজ্র নিঙাড়িয়া, অচল হৃদয়
উপাড়িয়া হয়েছে উদ্ভব তোর। এই
বৃদ্ধ দেহে ও শক্তি কোথায় পাব?

সোফিয়া। দেখ,
ক্ষুধার্ত্ত যদ্যপি হও এই লও ফল,
তৃষ্ণার্ত্ত যদ্যপি হও, বল, ধরে আনি
ঝরণার জল। আর যদি মৃত্যুভীত
হে স্থবির! দেখিতেছ শাণিত কুঠার,

এই স্কন্ধে তব জীবনের চারিধারে
সতর্ক ঘুরিব প্রহরিণী।

খাঁজা। ক্ষমা কর্
চলে যা মা! আমি প্রাণ ভিক্ষা নাহি চাই।

সোফিয়া। তবে চলে যাই?

খাঁজা। হ্যাঁ মা! তোর কাছে প্রাণ লয়ে
সংসারে করিব বিচরণ?

[সোফিয়ার প্রস্থান।

(খোদাদাদের প্রবেশ)

খোদা। জাঁহাপনা!

খাঁজা। খোদাদাদ্ খোদাদাদ্, মাসেকের তরে
বাঁচায়ে রাখিতে পার মোরে? তাই কেন
এক পক্ষ পারনা বাঁচাতে? তাই কেন?
সাত দিন, শুধু সাত দিন?

খোদা। জাঁহাপনা!

খাঁজা। একদিন, ভাল একদিন! জিনী মত
উড়ে যাই আগ্রায়। ধরি শয়তানী
ভারত রাজত্ব মূর্ত্তি দিই ফিরাইয়া।
ঘৃণায় কি ছেড়ে গেলি জননী আমার!

খোদা। জননী কে জাঁহাপনা?

খাঁজা। নই জাঁহাপনা।
ম্লান মুখ কেন? বলিবিত পুত্র মোর
আমার আশার শেষ, আমারে বাঁচাতে
পড়েছে পিশাচ মুখে! ওই কোলাহল!
ওই শোন্ শয়্তানের পিশাচ গর্জ্জন,

পুত্রের জীবন শিরে বহিয়া বহিয়া
আসিতেছে। আসিতেছে, গর্জ্জনে গর্জ্জনে
এ জীবনে সে জীবন দিতে মিশাইয়া।
সুন্দর মালব রাজ্যে মাখাইতে চির
অন্ধকার, আসিতেছে তরঙ্গে তরঙ্গে
লোদী-দীপ করিতে নির্ব্বাণ। খোদাদাদ্!
বাঁচাতে পারিস্ যদি আয়। নহে আর
কেন? মৃত্যু মোর এসেছে নিকটে।

খোদা। সারা দিবানিশি উপবাসী মালব-ঈশ্বর!
বহুক্লেশে বন্য ফল এনেছি সন্ধানে।

খাঁজা। জীবন রাখিরি, দিতে কি শত্রুর হস্তে?
বাঁচাতে পারিস্ যদি
অরণ্য উজাড়ি আন্ ফল।
জীবনের আকাঙ্ক্ষার মাপে উদর পুরিয়া খাই।
নহে আর কেন, মিছে খোদাদাদ্?
প্রাণের মমতারসে ভরা, অপূর্ব্ব সুন্দর ফল
হাতে পেয়ে দূরে ফেলিয়াছি।
জীবনের এ পিপাসা মিটাইতে
একটী ঔষধ আছে। প্রভু ভক্ত ভৃত্য তুই।
তুই যদি দয়া করে সে ঔষধ তুলিস্ আমার মুখে,
আমি শৃঙ্খল পীড়ন হ'তে পরিত্রাণ পাই।

খোদা। কি ঔষধ জাঁহাপনা?

খাঁজা। শোন খোদাদাদ্!
দুনিয়ায় যদ্যপি উন্নতি চাস্
ধর শয়তানী।

খোদা। একি জাঁহাপনা!

খাঁজা। ধর্ শয়তানী।

এই অস্ত্র বুকে দে আমার।

আমি প্রভু, আমারে বধিলে—এই দণ্ডে

ভারত সাম্রাজ্যে হবে তোর অধিকার।

শয়তান অঙ্গুলি প্রহারে চলিতেছে

এ সংসার। যার যত বড় শয়তানী

সে তত উঠিছে উচ্চে। শোন্ খোদাদাদ্!

ইমানে সর্ব্বস্ব গেল, ইমানে সর্ব্বস্ব গেল।

পুত্র, কন্যা, জায়া, মান, সব গেল—

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর খাঁজাহান,

সে বীরত্ব গর্ব্ব গেল। অনাহারে আমি

মৃতপ্রায়, কোথা হ'তে বালিকা আসিয়া

আমারে করিল পরাজয়।

খোদা। কে বালিকা জাঁহাপনা? (নেপথ্যে কোলাহল)

খাঁজা। কে বালিকা? শক্তির পুতলী।

ভ্রমর গুঞ্জন ভাষে ঢালিয়া অভয়বাণী,

ফুলরাণী রাশি রাশি শক্তি এনে

ধরিল সম্মুখে। অসম্মতি দেখে মোর

ম্লান মুখে ফিরিল বালিকা। (নেপথ্যে কোলাহল)

খোদা। জাঁহাপনা! ব্যাপার বুঝিতে নারি।

ক্রমে অগ্রসর কোলাহল। বুঝি শত্রু

পেয়েছে সন্ধান। সংগোপন প্রয়োজন।

খাঁজা। আবার আবার!

মহা মহা সমর সাগরে শৈলমত

মস্তক তুলিয়া, এ ক্ষুদ্র গোষ্পদে শেষে
বিম্ব মত যাব মিলাইয়া? তা হবে না—
তা কখন পারিব না। পর্ব্বত ভাঙ্গিবে
ভীষণ-ব্রহ্মাণ্ড ভরা শব্দ উঠিবে না?
বালিকে কোথায় তুই? আয় মা, আয় মা
শক্তিময়ি! অভিমানে ছেড়িছি মা তোরে।
আয় ফিরে আয়। তোর দত্ত প্রাণ লয়ে,
তোর শক্তি অঙ্গে মাখাইয়ে, একবার
যুদ্ধ দিব পিশাচবাহিনী সনে। দেখি,
ফেরে কি না ফেরে পরিণাম।

খোদা। জনাবালি ধীরে ধীরে। হা ঈশ্বর! নবাবের এ অবস্থা দেখ্‌তে একমাত্র আমি অবশিষ্ট রইলুম! ধীরে—জাঁহাপনা ধীরে।

(সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ।)

সৈন্যা। আর ধীরে কেন—লোদী আত্মসমর্পণ কর।

খাঁজা। কে তুমি, মহাবত খাঁ?

সৈন্যা। একটা তুচ্ছ শৃগালকে ধর্ত্তে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ কি এসে থাকেন? আমি এসেছি।

খাঁজা। আমাকে তুমি বল, কে তুমি?

সৈন্যা। পরিচয় দিতে আসেনি, বন্দী ক'রতে এসেছি। তুই ব'লে সম্বোধন করিনি এই তোমার ভাগ্য। আর কেন, মালোয়ার স্বপ্ন পরিত্যাগ কর। চরণ যুগলে আভরণ পর।

(নারায়ণ ও সহচরগণের প্রবেশ।)

নারা। স্বপ্ন তুই দ্যাখ্‌ মুসলমান কলঙ্ক। বৃদ্ধ নবাবকে সহায়হীন

মনে করে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করছিস্। কম্‌বক্‌ত্! যেখানে খাঁজাহান, সেই থানেই তার মালোয়া।

(সোফিয়া ও ভীলগণের প্রবেশ।)

সোফিয়া। সেইখানেই তার মালোয়া। আগরার প্রাসাদে একবার মালোয়ার মূর্ত্তি দেখেছিলি, আবার বিজন অরণ্যে নবাব খাঁজাহানের মালোয়ার মূর্ত্তি দর্শন কর।

নারা। সর্দ্দার! কম্‌বক্ত্‌কে গ্রেপ্তার কর।

সোফিয়া। না। আমার সর্দ্দার তুমি এই কম্‌বক্তকে গ্রেপ্তার কর।

সৈন্য। হা আল্লা! একি হল!

১ম নারা ও সৈন্যগণ। খবরদার! আমরা গ্রেপ্তার ক'রব।

ভীল সৈন্য। আমরা থাকতে গ্রেপ্তার করে কোন্ শালা রে।

নারা। তুই কে?

সোফিয়া। তুই কে?

(ছদ্মবেশে দাদাজির প্রবেশ।)

দাদাজি। তোরা কে? বেশ বেশ বেশ। এক দিকে খাঁজাহান, আর দিকে তার মালোয়া, মাঝখানে আগরার নাগরা। সহরে মালোয়ায় আর বুনো মালোয়ায়, এই নাগ্‌রা নিয়ে দাঁতে ছেঁড়াছিঁড়ি করবি কেন? এই বীরের সমস্ত বীরত্ব ওরি হাতে সঁপে দিয়ে সোজা রাস্তায় পথ দেখিয়ে দে। তারপর দুই দলে মিলে বাদসার সৈন্যের গতিরোধ কর্। বাদসার সৈন্য কাতারে কাতারে রন্ধ্রমুখে প্রবেশ করছে। যা ভীল সর্দ্দারণী! মিয়া সাহেব পথ জানে না। ওকে রন্ধ্রমুখ দেখিয়ে দে—

(দাদাজির প্রস্থান।)

নারা। সর্দ্দারণী—পথ দেখিয়ে দিবি আয়।

সোফিয়া। চলরে মিয়া দেখিয়ে দি।

নারা। তাইত এতক্ষণ দেখিনি! কে তুই!

সোফিয়া। কে বলবার সময় নাই, মুখ চাইবার সময় নাই। সর্দ্দার! যদি মনুষ্যত্বের অভিমান রাখ, যদি বীরত্বের অভিমান রাখ, যদি ব্রাহ্মণত্বের অভিমান রাখ, বিলম্ব ক'র না।

নারা। চল।

[খোদাদাদ্ ও খাঁজাহান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

খাঁজা। খোদাদাদ্! ধর মোর হাত।

অরণ্য-পাদপ তলে হস্ত-মেয় স্থান,
ভিক্ষা দাও প্রভুরে তোমার।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহারণ্যের একাংশ।

খোদাদাদ ও খাঁজাহান।

খোদা। প্রভু, এই তরুতলে উপবেশন করুন।

খাঁজা। দাও বসিয়ে দাও। চ'খে যেন একটা কিসের আবরণ প'ড়ে আস্‌ছে। বেশ হয়েছে খোদাদাদ? এখন যদি কেউ আমাকে বন্দী করতে আসে, সে বন্দিত্ব আর আমি দেখ্‌তে পাবনা। কিন্তু কে আমাকে রক্ষা কর্‌লে খোদাদাদ!

খোদা। কে সে আমি বল্‌তে পারি না।

খাঁজা। দেখা হ'য়েছে?

খোদা। দেখা হয়েছে।

খাঁজা। পরিচয় নিতে পারনি?

খোদা। নিতে চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু চেষ্টা বিফল হ'য়েছে। সে আমাকে পরিচয় দিলে না।

খাঁজা। তুমি এখন কি কর্‌বে?

খোদা। আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে তার সহায়তা করি।

খাঁজা। ঠিক বলেছ, তুমি এখনই গিয়ে তার সাহায্য কর।

খোদা। জঁাহাপনা! কোথায় আপনাকে রেখে যাব?

খাঁজা। কেন? যে জননী জগতে প্রথম আবির্ভাবে বক্ষে রেখেছেন সেই স্থানে—সেই মায়াময়ী ধরণীর কোল। বড় শীতল, বড় কোমল, রেখে যাও ভাই, রেখে যাও।

খোদা। জঁাহাপনা!

খাঁজা। খোদাদাদ! একবার তোমায় দেখি! খোদাদাদ! এ কি ভাই! তুমি ও সপ্তাহে উদরে কিছু দাও নাই।

খোদা। দোহাই জঁাহাপনা! দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়ে দেবেন না। মারা যাব। আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলে ছিলুম। দোহাই জঁাহাপনা! জগৎপ্রভু, তুমি উপরে। আমার প্রভু, তুমি নীচে। (প্রস্থান)

খাঁজা। ভাঙ্‌—ভাঙ্‌—ভাঙ্‌ বজ্রে প্রকৃতির হিয়া,
শতধারে ঢালুক অশনি। সাজাহান!
কার বধে এত আকিঞ্চন? দেখে যাও
দিল্লীশ্বর! বহুগর্ব্বী প্রতিদ্বন্দ্বী তব
সাম্রাজ্য পেতেছে তরুতলে। ভুলে গেছে
পূর্ব্ব গর্ব্ব, ভুলে গেছে দম্ভ অহঙ্কার।
আগরার সিংহাসনে সমুদায় লোভ
পথে পথে ধুলায় ঢালিয়া, মাথা দিয়া
প'ড়ে আছে মরণের দ্বারে। অনাহারে,
অনিদ্রায়, প্রাণ-পূর্ণ শান্ত নিরাশায়,
বড় সুখে আছি ভাই আমারে ঘেরিয়া।

ধরণী আমার রাজ্য, আমি প্রজা তার।
আমারে বধিতে যুদ্ধে আমি সেনাপতি।
আমি ভিক্ষু আমি দাতা, আমি পুত্র পিতা,
আমার ঐশ্বর্য্য ভোগে আমি বংশধর।
দরিদ্রতা নরত্বে জড়িত—ভিক্ষু রাজা
উলঙ্গ ধরায় আসে। তবে কার তরে
অভিমান? জন্মে নর মৃত্যু করে ক্রয়
মৃত্যু কেন জন্ম না কিনিবে? মৃত্যু-মৃত্যু!
কোথা মৃত্যু - জন্ম বা কোথায়? শুধু এক
মহা আবর্ত্তন, ধূমকেতু মত—শুধু
আলো—অন্তঃসার হীন—শুধু দুঃখ আর
দুর্ঘট সূচনা। আঁধার প্রাচীর পারে
অন্ধকারে ফুটিয়া ফুটিয়া, আবার সে
ধীরে ধীরে অন্ধকারে যায় মিলাইয়া।

সোফিয়া। (নেপথ্যে) মালবেশ্বর! যদি বেঁচে থাক দেখা দাও।

(দাদাজী ও সোফিয়ার প্রবেশ)

খাঁজা। কার কথা শুনি! রিজিয়া কি ফিরে এলি?

সোফিয়া। কি কর্ত্তব্য পিতামহ? জ্ঞানহীন রাজা
আমারে নন্দিনী-জ্ঞানে করেন আহ্বান।

দাদাজি। ভাগ্যবতি!
আমি কি বলিব? রাণী তুমি আপনার;
ভাগ্যবান সহচর আমি। রাজা যথা
আপন ইচ্ছায়, উঠে বসে, আসে যায়,
যে কার্য্যে যা অভিলাষ, করে—আজ হ'তে

তাই তুমি করগে বালিকা।
ধরা তোরে আপনি দেখাবে পথ।

খাঁজা। কই! কই কোথা গেলি?
কথাত শুনালি! দেখে কি হইল
অভিমান? তাই কি গো রিজিয়া আমার
আসিতে আসিতে ফিরে গেলি?

সোফিয়া। পিতা!

খাঁজা। পিতা!
পিতা বলে সম্বোধিতে এখনো হৃদয়
আছে তোর? পিতৃত্বের যে কার্য্য ক'রেছি,
ভুলে কি গিয়েছ মায়াময়ী! কাছে এস
কাছে এস! মা, মা! তীব্র আকাঙ্ক্ষার টানে
মরণের বন্ধন ছিঁড়িয়া যদি এলি,
কাছে এস। ভিখারিণী-বেশ? তাই কি মা
আসিতে সঙ্কোচ তোর? লজ্জা কি রিজিয়া?
মালব-প্রাসাদ-জ্যোতিঃ—সর্ব্বস্ব আমার!
পুত্র কন্যা তুমি একাধারে। আহা মা! মা,
স্বহস্তে যাদের আমি দিয়াছি কবর,
একে একে সকলে কি আসিছ ফিরিয়া?
সহচরী সাথে সেই চিরানন্দময়ী
আসিছে কি মা তোমার? দৃষ্টি কি আমার
জীবন্ত স্বর্গের ছবি আনিছে ধরিয়া?
শ্রুতি কি শশাঙ্ক সূর্য্য তারকার পারে,
অতিমিষ্ট অতি সূক্ষ্ম স্বর-প্রবাহিণী,
নীলিমার বাঁধ ভেঙ্গে, এশৈলে আনিল

প্রতিধ্বনি ? একি জীবন্ত মানসীলতা ?
ছায়া অঙ্গে পরশ কি আছে মা জড়িত ?
ছায়ামুখে স্নিগ্ধ ওষ্ঠাধরে কখন কি
ঝরে মা চুম্বন ? একি মত্ততা আমার ?
বল্ মা রিজিয়া, একি মত্ততা আমার ?

দাদাজি। মত্ততা—মত্ততা—রাজা! এ যদি মত্ততা হয়, যে মত্ততা আকাশ থেকে তারার ফুল চয়ন ক'রে, তাতে মালা গেঁথে গলায় পরায়, যার গন্ধের নেশায় সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা এক দণ্ডে অপসৃত হয়, মৃত্যুর যাতনা দূরে পালায়, সে যদি মত্ততা হয়, জ্ঞান কাকে ব'লব রাজা? রাজা! তোমার মত্ততা আমাকে ভিক্ষা দিতে পার ?

খাঁজা। তুই কে ভাই ?

দাদাজি। আমি কে বল্‌তে পারছি না যে রাজা! আমি যা বলতে চাই, জ্ঞানাভিমান আমাকে তা বলতে দিচ্ছে না। সুতরাং আমি কে আর তোমার জানবার প্রয়োজন নেই। আমি ছায়ার মূর্ত্তি ধ'রে বহুদিন ধ'রে এই বালিকার অনুসরণ ক'রে আস্‌ছি। তুমি তোমার প্রিয়তমদের সমাধিস্থ ভেবে নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলে, আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনি। বালিকার জীবন্ত সমাধি দেখ্‌তে আমার প্রাণ শিউরে উঠেছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত এসেছি। এতদূর এসে তোমার মত্ততার আলোকে ছায়া আজ সমাধিস্থ হ'ল। নাও রাজা, নাও—কন্যা নাও। সংসারে তুমি—আর তোমার কন্যা—মধ্যে তোমার স্বর্গসুখদায়িনী মত্ততা! সেখানে ছায়ার থাকবার স্থান নেই। সেলাম রাজা সেলাম, সেলাম নবাব-নন্দিনী সেলাম। [প্রস্থান।

খাঁজা। তাইত রিজিয়া, এলি ? সমাধি ভাঙ্গিয়া,
আলিঙ্গন-বন্ধন ছিঁড়িয়া, মৃত্তিকার
স্তূপমধ্যে, ঘনীভূত অন্ধকার মাঝে,

আমার প্রাণের প্রাণ একাকী রাখিয়া
মোরে কি বাঁচাতে এলি? রিজিয়া, রিজিয়া!
আপনার বলিবার কেহ নাই ভেবে
এতক্ষণ শুদ্ধমাত্র মরণে করেছি
আবাহন। মরণ এসেছে দ্বারে, বড়
শান্তমূর্ত্তি তার। এখন যদ্যপি তারে
চলে যেতে বলি, সৌম্যমূর্ত্তি লয়ে সে ত
আর আসিবে না! কি করিব, কোথা যাব?
কার করে সঁপে যাব তোরে?

সোফিয়া। পিতা! পিতা!
মৃত্যুকরে সঁপে দাও মোরে। পিতা! পিতা!
তোমার এ দশা নিরীক্ষণ, মৃত্যু হ'তে
অধিক যাতনা।

খাঁজা। বেশ আয়—তাই দিব।
নিজ হাতে মরে শান্তি পাওনি জননী,
এবারে জীবন্মৃত্যু তোরে দিব দান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মহারণ্য।

সাজাহান।

সাজা। প্রতিহিংসাপরবশ হ'য়ে বৃদ্ধ খাঁজাহানের অনুসরণে এতদূরে এসে দেখ্‌ছি আমি অতি মূর্খের কাজ ক'রেছি। আমার হিতৈষী বন্ধু দুজন মহাবত ও আজফের বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও এই পথহীন অরণ্যের

মধ্যে প্রবেশ ক'রেছি। হিতৈষীর নিষেধ না মেনে আসার ফল ফলেছে। খাঁজাহানের সন্ধান ত পেলেম না, লাভের মধ্যে ঘন বনে পথ হারিয়ে আপনাকে আপনি আবদ্ধ ক'রেছি। ঠিক হ'য়েছে। আমার প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সৈন্যের বর্ম্মের ভিতর ব'সে আমি নিরাশ্রয়। যে সৈন্য-সাগরের একটা তরঙ্গ সমস্ত মালবটাকে এক মুহূর্ত্তে ডুবিয়ে দিতে পারে, আমি সেই সাগরকে বাঁধে বেঁধে, জলশূন্য তড়াগে নিমগ্ন হ'তে এসেছি। ঠিক হ'য়েছে। অতিথি আমার ঘরে এসেছিল, আমার কাছে ভালবাসা ভিক্ষা চেয়েছিল। আমি তার পবিবর্ত্তে তাকে সমস্ত ভালবাসার ধন থেকে বঞ্চিত ক'রে, বিজন অরণ্য উপহার দিয়েছি। ঠিক হ'য়েছে। এই আমার উপযুক্ত শাস্তি। মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত বন্যের আক্রমণে বিশ্ববিজয়ীর পরাভব—এই আমার কার্য্যের উপযুক্তপ্রতিফল। (নেপথ্যে। জয় মালবে-শ্বর) উন্মত্ত পাঠান সৈন্য আমাকে বন্য জন্তুর ন্যায় হত্যা করতে আমার দিকে ছুটে আস্‌ছে। মোগল সৈন্য রন্ধ্রমুখ উন্মুক্ত কর্‌তে না কর্‌তে তারা এখনই আমাকে অগণ্য অস্ত্রে আবৃত ক'রে ফেল্‌বে। ক্ষুদ্র সিপাহীর রিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রে আত্মরক্ষার চেষ্টা বিড়ম্বনা আর আমি আত্মরক্ষা ক'রব না।

(অস্ত্র নিক্ষেপ ও নারায়ণের প্রবেশ।)

নারা। হয় বন্দী হ'ন, নয় শেষ জীবনের মত ঈশ্বর স্মরণ করুন।

সাজা। কে তুমি?

নারা। চিন্‌তে পারছেন না, পিপীলিকা। কিন্তু সম্রাট অদৃষ্টের ফুৎকারে ঐশ্বর্য্যের উচ্চতম স্থানে চালিত হ'য়ে আপনি যাকে পিপীলিকা দেখেছিলেন, এখন মাটীতে দাঁড়িয়ে বুঝুন যে, সে পিপীলিকারও দংশন করবার শক্তি আছে। প্রস্তুত হ'ন। আমি আপনাকে বন্দী ক'রে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত ক'রব।

সাজা। নরাধম গোলাম, জীবন থাকতে আমি বন্দী হব না।

নারা। ক্ষমা করুন সম্রাট্, তাহ'লে আপনার জীবন-শূন্য দেহ আমার প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। (অস্ত্র উত্তোলন, মহাবতের প্রবেশ ও বন্দুকের দ্বারা আঘাত ও নারায়ণের পতন)

সাজা। কে আমাকে রক্ষা করলে?

মহা। চলে আসুন সম্রাট্—আপনি নিরাপদ।

(খাঁজাহানকে ধরিয়া সোফিয়ার প্রবেশ)।

সোফিয়া। না না কে বল্‌লে নিরাপদ? জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সম্রাট্, আপদ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে।

মহা। তাইত, একি শোচনীয় দৃশ্য!

সোফি। পিতা—পিতা—মালবেশ্বর! এই তোমার সম্মুখে পাষণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী। অস্ত্র ধর, শেষক্ষণের জন্য একবার অস্ত্র ধর। নিথর করে একবার বজ্রের বল আবাহন কর। আমার মাতৃ-সহোদর নাশের প্রতিশোধ নাও।

খাঁজা। কই, কই মা, কই? বিজন অরণ্যে নিথর মৃত্যু! তবু—তবু—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ।

(সাজাহানের অঙ্গে অস্ত্র স্পর্শ করাইয়া মৃত্যু)।

সাজা। ওঠ বীর ওঠ, জাগো! আমার মস্তক দ্বিধা কর। এ তীব্র প্রতিশোধের জ্বালা নিয়ে আমি আগরায় আর মুখ দেখাতে পার্‌ব না।

(দাদাজির প্রবেশ।)

দাদাজি। বা বা! মহামায়ার অঙ্গুলি সঞ্চালনে দুনিয়ার বিভিন্ন-মুখী প্রচণ্ড অভিমান—সব আজ একস্থানে জড় হ'য়েছে।

সোফিয়া। উঠ প্রভু উঠ নারায়ণ!

নারা। কেও শিলা, এলি?

সোফিয়া। শিলা নয়, পদতলে সোফিয়া তোমার।

নারা। সোফিয়া—সোফিয়া—কোথাকার কে সোফিয়া?
শিলা, শিলা! সোফিয়া যে আমীর নন্দিনী!
বল ক্ষুদ্র পথিক বালক—তোরে আমি
সর্ব্বস্ব দিয়াছি—বল, একবার বল,
সে কেন পড়িবে পদতলে?

সোফিয়া। লোভে লোভে—
দুর্দ্দম নারীর ঈর্ষা! পথিক বালকে
দিলে প্রাণ, তায় প্রভু জলে অভিমান,
নাম ভেদ সহিতে না পারি। একবার
বল মোরে দাসী, অন্য গর্ব্ব অহঙ্কারে
নহি অভিলাষী, দাসীত্ব সাম্রাজ্য কর
দান।

নারা। বুঝিয়াছি, সে ছবি স্মরণে জাগে,
সে কণ্ঠ শ্রবণে মোর স্পর্শে অনুরাগে।
আয় শিলা কাছে আয়, আয় গো সোফিয়া!
একটী নিশ্বাস বাহী সময় ভিতরে
এ মিলনে তৃপ্তি যদি পাস্ নারী, ল'য়ে
আয় করপদ্ম, আমি জীবন সঁপিয়া
যাই। দাসী তুমি? তুমি প্রাণেশ্বরী। রহ
সাক্ষী প্রজাপতি, সাক্ষী রও রাজা। এই
মূর্ত্তিমতী নিষ্কামতা ঈশ্বরী আমার।
সে যদ্যপি মুসলমানী, আমি মুসলমান।
সে যদি ব্রাহ্মণী হয়, আমিও ব্রাহ্মণ।

মহা। জ্ঞানহীন ধর্ম্মত্যাগী আমি যে ব্রাহ্মণ
দান মোর সাজেনা তোমায়। ভিক্ষা ভিক্ষা—
এই যবনীরে ব্রাহ্মণী করিয়া লও।

সোফিয়া। পিতামহ! পতিহীনা শিশোদিয়া নারী—
কি কর্ত্তব্য কর অনুমতি?

দাদাজি। (যোড়হস্তে) জান তুমি।
জননী সর্ব্বত্র মাতা, সতী পতিব্রতা।
আমি মূর্খ, প্রশ্নে কেন রহস্য জননী?
আমি মূর্খ। ভাঙ্গিতে আসিয়া, বনমধ্যে
পুণ্য অট্টালিকা ভুলে ক'রেছি নির্ম্মাণ।
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা, তার পাদ-মূলে
ফুলে ফুলে চলে দেবতা আসিবে, স্নানে
ধন্য হবে।

সোফিয়া। শুনিয়াছি হিন্দু সতী পতির মরণে,
স্বামী-সনে-চিতা-আরোহণে, মরণের
পথে হয়-প্রভুর সঙ্গিনী। হিন্দু হ'লে
তোমার আদেশ নাহি ছিল প্রয়োজন।
কিন্তু আমি মুসলমানী। আমার পরশে
প্রভুর অগতি যদি হয়?

দাদাজি। তুমি সীতা,
তুমি গঙ্গা তুমি গীতা সাবিত্রী ব্রাহ্মণী।

সোফিয়া। তবে উঠ—চিতা শয্যা কর আয়োজন।

যবনিকা।